CMYK

চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৫ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

সিস্টার
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
Sister
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 04 July 2019 ■ আগরতলা, ৪ জুলাই, ২০১৯ ইং ■ ১৮ আষাঢ় ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

গরু চোর সন্দেহে যুবককে পিটিয়ে খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুলাই ।। গরু চোর সন্দেহে ত্রিপুরায় এক যুবককে পিটিয়ে খুন করেছে এলাকার মানুষ। ঘটনাটি ঘটেছে ধলাই জেলার অন্তর্গত গন্ডাছড়া মহকুমার রইস্যাবাড়ি থানাধীন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী নোয়ারামপাড়া এলাকায়। মৃত যুবকের নাম বুধিকুমার ত্রিপুরা (৩০)।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, গতকাল মঙ্গলবার গভীর রাতে এলাকার লোকজন গরু চোর সন্দেহে বুধিকুমার ত্রিপুরাকে বেঁধে ব্যাপক মারধর করে তাকে আধমরা অবস্থায় ফেলে চলে যান। রাতে প্রহরারত বিএসএফ এবং পুলিশ তাকে উদ্ধার করে গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। এখানে চিকিৎসারত অবস্থায় বুধবার ভোরে মারা গেছে বুধিকমার।

রইস্যাবাড়ি থানার ওসি সুলেমান রিয়াং জানান, আজ রাতে পরিবারের তরফে একটি খুনের মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। তবে ঘটনার সঙ্গে জড়িত কাউকে এখনও গ্রেফতার করা যায়নি। এদিকে ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে এলাকায়.।

পুর নিগমের উচ্ছেদ ও বেদখল অভিযান শহরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুলাই ।। বেআইনী দখলদার এবং ফুটপাত দখলমুক্ত করার উদ্যোগ নিল আগরতলা পুর নিগম। বুধবার পুর নিগমের টাস্ক ফোর্স নিয়ে অভিযান চালায় নিগমের আধিকারীকরা। এদিন, ভলকান ক্লাব এলাকায় অভিযান চালানো হয়। ওই এলাকায় বহু লোককে নোটিশ দেয়া হয়েছিল। এর মধ্যে দেড়শ জন নোটিশের কোন তুয়াক্কা করেনি। তাই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কিছু বাড়ির সামনের অংশ ভেঙে ফেলা হয়েছে। সেই সাথে কিছু পোল্ট্রি ফার্ম ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কর্মীদের আশায় জল ঢেলে দিয়ে অবশেষে পদ ছেড়েই দিলেন রাহুল

নয়াদিল্লি, ৩ জুলাই ।। 'আমি আর কংগ্রেসের সভাপতি নই', বুধবার এককথায় আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণাই করে দিলেন রাহুল গান্ধী। দেশজুড়ে কংগ্রেস কর্মীদের আশায় জল ঢেলে নিজের পদত্যাগের সিদ্ধান্তেই অটল থাকলেন রাহুল গান্ধী। তাঁর সিদ্ধান্তে দুঃখপ্রকাশ করেছেন কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা সলমন খুরশিদ। পরিবারতান্ত্রিক দলের এই ব্যাপারে আমাদের কোনও ভূমিকা নেই, বলে বিষয়টির থেকে দূরত্ব বাড়ালেন বিজেপি নেতা নলীন কোহলি। দলের নতুন অন্তর্বর্তী সভাপতির পদে নাম মনোনীত হয়েছে মোতিলাল ভোরার। যদিও দলীয় তরফে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে সেই নাম ঘোষণা করা হয়নি। এই প্রসঙ্গে মোতিলাল ভোরা বলেন, অন্তবর্তী সভাপতির দায়িত্বভার নেওয়ার কোনও খবর আমার কাছে নেই।

বেশ কিছুদিন ধরেই তাঁর এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে দেশজুড়ে সরব হয়েছিলেন কংগ্রেসের নেতা-নেত্রীরাও। অনেকেই তাঁকে পদত্যাগপত্র ফিরিয়ে নেওয়ার আর্জিও জানান। কিন্তু, লোকসভা নির্বাচনে হারের জন্য সভাপতি হিসাবে নিজেকেই দায়ী করে পদত্যাগের কারণ স্পষ্ট করলেন রাহুল। চার পাতার একটি চিঠি টুইট করে এদিন তিনি জানিয়েছেন, 'কংগ্রেস পার্টির সভাপতি হিসাবে ২০১৯ এর লোকসভা নির্বাচনে হারের জন্য আমি দায়ী। আমাদের পার্টির ভবিষ্যতের জন্য দায়বদ্ধতা নিতে হবে। এই কারণেই দলের সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছি আমি।'

এবার কে হতে চলেছেন কংগ্রেসের পরবতী সভাপতি, সেই নিয়ে রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে জোর জল্পনা। এক সপ্তাহের মধ্যে নতুন সভাপতির নাম ঘোষণা করা হতে পারে বলে সূত্রের খবর। এই নিয়ে তৃতীয়বার কংগ্রেস দলের দায়িত্ব নেহরু-গান্ধী পরিবারের বাইরে কারওর হাতে যেতে পারে এমন সম্ভাবনাই জোরদার হয়েছে।

আনুষ্ঠানিকভাবে ইস্তফার কথা ঘোষণার পর এদিন নিজের টুইটার হ্যান্ডেল থেকে সভাপতির পরিচয়ও সরিয়ে দিয়েছেন। এতদিন কংগ্রেস দলের সেবা করতে পেরে তিনি সম্মানিত বোধ করছেন বলে টুইটারে তাঁর খোলা চিঠিতে উল্লেখ করেছেন রাহুল গান্ধী। এই দেশ ও তাঁর দলের কাছে তিনি কৃতজ্ঞ বলেও জানিয়েছেন তিনি।

প্রসঙ্গত, লোকসভা নির্বাচনে দলের বিপর্যয়ের জেরে কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকেই ইস্তফা দেওয়ার সিদ্ধান্তে অনড় ছিলেন রাহুল গান্ধী। যদিও গত ২৫ মে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির (সিডব্লিউসি) বৈঠকে তাঁর পদত্যাগপত্র খারিজ করে দেয় সিডব্লিউসি। তারপর দলের সভাপতির এহেন সিদ্ধান্তের পাশে দাঁড়িয়ে একের পর এক কংগ্রেস নেতার পদত্যাগের হিড়িক পড়ে যায়। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অন্তর্বর্তী সভাপতি হচ্ছেন প্রবীন নেতা মোতিলাল ভোরা

নয়াদিল্লি, ৩ জুলাই ।। বুধবারই কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে রাহুল গান্ধী আনুষ্ঠানিকভাবে ইস্তফা দিয়েছেন রাহুল গান্ধী। এমনকী তিনি ট্যুইটারেও নিজের সভাপতি পদটিও সরিয়ে দিয়েছেন। এমনই সময়ে দলের নতুন অন্তর্বতী সভাপতির পদে নাম মনোনীত হয়েছে মোতিলাল ভোরার। যদিও দলীয় তরফে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে সেই নাম ঘোষণা করা হয়নি।

এদিন ট্যুইটারে নিজের পদত্যাগ পত্র পোস্ট করেন রাহুল গান্ধী। জানিয়ে দেন অবশেষে লোকসভা নির্বাচনে দলের ভরাডুবির দায় নিয়ে তিনি পদত্যাগ করছেন। অবশ্য তিনি একা নন, এর দায়ভার বর্তায় দলের আরও বেশ কয়েকজনের ওপরেও, এমনই জানিয়েছিলেন তিনি। বুধবার নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে রাহুল গান্ধী বলেছেন, "বিলম্ব না করে খুব শীঘ্রই কংগ্রেস পার্টি নতুন সভাপতির নাম ঘোষণা করবে।" এই নতুন সভাপতি নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় কোনোভাবেই তিনি থাকবেন না বলে জানিয়েছেন রাহুল।

পদত্যাগপত্র দলের কাছে জমা দিয়েছেন এবং অদূর ভবিষ্যতে সেই সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে আসার কোনও সম্ভাবনা নেই বলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যালয়ে সংগঠন ব্যবস্থা নিতে চলেছে সরকার ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুলাই ।। বিদ্যালয়ে সংগঠন করা যাবে না। কড়া ভাষায় সতর্ক করলেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। তাঁর সাফ কথা, বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলাই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রধান কর্তব্য। তার বদলে, রাজনৈতিক গতিবিধি কোনভাবেই বরদাস্ত করবে না সরকার। সাথে তিনি যোগ করেন, শাসকদলের নেতা পরিচয়ে চাঁদা সংগ্রহ কিংবা বদলির ব্যবস্থা করে দেওয়ার কাজে যুক্তদের চিহ্নিত করা হচ্ছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শাসক সমর্থক পরিচয়ে সাংগঠনিক গতিবিধি পুরনো কায়দায় শুরু হয়েছে। তাতে, অসন্তোষ বাড়ছে তা উপলব্ধি হয়েছে রাজ্য সরকারের। তাই, বিদ্যালয় পরিদর্শনে গিয়ে সাংগঠনিক গতিবিধির সাথে যুক্ত শিক্ষকদের সতর্ক করলেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। বুধবার তিনি আগরতলায় বোধজং বয়েজ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আচমকা পরিদর্শনে যান। মূলত, তাঁর বিদ্যালয় পরিদর্শনে যাওয়ার কারণ হিসেবে জানা গেছে, সাংগঠনিক কাজকর্মের সাথে যুক্ত শিক্ষকদের সতর্ক করা।

আজ তিনি সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, বিদ্যালয়ে সাংগঠনিক গতিবিধির অভিযোগ মিলেছে। তাতে, শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি। শিক্ষামন্ত্রীর কথায়, বিদ্যালয়ে কোন সংগঠন করা যাবে না। ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ গড়ে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের, তা পালনে কোন গাফিলতি বরদাস্ত করা হবে না।

শিক্ষামন্ত্রীর দাবি, বিদ্যালয়ে একাংশ শিক্ষক শাসক দলের নেতা-সমর্থক পরিচয় দিয়ে রাজনৈতিক কাজকর্মে ব্যস্ত থাকেন। বামফ্রন্ট জমানায় যে কায়দায় চাঁদা সংগ্রহ করা হতো, ঠিক একইভাবে এখনও তা চলছে। শুধু রঙ পাল্টেছে, কটাক্ষের সুরে বলেন তিনি। তাঁর দাবি, একসময়ের দাপুটে হগব নেতা এখন বিজেপি সেজে বদলীর নামে মোটা টাকা সংগ্রহ করছেন। তাঁদের সকলের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অসম্পূর্ণ কাজের জন্য রাজ্য পেল অতিরিক্ত ৩৫৮ কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুলাই ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেবের সাক্ষাতের সুফল দেখা যাচ্ছে। কারণ, রাজ্যের কোষাগারে এসেছে ৩৫৮ কোটি টাকা। অসম্পূর্ণ কাজের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরাকে এই অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করেছে বলে সূত্রের দাবি।

রাজ্যের বিকাশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কর্তৃক ত্রিপুরাকে ৩৫৮ কোটি টাকা অতিরিক্ত প্রদানে দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা বিভিন্ন প্রকল্পগুলি সম্পূর্ণ করতে সাহায্য হবে বলে মনে করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষরূপে প্রদান করা এই অতিরিক্ত অর্থরাশি রাজ্য সরকারের কোষাগারে আজ পৌঁছেছে।

প্রসঙ্গত, এ-বছর ১৫ জুন নিতি আয়োগের বৈঠকে শামিল হতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেব প্রধানমন্ত্রী মোদীর সাথে আলাদা দেখা করেন। তাঁর কাছে রাজ্যের বিকাশের জন্য প্রকল্পগুলির রোডম্যাপ দিয়েছিলেন তিনি। তাতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বুধবার আগরতলা শহরের ভলকাল ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় পুর নিগমের উচ্ছেদ ও বেদখল অভিযান। ছবি নিজস্ব।

গাড়ির ধাক্কায় এক ব্যক্তির মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুলাই।। চিকিৎসকের গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত ব্যক্তি টানা চারদিন যমের সঙ্গে লড়াই করে আজ মৃত্যুর কাছে হার মেনেছেন। এদিকে এই ঘটনায় অভিযুক্ত তিন চিকিৎসক পলাতক বলে পুলিশ জানিয়েছে।গত ৩০ জুন রাতে উত্তর ত্রিপুরা জেলার সদর ধর্মনগরের থানা রোডে একটি গাড়ি দ্রুতগতিতে এক ব্যক্তিকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায় । ওই ব্যক্তির নাম অনন্ত শুক্লবৈদ্য (৫৫) । স্থানীয় জনগণ তাঁকে উদ্ধার করে ধর্মনগর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান । কিন্তু, তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় চিকিৎসকরা তাঁকে আগরতলার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জল সংরক্ষণে আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন ঃ রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুলাই ।। রাজ্যপাল প্রফেসার কাপ্তান সিং সোলাঙ্কি আজ ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে 'রিভার এণ্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট ফর সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট পলিসি পারস্পেক্টিভস' নামে দু'দিনব্যাপী এক সেমিনারের উদ্বোধন করেন। সেমিনারের আয়োজন করে যৌথভাবে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, অবিরল গঙ্গা মিশন এণ্ড জল বিরাদরী। আর্থিক সহায়তা করেছেন ত্রিপুরা সরকার ও নর্থ ইস্ট কাউন্সিল। সেমিনারে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যপাল বলেন, পৃথিবীতে পানীয় জলের ভাণ্ডার দ্রত হাস পাচ্ছে। তাই এখনই আমাদের দরকার জল সংরক্ষণ করা। কেন্দ্রীয় সরকারও এই লক্ষ্যে জলশক্তি মন্ত্রক গঠন করেছে এবং সরকার এই 'জলশক্তিকে' একটি জল আন্দোলনে পরিণত করতে চায়। নদীর রক্ষায় ও স্থায়ী জল ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে খাদ্য সুরক্ষা আইনের মত এখন জল সুরক্ষা আইনও প্রণয়ন করা দরকার বলে মন্তব্য করেন রাজ্যপাল।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ভি এল ধারুরকর, ভারতের 'জলমানব' নামে পরিচিত ড. রাজেন্দ্র সিং, মহারাষ্ট্রের হালারি ভিসা ওসয়াল কলেজ অব কমার্সের অধ্যক্ষা ড. স্নেহাল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চেলেকাপ্পায় ১ লক্ষ ৮৬ হাজার বাংলাদেশী টাকা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩ জুলাই ।। চেলেকাপ্পা থেকে ১লক্ষ ৮৬ হাজার বাংলাদেশী টাকা উদ্ধার করল বিএস এফ। ঘটনা টি ঘটেছে গতকাল সকাল নয়টার দিকে। মারুতি ওমনি ভেন গাড়ীটি ঘোড়াকাপ্পা থেকে চেলাকাপ্পা যাচ্ছিল। ৬৬ বিএন বিএসএফ এর কাছে খবর ছিল এই গাড়ী তে তিন জন চোরাকারবারি রয়েছে। বিএসএফ গাড়ীটি কে আটকায় এবং তল্লাশি চালিয়ে তিন জন চোরাকারবারি কে আটক করে। এরা হলেন সনজিৎ শীল(৪১) , পিতা চিত্ত রঞ্জন শীল, কল্পমালা ত্রিপুরা(৩৯) স্বামী বৃঙ্গ মোহন ত্রিপুরা,এবং সিন্ধু লক্ষী ত্রিপুরা (৩৩)স্বামী নবীন মোহন ত্রিপুরা। ধৃতদের কাছ থেকে ১লক্ষ ৮৬ হাজার বাংলাদেশী টাকা বিএস এফ আটক করে। অভিযানে নেতৃত্ব দেন হেড কনস্টেবল কর্তার সিং সহ অন্যান্য বিএস এফ জোয়ান রা। পরে বিএস এফ তাদের শিলাছড়ি থানার হাতে তুলে দেন। এবং বাংলাদেশী টাকা গুলো বিলোনীয়া কাস্টমস র হাতে তুলে দেন।

আগরতলা রেল স্টেশন ও চন্দ্রপুর আইএসবিটিতে টিআরটিসি চালু করছে প্রিপেড টেক্সি কাউন্টার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুলাই ।। আগরতলা রেলস্টেশন এবং চন্দ্রপুর আইএসবিটিতে চালু হচ্ছে প্রিপেড টেক্সি কাউন্টার। পরিচালনা করবে ত্রিপুরা সড়ক পরিবহণ নিগম। এছাড়া আগরতলা শহরে আগস্ট মাসের শুরুতেই চালু হচ্ছে টাউন বাস। ত্রিপুরা সড়ক পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান দীপক কুমার মজুমদার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা জানান। রাজ্য সরকার রাজ্যের পরিবহণ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে যেসব টিআরটিসি অফিস রয়েছে সেগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করে টিআরটিসিকে আরও গতিশীল করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। টিআরটিসি'র উপর বিশেষ কিছু দায়িত্বও অর্পিত হয়েছে। রাজ্যের সবকটি মোটরস্ট্যান্ড পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে টিআরটিসি'র উপর। টিআরটিসি'র চেয়ারম্যান দীপক কুমার মজুমদার বুধবার সাংবাদিকদের জানান আগরতলা রেলস্টেশন এবং চন্দ্রপুর আইএসবিটিতে আগামী ২০ জুলাই থেকেই চালু হচ্ছে প্রিপেড টেক্সি পরিষেবা। দুটি স্থানেই টিআরটিসি'র পরিচালনায় প্রিপেড টেক্সি কাউন্টার থাকবে। যাত্রীরা যাতে নিরাপদে নির্ধারিত ভাড়ায় যাতায়াত করতে পারেন সেজন্যই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রিপেড পরিষেবা প্রদানের ইচ্ছুক টেক্সির মালিকদের স্থানীয় প্রিপেড কাউন্টারে নাম নথিভুক্ত করাতে হবে। অন্যথায় তাদেরকে পরিষেবার আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে না। দীপকবাবু বলেন, বহির্রাজ্য থেকে রাজ্যে পর্যটক আগমনের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। প্রিপেড পরিষেবা না থাকায় নানা সমস্যায় পড়তে হচ্ছে যাত্রী সাধারণকে। এইসব বিষয় বিবেচনা করেই রাজ্য সরকার রাজ্যের প্রিপেড পরিষেবা আরও বিস্তৃত করার উদ্যোগ নিয়েছে। বর্তমানে একমাত্র আগরতলা এমবিবি বিমানবন্দর থেকে প্রিপেড পরিষেবা চালু রয়েছে। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে টিআরটিসি'র চেয়ারম্যান জানান আগামী আগস্ট মাসের গোড়াতেই আগরতলা শহরের রাস্তায় নামবে টাউন বাস। আগরতলা সহ রাজ্যের সর্বত্রই যাত্রী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রিয়াং শরণার্থীদের মিজোরামে প্রত্যাবর্তনের প্রক্রিয়া ফের শুরু, চলছে পুনঃশনাক্তকরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুলাই ।। উত্তর ত্রিপুরার বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে আশ্রিত রিয়াংদের মিজোরামে প্রত্যাবর্তনে প্রক্রিয়া পুনরায় শুরু হয়েছে। মিজোরাম সরকারের প্রতিনিধিরা আজ ত্রিপুরায় এসেছেন। মূলত, উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুর এবং পানিসাগরের বিভিন্ন শিবিরে আশ্রিত শরণার্থীদের পুনরায় শনাক্ত করার উদ্দেশ্যেই মিজো সরকারের প্রতিনিধিরা ত্রিপুরায় এসেছেন। আজ ৩ জুলাই থেকে শুরু হয়ে ২০ জুলাই পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলবে।

প্রসঙ্গত, আশ্রিত রিয়াং শরণার্থীদের মিজোরামে প্রত্যাবর্তনে বেশ কয়েকবার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু, প্রতিবার প্রক্রিয়া নানা কারণে

ভেস্তে গিয়েছে। সরকারি হিসাবে ত্রিপুরায় বর্তমানে ৩২ হাজার রিয়াং শরণার্থী বিভিন্ন শিবিরে বসবাস করছেন। ১৯৯৭ সালের ২১ অক্টোবর মিজোরামের মামিথ জেলায় জাতিগত দাঙ্গার কারণে রিয়াং শরণার্থীরা ত্রিপুরায় আশ্রয় নেন। তখন থেকে কাঞ্চনপুর এবং পানিসাগরের বিভিন্ন শিবিরে তাঁরা বসবাস করছেন। কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের বিনামূল্যে রেশন দিচ্ছে। কিন্তু, এখন তাঁদের মিজোরামে ফেরত যেতেই হবে সেই মর্মে চুক্তিও হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকার, ত্রিপুরা সরকার, মিজোরাম সরকার এবং রিয়াং শরণার্থীদের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী তাঁদের মিজোরামে ফিরে যেতেই হবে। তার বদলে, দুই বছর বিনামূল্যে রেশন, এককালীন আর্থিক সাহায্য, ঘর বানাতে সহায়তা এবং শরণার্থীদের শিক্ষায় দায়িত্ব কেন্দ্র-রাজ্য উভয় সরকার মিলে বহন করবে। সাথে তাঁদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হবে বলেও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। চুক্তি মোতাবেক, ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহর হাসপাতালে ধুন্ধমার কান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুলাই ।। কৈলাসহরের ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে বুধবার সকালে আজব কাণ্ড ঘটে। সকাল থেকে রোগীরা হাসপাতালের বহির্বিভাগের টিকিট কাউন্টারের সামনে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকলেও হাসপাতাল থেকে কোনো পরিষেবা পাচ্ছে না রোগীরা। কারণ সকাল থেকেই টিকিট কাউন্টার বন্ধ। রোগীরা লাইনে দাঁড়িয়ে ধৈর্য্য হারিয়ে উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। রোগীরা কয়েকবার হাসপাতালের এমএস ডাঃ জেএম ত্রিপুরাকে বলার পর এমএস কাউন্টারের তালা ভাঙার নির্দেশ দিলে তালা ভেঙে পরিষেবা শুরু হয়। ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের টিকিট কাউন্টারটি বেসরকারি সংস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত থাকলেও হাসপাতালের এক নারী নেত্রী দিপালী নমে'র ইচ্ছাতেই কাউন্টার খোলা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিএসএফের ফায়ারিং রেঞ্জ তৈরীর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এসডিএমকে স্মারক এলাকাবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুলাই ।। রাজ্য সরকার উত্তর ত্রিপুরা জেলার কাঞ্চনপুর মহকুমায় বিএসএফ'র ফায়ারিং রেঞ্জ তৈরি করার যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা তীব্র বিরোধিতা করেছে ওই এলাকার জনজাতি অংশের মানুষজন। এলাকাবাসীর তরফ থেকে রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নেওয়ার দাবিতে বুধবার কাঞ্চনপুর মহকুমা শাসক কার্যালয়ে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। রাজ্য সরকার কাঞ্চনপুর মহকুমা দশদা আরডি ব্লকের মনু ছৈলেংটা এডিসি ভিলেজ এলাকায় বিএসএফ'র একটি ফায়ারিং রেঞ্জ গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এজন্য জমি চিহ্নিত করে প্রশাসনিক প্রক্রিয়াও শুরু করা হয়েছে। কিন্তু ওইসব এলাকায় বসবাসকারী জনজাতি অংশের মানুষজন সরকারের এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে সহমত পোষণ করতে পারছেন না। ওই এলাকায় বিএসএফ'র ফায়ারিং রেঞ্জ স্থাপন করা হলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় বসবাসকারী লোকজন সেখান থেকে উচ্ছেদ হবেন। তারা তাদের রুটিরুজির প্রশ্নে আরও জটিল সমস্যার সম্মুখীন হবেন। তিন হাজারেরও বেশি পরিবার জীবন-জীবিকা নিয়ে রীতিমতো আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছেন। সে কারণেই সরকারের এই সিদ্ধান্ত বদলের জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে শামিল হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন ওইসব এলাকায় বসবাসকারী অংশের মানুষজন। এ বিষয়ে বুধবার কাঞ্চনপুর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৫ ◘ সংখ্যা ২৬১ ◘ ৪ জুলাই ২০১৯ ইং ◘ ১৮ আষাঢ় ◘ বৃহস্পতিবার ◘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

শরিকী সংঘর্ষে তপ্ত রাজনীতি

রাজ্যে ক্ষমতাসীন দুই শরিকই আইন শৃঙ্খলার অবনতির জন্য দায়ী একথা অস্বীকারের সুযোগ নাই। বিরোধী কংগ্রেস ও সিপিএম দলের পক্ষে সন্ত্রাসের অভিযোগ তোলা হইতেছে। কিন্তু, সংঘর্ষ, রক্তারক্তির তেমন ঘটনা নাই। এই পঞ্চায়েত নির্বাচনে সিপিএম ও কংগ্রেস কর্মীরা তো একেবারেই ম্রীয়মান। ফলে, ক্ষমতাসীন বিজেপির সঙ্গে সংঘাত সংঘর্ষের সম্ভাবনা তেমন নাই কংগ্রেস ও সিপিএমের। এই যখন পরিস্থিতি তখন ক্ষমতাসীন দুই দলের শরিকী সংঘর্ষ, রক্তারক্তির ঘটনা রীতিমতো বিস্ময়ের সৃষ্টি করিতেছে না নীতিগত প্রশ্ন ও আনিয়া দিয়াছে। ক্ষমতাসীন দুই দলই যদি রক্তারক্তি সংঘর্ষে মাতিয়া থাকে তাহা হইলে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতিই তো প্রশ্নের মুখে আসিয়া দাঁড়ায়। রাজ্যের মানুষ দুই দলের হাতে ক্ষমতা তুলিয়া দিয়াছেন কি মারামারি কাটাকাটি করিবার জন্য? এই প্রশ্নের উত্তর কোনও দিন মিলিবে কিনা বলা মুশকিল। কয়েকদিন পরপরই বিজেপি আইপিএফটি সংঘর্ষে গ্রাম ত্রিপুরা রীতিমতো অগ্নিগর্ভ হইয়া উঠে। এমনিতেই আইপিএফটি দলের কর্মীরা কথায় কথায় মারমুখী হইয়া উঠে। রাজ্যে ক্ষমতায় বসিবার সঙ্গে সঙ্গেই এই ছোট শরিক দলের কান্ড কীর্তিতে তিতি বিরক্ত বড় শরিক বিজেপি। ব্লক অফিসে তালা লাগানো, রাস্তা অবরোধ ইত্যাদি বিভিন্ন আন্দোলন মোকাবেলাতেই শাসক বিজেপিকে যথেষ্ট বিব্রত হইতে হইয়াছে। শরিক দলকে জোট ছিন্ন করার হুমকি দেওয়া সত্বেও পরিস্থিতির তেমন কোনও উন্নতি হয় নাই।

সম্প্রতি গন্ডাছড়ায় বিজেপি সাংসদ রেবতী ত্রিপুরার বাড়ীতে হামলা চালায় আইপিএফটির কর্মীরা। সেই হামলা হুজ্জুতির রেশ কাটিতে না কাটিতেই শরিকী সংঘাতে আবার উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে গন্ডাছড়া মহকুমা সংলগ্ন এলাকা। জোট সরকারের শরিক আইপিএফটির কর্মীদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছেন বিজেপি মন্ডল সভাপতি ও গন্ডাছড়া থানার জনৈক এএসআই। ভাঙচুর হইয়াছে বিজেপি নেতা কর্মীদের বাড়ি ঘর সহ দলীয় অফিস। পরিস্থিতি আয়ত্বে আনিতে শূণ্যে গুলি চালাইতে বাধ্য হয় পুলিশ। অতীতে বিজেপি কর্মীদের উপর আক্রমণের প্রতিবাদে মঙ্গলবার গন্ডাছড়ায় প্রতিবাদ মিছিল ও পথসভার আয়োজন করে। গন্ডাছড়ায় আইপিএফটির যুব কর্মীরা প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ মিছিল করিলে পুলিশ বাধা দেয়। তখনই উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। বিজেপির শ্রমিক সংগঠনের অফিসে হামলা চালায়। বিক্ষোভ সভায় বিজেপি দলের মুন্ডুপাত করিয়া বক্তব্য রাখে আইপিএণটির যুব কর্মীরা। গণতন্ত্রে সব দলেরই মত প্রকাশের অধিকার আছে। এক্ষেত্রে উন্মত্ত আচরণে মাতিয়া উঠা তো দূর্ভাগ্যের। ছোট শরিক দল প্রকাশ্য সভায় বড় শরিকের মুন্ডুপাত করিয়া বক্তব্য রাখে। এই ঘটনা তো প্রমাণ করিযা দিতেছে যে, বড় শরিক বিজেপি ছোট শরিক দ্বারা অভিযুক্ত হইয়াও ধৈর্য্যের পরীক্ষা দিতেছে। কিন্তু, ছোট শরিক তো বড় শরিক দলের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে মারমুখী বক্তব্য রাখিবার পরও বড় শরিক নীরবে হজম করিয়া কি প্রমাণ করিয়া দিতেছে?

পান হইতে চুন খসিলেই কি ছোট শরিক মারমুখী হইয়া উঠিবে? কথায় কথায় আইন নিজের হাতে তুলিয়া নিবার প্রবণতা তো বেশী বরদাস্ত করা যাইতে পারে না। সরকারে থাকিয়া এই সংঘর্ষে যুক্ত হইয়া আইন শৃঙ্খলার বারোটা বাজাইবার ঘটনা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছে যে, রাজ্যে বিরোধীরা ঘুমাইয়া গেলেও ক্ষমতাসীনরা নিজেরাই হানাহানি করিয়া নিঃশেষ হইয়া যাইবে। ছোট শরিক আইপিএফটির আক্রমণের মুখে বিজেপি নেতাদের তো পালাইয়া বাঁচিতে হয়। এই অবস্থা বজায় থাকিলে আগামী দিনে রাজনীতির বিপদ আরও বাড়িবে। বিজেপি ও আইপিএফটির আক্রমণের মুখে বিজেপি নেতাদের তো পালাইয়া বাঁচিতে হয়। এই অবস্থা বজায় থাকিলে আগামী দিনে রাজনীতির বিপদ আরও বাড়িবে। বিজেপি ও আইপিএফটি নেতাদের মধ্যে এই সংঘর্ষ লড়াই কোনও ভাবে কাম্য হইতে পারে না। তাহা রাজ্যের আইন শৃঙ্খলাকেই প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাইয়া দিয়াছে।

এক সপ্তাহে ১২টি নাবালক উদ্ধার ও সাত অপরাধীকে গ্রেফতার করেছে আরপিএফ

গুয়াহাটি, ৩ জুলাই (হি.স.) : গত এক সপ্তাহে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে বিভিন্ন রেলস্টেশন থেকে অসামাজিক কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের খপ্পর থেকে ১২টি নাবালক ও নাবালিকাকে উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছে রেল সুরক্ষা বাহিনী। এছাড়া রেল যাত্রীদের সঙ্গে বিভিন্ন অপরাধজনিত কাজে জড়িত অভিযোগে সাত অপরাধীকে সাফল্যের সাথে গ্রেফতার করতে সুরক্ষা বাহিনী সক্ষম হয়েছে।গত ২৪ জুন থেকে ৩০ জুনের মধ্যে সংগঠিত ওই সব অভিযানের তথ্য দিয়ে বুধবার তা জানিয়েছেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক প্রণবজ্যোতি শর্মা। তিনি জানান, গত ২৭ জুন কাটিহারের সিবিআই-এর সিপিডিএম (ক্রাইম প্রিভেনশন অ্যান্ড ডিটেকশন স্কোয়াড)-এর একটি দল পাঁচজনকে হাতেনাতে ধরেছে। এরা রেলযাত্রীর সামগ্রী চুরি করা ও বেদনানাশক (২৮ এটিভম ২ এমজি) ট্যাবলেট, নগদ ২ হাজার টাকা এবং রেলযাত্রীর কাছ থেকে চুরি করা একটি মোবাইল হ্যান্ডসেটও উদ্ধার করা হয়েছে। এদিকে, ৩০ জুন অসামাজিক কাজের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকে হাতেনাতে একটি ব্যাগ, তিনটি মানিব্যাগ, সিমকার্ড-সহ একটি মোবাইল ফোনের হ্যান্ডসেট, দুটি প্যানকার্ড, একটি ভোটার আইডি কার্ড, একটি এসবিআই আইডি কার্ড, একটি এটিএম কার্ড এবং নগদ পাঁচ হাজার টাকা এক ব্যক্তির কাছ থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে আরপিএফ। উদ্ধারকৃত সামগ্রীগুলি রেলযাত্রীদের কাছ থেকে চুরি করা হয়েছিল। একই দিনে আরপিএফ-এর এক দল মরিয়নি স্টেশনে যাত্রীদের কাছ থেকে চুরি যাওয়া মোবাইল ফোন-সহ এক চোরকে ধরতে সক্ষম হয়েছে। পরবর্তীতে উদ্ধারকৃত সামগ্রী-সহ ওই চোরকে জিআরপির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, জানান উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক প্রণবজ্যোতি শর্মা।

বিজেপির বিপুল জয়লাভকে স্মরণীয় করে রাখতে সাইকেলে দিল্লি পৌঁছলেন খিমচাঁদভাই

নয়াদিল্লি, ৩ জুলাই (হি.স.) : লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি ৩০০-র বেশি আসন পেলে গুজরাটের আমরেলি থেকে রাজধানী দিল্লি সাইকেল করে আসার কথা দিয়েছিলেন। অবশেষে সেই কথা রাখলেন আমরেলির বাসিন্দা তথা বিজেপিকর্মী খিমচাঁদভাই চাঁদরানি।

এদিন আমরেলির থেকে সাইকেলে করে দিল্লি এসে পৌঁছন তিনি। পরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সঙ্গে দেখাও করেন তিনি। নির্বাচনে বিপুল জয়লাভের জন্য নরেন্দ্র মোদী ও অমিত শাহকে অভিনন্দনও জানান খিমচাঁদভাই। বর্ষীয়ান এই বিজেপি কর্মী বলেন, বিজেপি ৩০০-র বেশি আসন পেলে দিল্লিতে সাইকেলে করে আসব এবং অভিনন্দন জানাব। প্রায় ১৭ দিন সময় লেগেছে দিল্লি পৌঁছতে। প্রধানমন্ত্রী আমার সাহসিকতার প্রশংসা করেছে। বৃহস্পতিবার অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করব। উল্লেখ করা যেতে পারে বর্ষীয়ান বিজেপিকর্মীর এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন তিনি। বিষয়টি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও ট্যুইটারে উল্লেখ করেছে। তাঁর সাহসিকতাকে কুর্ণিশ জানিয়েছেন তিনি।

প্রয়াত বিশিষ্ট শিল্পপতি বসন্ত কুমার বিড়লা

নয়াদিল্লি, ৩ জুলাই (হি.স.) : শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন বিশিষ্ট শিল্পপতি বসন্ত কুমার বিড়লা। দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন তিনি। বুধবার মুম্বইতে প্রয়াত হন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৮। মাত্র ১৫ বছর বয়সে শিল্পপতি ঘনশ্যাম দাস বিড়লার ছোট ছেলে বসন্ত কুমারের হাতেখড়ি হয় ব্যবসায়। পরবর্তী সময় সেঞ্চুরি টেক্সাইল এন্ড ইণ্ডাস্ট্রিস, কেসোরাম ইণ্ডাস্ট্রিসের চেয়ারম্যান হন। সুতি, পোলিয়েস্টার, নাইলন, সিমেন্ট, চা, কফি, কেমিক্যাল, প্লাইউড, এমডিএ বোর্ডে ব্যবসায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সমাজসেবাতেও তাঁর বিশেষ অবদান ছিল। সমাজসেবায় বিশেষ অবদান রেখে গিয়েছেন তিনি। কাতারে বিড়লা পাবলিক স্কুল, কল্যাণে বিড়লা কলেজ অফ আর্টস, সায়েন্স, কর্মাস প্রতিষ্ঠা করেন। পাশাপাশি রাজধানী ছয়ের পাতায় দেখুন

'ভগবান' নিদ্রা গিয়েছেন

ইন্দ্রনীল সান্যাল

সিনেমায় শল্যচিকিৎসার দৃশ্য দেখানোর একটা নির্দির্ষ্ট ধাঁচ আছে। লো অ্যাহগল শটে দেখা যায় করিডর দিয়ে দ্রুত চলে যাচ্ছে ট্রলি। রোগীর মুখের একদিক আউট অফ ফোকাসে দেখা যাচ্ছেস দেখা যাচ্ছে ঝুঁকে পড়া-স্ত্রী-র চিন্তিত মুখ, তারও পিছনে করিডরের সিলিংয়ের টিউবলাইটগুলো একের পর এক পিছন দিকে চলে যাচ্ছে।

এইখানে ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ বদলে যায়। লং শটে দেখা যায় বিশাল অপারেশন থিয়েটারের দরজা খুলে গেল। ট্রলি বয় রোগীকে নিয়ে ও টি -র ভিতরে ঢুকে গেল। ও টি-র দরজা দু'হাত বাড়িয়ে গিলে নিল ট্রালি ও রোগী, দরজার ওপরে লাল আলো জ্বলে উঠল।

আবার লো অ্যাহগল শট। ও টি টেবিলের আলো জ্বলে উঠে ধাঁধিয়ে দিচ্ছে দর্শকের চোখ। মাস্ক-ক্যাপ-গ্লাভস পরা সার্জেন হাত বাড়িয়ে বলছেন, 'সিস্টার, স্ক্যালপেল'।

এবার একের পর এক টুকরো দৃশ্য। হাত থেকে হাতে ঘোরাঘুরি করছে ছুরি, কাঁচি, সূচ, সুতো। ব্লাড চলছে, মনিটরে পিক পিক আওয়াজ হচ্ছে,সার্জেনের ভুরু কুঁচকে যাচ্ছে, রগে ঘাম জমছে...........।

ও টি টেবিলের আলো নিভে আসে। নিভে যায় ও টি-র বাইরেজ্বলতে থাকা লাল আলো। করিডরের চেয়ারে বসে থাকা স্ত্রী উদ্বিগ্ন মুখে ও টি-র দরজার দিকে তাকান। দরজা খুলে, ওই তো, সার্জেন বেরিয়ে এলেন।

বললেন, 'অপারেশন ইজ সাকসেসফুল। পেশেন্ট ইজ আউট অফ ডেঞ্জার'।

—'থ্যাঙ্ক ইউ ডক্টর।'

হাসি আর কান্নার মাপা মিশ্রণ নায়িকার মুখে।

তো, এই হল সিনেমায় শল্যচিকিৎসকের বূমিকা। মুশকিল হল, জীবনটা সিনেমা নয়। কাজেই এসব সিনেম্যাটিক সিকোয়েন্স পেরিয়ে ক্যামেরার লেন্স যেটা ধরতে পারে না, সেটা হল সার্জেনের মন। অতীতে তাঁরা কী ভাবতেন? আজকের এই অস্থির, অসহিষ্ণু, সন্দেহপ্রবণ সময়ে দাঁড়িয়ে কী ভাবছেন? তিনি কি আগের মতোই রিক্স নিয়ে সার্জারি করছেন? অর্জিত জ্ঞঅন আর অভিজ্ঞতালব্ধ স্কিলকে অস্ত্র করে যমের চোখে চোখ রেখে লড়াই শুরু করছেন? না কি কিছু ভাবছেন? সেটা জানতে গেলে সিনেমার স্ক্রিপ্টের বাইরে বেরতেই হবে।

সরকারি এবং বেসরকারি হাসপাতাল এবং কর্পোরেট সেক্টর—সব জায়গাতেই সার্জারি দু'রকমের হয়। একটা হল আপৎকালীন শল্যচিকিৎসা। যার মধ্যে রোড ট্র্যাফিক অ্যাক্সিডেন্ট, মারামারি, উঁচু থেকে পড়ে গিয়ে হাত-পা ভাঙা---এসব পড়ে। অন্যটা হল 'ইলেকটিভ সার্জারি'। যাকে সার্জেনরা বলে থাকেন, 'কোল্ড ও টি' বা 'প্ল্যানড অপারেশন'। হার্নিয়া, হাইড্রোসিল, গলব্লাডার থেকে লিভার-কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট বা ক্যানসার সার্জারি এর মধ্যে পড়ে। এই দুয়ের মাঝখানেও কিছু সার্জারি আছে। সেটা আলোচনার বাইরে রাখা যাক।

এমারজেন্সি সার্জারির ক্ষেত্রে রোগীর বাড়িণ লোকের আন্দাজ থেকে যে তাঁর কাছের মানুষটি কতটা ভাল বা খারাপ আছেন। যাঁর নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে গিয়েছে বা হাত-পা কাটা গিয়েছে, তিনি যে সম্পূর্ণ সুস্থ হবেন না—এটা শিশুও বোঝে। এই ক্ষেত্রে শল্যচিকিৎসক ঝুঁকি নেন। আপ্রাণ চেষ্টা করেন রোগীকে বাঁচানোর জন্য অথবা যতটা পারা যায় স্বাভাবিকেরদিকে ঠেলে দেওয়ার জন্য। সর্বত্রই এই কাজ হরবখত করা হত। এখনও করা হয়।

এবার আসি 'ইলেকটিভ সার্জারি' বা কোল্ড ও টি-র কথায়। সরকারি এবং বেসরকারি ---সব জায়গাতেই ইলেকটিভ সার্জারি হয়। রোগীর বাড়ির লোক কনসেন্ট ফর্মে সই করে দেন। সেই ফর্মে লেখা থাকে, এই অপারেশনটি ঝুঁকিপূর্ণ। রোগীর মৃত্যু হতে পারে। পাস্পস্পরিক ভণসার জায়গা অথবা উপায়হীনতা ---যাই বলুন না কেন, রোগীর বাড়ির লোক সই করে দেন। সার্জির হয় এবং রোগী ভাল হয়ে বাড়ি চলে যান।

এই পর্যন্ত সব ঠিকই ছিল। বাতাসে কীরকম একটা 'অগ্নীশ্বর অগ্নীশ্বর' গন্ধ বেরচ্ছে না? সার্জেনদের 'ভগবান' বলে মনে হচ্ছে না?

কিন্তু আগেই বলেছি, জীবন সিনেমা নয়। সমাজ আমূল বদলে গিয়েছে সময়ের নিয়মে। বদলে গিয়েছেন চিকিৎসক, রোগী, রোগীর বাড়ির লোক এবং তাঁদের আন্তঃসম্পর্ক। কীভাবে? আসুন, দেখা যাক।

প্রথমত, গুগলের কল্যাণে সবাই এখন ডাক্তারি শিখে গিয়েছেন। পারলে অন্য সার্চ ইঞ্জিনে গিয়ে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ও পিনিয়ন নিয়ে তাঁরা সার্জেনের কাছে আসেন। যখন গুগ্‌ল ছিল না, তখনও এই সমস্যা ছিল। "ঠাকুমা বলেছেন, যে ভগবান হলে দু'বেলা নিমপাতা খেতে হয়", অথবা 'আমার বাড়িওয়ালা বলল যে, কপালভাতি করলেই অর্শ ঠিক হয়ে যায়'—এই কথা রোজ শুনে শুনে সার্জেনরা ক্লান্ত হয়ে যেতেন।

দ্বিতীয় কারণ হল, সরকারি বা বেসব. কাবি. হাসপাতালের এমারজেন্সিতে এখন রোগীর সঙ্গে আসেন একাধিক বাড়ির লোক। সংখ্যাটা তিন থেকে একশো—যা খুশি হতে পারে। (এত বাড়ির লোক কোথা থেকে আসেন কে জানে। শুনি যে পরিবারের সদস্য সংখ্যা ক্রমাগত কমছে)। হাসপাতালে এসেই তাঁরা দাবি করেন, 'সিটি স্ক্যান লিখে দিন,' 'স্যালাইন এক্ষুনি চালাতে হবে', 'অক্সিজেন এখনও পাচ্ছে না কেন?'

রোগীর সিটি স্ক্যান আদৌ লাগবে কি? জানার প্রয়োজন নেই। জানার প্রয়োজন নেই যে স্যালাইন' বলে কিছু হয় না। কারণ, আলাদা শারীরিক অবস্থায় আলাদা আলাদা ফ্লুইড চালাতে হয়। জানার প্রয়োজন নেই যে অনেক রোগে ফ্লুইড চালালে রোগীর ক্ষতি হতে পারে।

এবং সেই কথা জানাতে গেলে বিপদ আছে। কারণ তখন রোগীর বাড়ির লোকের মধ্যে যিনি 'অ্যালাকা'-র ছোট নেতা, তিনি মেজ নেতাকে ফোন করে ডাক্তারের দিকে মোবাইল এগিয়ে বলছেন, 'একবার দাদার সঙ্গে কথা বলুন।'

তৃতীয় কারণে আসা যাক। নানা খুচরো ঝামেলা পেরিয়ে রোগী ভর্তি হওয়ার পরে এমারজেন্সি সার্জারি হয়ে গেল। রোগী ভাল হয়ে বাড়ি চলে গেলে সমস্যা নেই। (যেরকমটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয়ে থাকে বলেই সেগুলো 'খবর' নয়।) যদি রোগী মারা যান, তাহলে শুরু হবে ভাঙচুর আর গণপ্রহার। নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজে জুনিয় চিকিৎসকদের আন্দোলন যদিও মেডিসিন ওয়ার্ডে ভর্তি হওয়া রোগীকে নিয়ে হয়েছিল, কিন্তু এই ঘনটা সার্জারি বিভাগেও হতে পারেত। চতুর্থ কারণ, চিকিৎসকের প্রতি অবিশ্বাস। ধরুন, রোগীর স্তনে ক্যানসার হয়েছে। তাঁর বাড়ির লোক কলকাতা থেকে দক্ষিণ ভারতে গেলেন কারণ কলকাতার বা বাংলার সার্জেনের ওপরে ভরসা নেই। বছরখানেক ধরে দক্ষিণ ভারতের নানা হাসপাতাল, ঘুরে রোগীর অবস্থা আরও খারাপ করে এবং প্রায় নিঃস্ব হয়ে তাঁরা আবার ফিরে এলেন কলকাতার সার্জেনের কাছে, তখন রোগীর কর্কট রোগ অচিকিৎস্য।

পঞ্চম কারণ হল, মামলা। 'কনজিউমার প্রোটেকশন অ্যাক্ট' এবং 'মেডিক্যাল নেগলিজেন্স'---দুই দিক দিয়েই সাঁড়াশি আক্রমণ কখন শুরু হবে, কেউ জানে না। অতীতের মতো রোগীর বাড়িণ লোক কনসেন্ট ফর্মে সই করে দিলেও সার্জেনরা আর নিশ্চিন্তে ওটি করতে পারছেন না। কারণ এমন ঘটনাও ঘটেছে যে, রোগীর মৃত্যুর পরে বাড়িণ লোক আদালতে দাঁড়িয়ে বলেছেন, 'ধর্মাবতার, সেই মুহূর্তে আমি মানসিক স্থিতিতে ছিলাম না। যা কাগজে সই করতে বলা হয়েছিল, তাতে সই করে দিয়েছি। কী লেখা ছিল জানি না।

সুতরা 'কনসেন্ট ফর্ম'-এর গুরুত্ব অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

বাধ্য হয়ে সার্জেন এখন রোগীর বাড়ির লোককে বলছেন, 'আপনি নিজের হাতে লিখে দিন যে, এটি একটি ঝুঁকিপূর্ণ সার্জারি। অপারেশনের সময়ে এবং পরবর্তীকালে জটিলতার কারণে রোগীর মৃত্যু হতে পারে, এই তথ্য জেনেই অপারেশনে রাজি হয়ছি। ' অথবা, সার্জেন বলছেন, 'আমাদের সব কথা সিসিটিভিতে রেকর্ড হচ্ছে। ঝুঁকিপূর্ণ সার্জারিতে আপনি রাজি তো?'

মোদ্দা কথা হল, সার্জেনরা এখন আর আগে রোগীকে দেখেন না। আগে দেখেন রোগীর বাড়ির লোক। তাঁরা শিক্ষিত, না স্বপ্ন/অশিক্ষিত? অর্থবান, না গরিব? অশিক্ষিত এবং গরিব হলে ভাঙচুর করার সম্ভাবনা বেশি। অর্থবান এবং শিক্ষিত হলে মামলা করার সম্ভাবনা বেশি। গরিব ও শিক্ষিত এবং বড়লোক ও অশিক্ষিতদের নিয়ে ঝুঁকি অপেক্ষাকৃত কম। অনেকটাই সরলীকরণ করা হল, কিন্তু মোটের ওপরে ছবিটা এই রকমই। বিগত কয়েক বছরে ২৩৪টি চিকিৎসকদের শরীরে বিষ্ঠা মাখিয়ে দেওযার মতো ঘটনাও ঘটেছে। তাঁরা সাবধান হবেন না? গত দুই দশকে এই বদলটা এসেছে। রোগী আর চিকিৎসকের আন্তঃসম্পর্ক তলানিতে এসে ঠেকেছে বললে ভুল হবে। ওটা আর নেই। এখন সম্পর্কটা 'ক্রেতা' এবং 'উপভোক্তা'-র। ফেলা কড়ি মাখো তেল।

কিন্তু কেন এমন হল? সবটাই কি রোগী এবং তাঁর বাড়ির লোকের দোষ? ডাক্তাররা কি ধোয়া তুলসী পাতা? না তা নয় ব্যাপারটা। দুর্নীতিগ্রস্ত এবং অযোগ্য সার্জেন তো আছেনেই। কিন্তু তাঁরা সংখ্যায় কম। রোগীর বাড়ির লোকের অভিযোগ সার্জেনের ব্যবহার নিয়ে, দরকারের সময়ে তাঁর নিখোঁজ হয়ে যাওয়া নিয়ে।

'এ বি সি অফ মেডিসিন' বলে একটা কথা আছে। সেখানে 'এ' হল 'অ্যাভেলিবিলিটি' বা উপস্থিতি 'বি' হল 'বিহেভিয়ার' বা ব্যবহার। এবং 'সি' হল 'ক্লিনিক্স'। খেয়াল করুণ, ডাক্তারি জ্ঞানের কথা সবার শেষে বলা হয়েছে।

আপৎকালীন মুহূর্তে চিকিৎসক উপস্থিত থেকে ভালভাবে কথা বললেই প্রায় সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। তাহলে তাঁরা সেটা করছেন না কেন? মেডিক্যাল এন্ট্রান্সে চান্স পেয়ে কি তাঁদের পাখনা গজিয়েছে? ওঁরা কি নিজেদের 'ভগবান' ভাবছেন?

উত্তরটা হল, করছেন না, কারণ পেরে উঠেছেন না। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছে, প্রতি ৬০০ জনের জন্য ১ জন চিকিৎসক চাই। ভারতে আছে ১৮০০ পিছু ১ জন। পৃথিবীর জনসংখ্যায় ১৬ শতাংশ ভারতীয়। কিন্তু স্বাস্থ্যখাতে ভারতের সরকারি বিনিয়োগ ১ শতাংশ। স্ট্যাটিসটিক্সে আর না ঢুকে বলা যায়, একজন সার্জেনের পক্ষে এত রোগীর সঙ্গে সখ্য গড়ে তোলা অসম্ভব। সার্জারির অ্যাসম্বলি লাইন প্রোডাকশন হতে বাধ্য। প্রি-অপারেটিভ চেক আপ করলেন অ্যানাস্থেটিস্ট, সার্জারি করলেন সার্জেন, পোস্ট-অপারেটিভ কেয়ার সামলালেন অন্য এক টিকিৎসক রোগী সুস্থ হয়ে বাড়ি চলে গেলে সমস্যা নেই। রোগী মারা গেলেই উইয়ে খাওয়া স্বাস্থ্য ব্যবস্থা প্রকট হয়ে ওঠে। মুশকিল হল, সার্জেনরা রোগাক্রান্ত শরীরের অংশ অবলীলায় কেটে ফেলতে পারেন।।পরেন না অসুখের কারণ কেটে ফেলতে। যা ছড়িয়েছে সমাজনীতি, রাজনীতি আর অর্থনীতির মধ্যে।

সার্জেনরা আর তাই রিক্স নিচ্ছেন না। মেডিক্যাল ইনডেমনিট ইনশিওরেন্স-এর আওতায় আসতে বাধ্য হচ্ছেন। কোর্টে কেস উঠলে বিমা সংস্থা তাঁর হয়ে আইনজীবী দেবে,কোর্টে লড়বে এবং মামলায় হেরে গেলে ক্ষতিপূরণের টাকা দেবে। এই ইনশিওরেন্সের প্রিমিয়াম অনেক। সুতরাং চিকিৎসার খরচ বাড়ছে। রেকর্ড মেনটেন করার জন্য অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষানিরীক্ষা করতে হচ্ছে। খরচ আরও বাড়ছে। এবং হুলিগানিজ্‌ম বা লিটিগেশনের সামান্য গন্ধ পেলেই সার্জেনরা পরিকাঠামোর অভাব দেখিয়ে সরকারি বা বেসরকারি 'সেটা আপ' থেকে রোগকে পাঠিয়ে দিচ্ছেন কলকাতা শহরের টার্শিয়ারি কেয়ার সেন্টারে।

কর্পোরেট সেক্টরের সার্জেন অনেক বেশি ঝুঁকি নিয়ে সার্জারি করতে বাধ্য হচ্ছেন। কারণ তাঁর মাথায় আছে কর্পোরেটের ছাতা। অথবা তাঁরাও দায়িত্ব নিচ্ছেন না। আর সরকারি হাসপাতালের সার্জেন আউটডোরে রোগীপিছু দু'মিনিটেরে বশি সময় দিতে পারছেন না। অপারেশনের পরে রোগীর বাড়ির লোকের সঙ্গে দেখা করে রোগী কেমন আছে জানাতে পারছেন না। রোগীর বাড়ির লোকের মনে সংগত কারণেই ক্ষোভের জন্ম হচ্ছে। 'অগ্নীশ্বর' বদলে যাচ্ছেন উদ্ধত, উদাসিন এক রক্তপিশাচে।

আর একবার মনে করিয়ে দিই, ব্যতিক্রম প্রচুর আছে। এমন সার্জেন অনেক আছেন, যাঁরা এই সময়ে দাঁড়িয়েও কোনও চাপ অনুভব করছেন না। আগে যেমনভাবে সার্জারি করতেন, এখনও সেভাবেই করে যাচ্ছেন। হুলিগানিজ্‌ম বা মামলার ভয় না পেয়ে।

পরিস্থিতি বদলানোর কোনও সম্ভাবনা আছে কি? 'দ্য আনসার ইজ ব্লোইং ইন দ্য উইন্ড।' সার্জেনকে শত্রু ভাবা বন্ধ করতে হবে। সার্জেন মাত্রেই 'কাটমানি' খেয়ে থাকেন, অপ্রয়োজনীয় অপারেশন করেন, ইনএফিশিয়েন্ট—এসব ভাব বন্ধ করতে হবে। এইটা ভাবা প্র্যাকটিস করতে হবে যে, সার্জেন কখনওই চান না যে অপারেশনের পরে রেগী মারা যাক বা কোনও জটিলতা হোক। শল্যচিকিৎসার নিজস্ব সীমাবদ্ধতা আছে, অছে ইনফ্রাস্টাকচারের ঘাটতি। এবং এসবের কাছে কখনও কখনও হার মানতে হয়। তার পরেও সার্জেনের যোগ্যতা বা অভিসন্ধি নিয়ে প্রশ্ন থাকলে আইন-আদালত আছে।

পারস্পরিক বিশ্বাস যদি ফিরিয়ে আনা যায়, যদি অসহিষ্ণুতা ঝেড়ে ফেলা যায়, তাহলে এই লেখার গোড়ায় যে সিনেমা-দৃশ্যটি আঁকা হয়েছে, সেটাই সত্যি হবে। অপারেশনের পরে সার্জেন মুখ থেকে মাস্ক খুলে একগাল হেসে বলবেন, 'অপারেশন ইজ সাকসেসফুল। পেশেন্ট ইজ আউট অফ ডেঞ্জার'।

এই সুখের মুহূর্তে তৈরি করার প্রেসক্রিপশন হয়ছে চিকিৎসক আর রোগী, রোগীর বাড়ির লোক আর সমাজ, সরকার আর গণমাধ্যমে ---সবার হাতে। নিদানপত্র মেনে চলে দেখুন না কী হয়।

(সৌজন্যে প্রতিদিন)

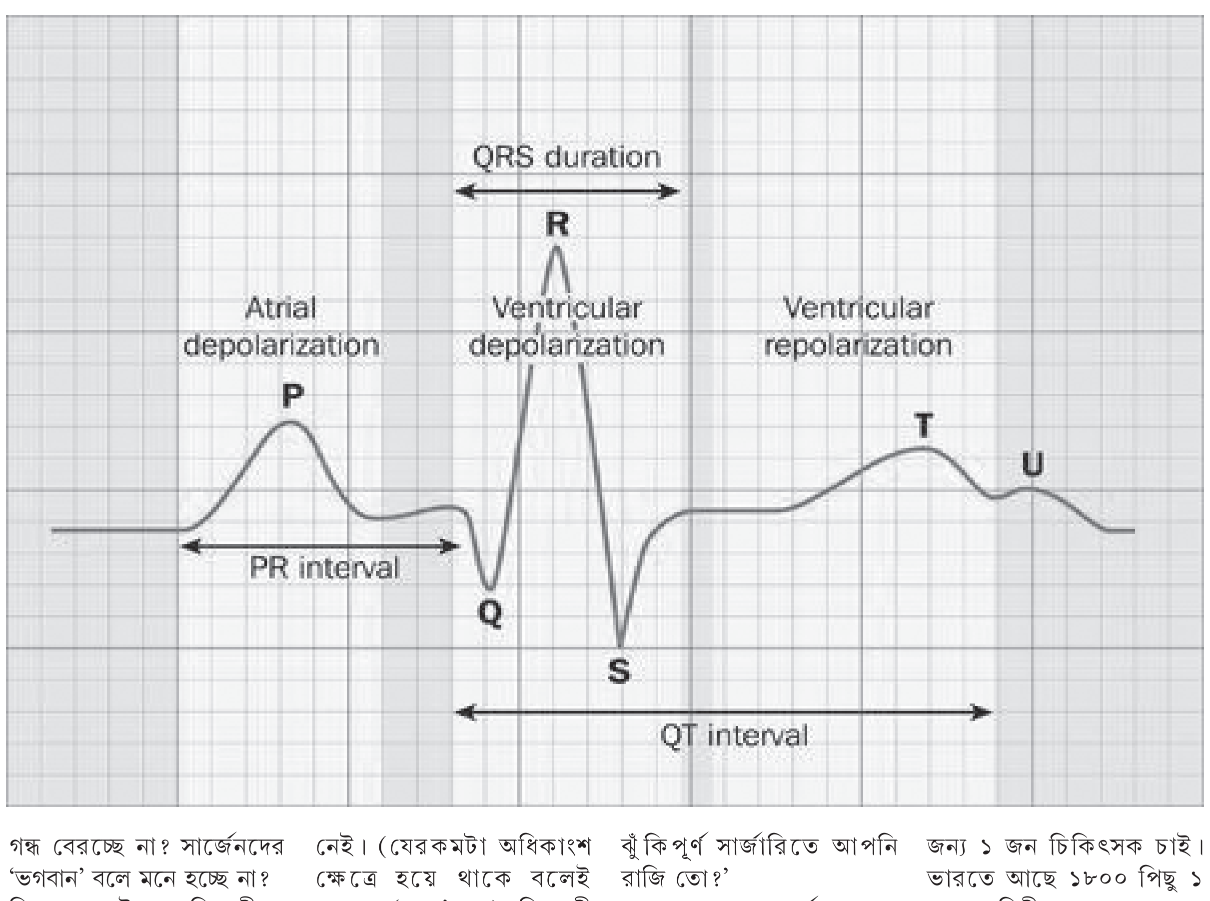

রাহুলের উচিত দলের সভাপতি থাকা

পুলক মিত্র

একটা সময় শুনতাম, ইন্দরা লাও, দেশ বাঁচাও। ভোট-বিপর্যয়ের পর এখন আওয়াজ উঠেছে রাহুল হটাও, কংগ্রেস বাঁচাও। মূলত কংগ্রেসের উপেক্ষিত, বিক্ষুব্ধ শিবির থেকেই এ ধরনের বার্ত ছড়ানো হচ্ছে। রাহুল গান্ধি দলের সভাপতির পদ ছাড়লেই যেন কংগ্রেসের মরা গাঙে বান আসবে। তবে ভোটে ভরাডুবির২৪ ঘন্টার মধ্যেই যাবতীয় দায় কাঁধে নিয়ে ইস্তফা দিতে দেরি করেননি। কংগ্রেসের যুবরাজ। এখনও পর্যন্ত যা অবস্থা, ইস্তফার সিদ্ধান্ত থেকে রাহুলকে টলানো যায় নি। মা সোনিয়াও চান, রাহুলকে সভাপতির দায়িত্ব সামলান। কিন্তু সোনিয়া পুত্র অনড়হ। সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, কোনও অবস্থাতেই তিনি আর কংগ্রেস সভাপতির দায়িত্বভার নেবেন না। রাহুল এও জানিয়ে দিয়েছেন, গান্ধি পরিবারের কেউই ওই পদে বসবেন না। ২০১৪-র নির্বাচনেই কংগ্রেস অন্ধকারে তলিয়ে গিয়েছিল। আশা করা গিয়েছিল, ১৩৩ বছরের পুরনো দলটি এবার ঘুরে দাঁড়াবে। কিন্তু বিধি বাম। গতবার কংগ্রেসের আসনসংখ্যা ৪৪-এ নেমে এসেছিল। এবারতা ৫২-তে পৌঁছেছে। অর্থাৎ আসন বেড়েছে মাত্র আটটি।

দলের সভাপতি হওয়ার পর এটাই ছিল রাহুলের প্রথম বড় পরীক্ষা। কিন্তু সেই পরীক্ষায় তিনি উতরোতে পারেননি। বরং বলা যায়, তিনি শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ। ফলাফলের নিরিখে বলা যায়, দলকে সাফল্যের পথ দেখাতে পারেননি। তিন। তাই নেতা হিসেবে যোগ্য নন এমনটা মনে হতেই পারে।

লোকসভা ভোটের ফল বেরনোর আগে পর্যন্ত ছবিটা এমন ছিল না। বরং তাঁর জনপ্রিয়তার গ্রাফটা ছিল বেশ ঊর্ধ্বমুখী। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশে, কর্ণাটকের মতো রাদ্যে বিজেপিকে হারিয়েছেন। মোদির সঙ্গে যেভাবে টক্কর দিচ্ছিলেন, তাতে মনে হচ্ছিল লোকসভাতেও তিনি বিজেপিক কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলবেন। কিন্তু নরেন্দ্রমোদির বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা সব হিসেব ওলোটপালোট করে দিল। বলা যায়, সবদিকে থেকে এবারের ফল কংগ্রেসের কাছে এক বড় ধাক্কা, যার ফল সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য।

ধরে নেওয়া যাক, রাহুল গান্ধি আর কোনও দিন সভাপতি পদে ফিরলেন না। অন্য কেউ দলের সভাপতি হলেই কি কংগ্রেস পুরনো চেহারায় ফিরতে পারবে? আর রাহুলের জায়গায় কে হতে পারেন যোগ্য সভাপতি, যিনি দলের সব অংশের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারেন?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে একটু পিছনের দিকে হাঁটতে হবে। স্বাধীনতার পর তেকে বরাবরই কংগ্রেসের রাশ ছিল গান্ধি পরিবারের হাতে। ১৯৯১-এ রাজীব গান্ধির হত্যার পর নিজেকে পুরোপুরি গুটিয় নিয়েছিলেন সোনিয়া গান্ধি। কংগ্রেস নেতাদেরঅনুরোধ সত্ত্বেও দলীয় পদ নেননি সোনিয়া। ১৯৯৮-এ সীতারাম কেশরীকে সরিয়ে তিনি যখন কংগ্রেসের সভানেত্রী হন, তখন দলের ছন্নছাড়া অবস্থা। সেই টালমাটাল পরিস্থিতিতে শক্ত হাতে দলের হাল ধরেছিলেন রাজীবন জায়া। ২০০৪-এ তাঁর নেতৃত্বেই কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসে কংগ্রেস। গঠিত হয় ইউপিএ সরকার। আর প্রধামন্ত্রী হন মনমোহন সিং। টানা ২০ বছর সভাপতির পদ আগলেছেন সোনিয়া (ইন্দিরা গান্ধি সভাপতি ছিলেন ১৮ বছর) কঠিন সময়ে দায়িত্বভার নিয়ে দলকে এক বিশেষ জায়গায় পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন। অসুস্থতার কারণে গত বছর রাহুলকে সভাপতির দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিলে। রাহুলের জায়গায় অন্য কেউ সভাপতি থাকলেও এই ফলেরঅন্যথা হত বলে মনে হয় না। কারণ দেশবাসী বুঝতে পেরেছিলেন কংগ্রেসের একার পক্ষে সরকার গড়া সম্ভব নয়। বহুধাবিভক্ত বিরোধী শিবিরের ওপরও তাঁরা খুব একটা আস্থা রাখতে পারেননি। তা না হলেরাজস্থানের মতা রাজ্যে এত খারাপ ফল হত না কংগ্রেসের। বেকারি সহ বিভিন্ন ইস্যুতে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জমলেও দেশবাসী স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছেন। আসলে তাঁরা কেন্দ্র স্থায়ী সরকারই চান।

পাশাপাশি, এবারের ভোটে দেখা গেছ বেনজির সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ। সমীক্ষায় দেখা গেছে, গোটা দেশের ৫৪ শতাংশ হিন্দু বিজেপি-র পক্ষে ভোট দিয়েছেন। আরও ২৯ শতাংশ হিন্দু মোদির বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন। এছাড়া মুসলিমদের ৬৪ শতাংশের ভোট মোদির বিরুদ্ধে গেছে।

তাই বিজেপির এই রমরমার জন্য রাহুলকে পুরোপুরি দোষ দেওয়া যায় না। হয়ত দলের রণকৌশলে কোথাও গলদ থাকতে পারে। চৌকিদার চোর হ্যায়'-এর মতো স্লোগান ভোটারদের না-পসন্দ হতে পারে। তবে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জীর্ণ কংগ্রেসে ঝাঁকুনি দিতে পেরেছিলেন রাহুল, যা বিজেপিকে কিছুটা হলেও চাপে ফেলে দিয়েছিল।

রাহুলের বিকল্প হিসেবে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী আশোক গেহলট, তিন প্রবীণ নেতা সুশীলকুমার শিন্ডে, তরুণ গগৈ, মল্লিকার্জুন খাড়গের নাম দিয়ে জোর জল্পানা চলছে। কিন্তু সর্বভারতীয় রাজনৈতিতে এদের পরিচিতি কতখানি? কংগ্রেসের সাধারণ কর্মী-সমর্থকরা এই প্রবীণ নেতাদের কতটা মানবেন, তা নিয়েও যথেষ্ট সংশয় রয়েছে যেমনটি দেখা গিয়েছেল সীতারাম কেশরীর আমলে। তবে একটা কথা বলা দরকার কংগ্রেস দুর্বল হয়ে পড়া দেশের পক্ষে মোটেই স্বস্তির নয়।

(সৌজন্যে দৈঃ স্টেটসম্যান)

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

বাংলাদেশের বেনাপোল কাস্টমসে রাজস্ব ঘাটতি দেড় হাজার কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা,জুলাই ০৩।।চলতি অর্থবছরে (২০১৮-১৯) দেশের সর্ববৃহৎ বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে ভারতের সঙ্গে আমদানি বাণিজ্যে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ৫ হাজার ৪৪৩ কোটি টাকার বিপরীতে আদায় হয়েছে ৪ হাজার ৪০ কোটি টাকা।এক্ষেত্রে ঘাটতি হয়েছে ১ হাজার ৪০৩ কোটি টাকা। তবে কাস্টমসের পরবর্তী সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ৫ হাজার ১৮৫ কোটি টাকার বিপরীতে এ ঘাটতির পরিমাণ ১ হাজার ১৪৫ কোটি।

বেনাপোল বন্দরে বাণিজ্যের সঙ্গে সংশিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতারা বলছেন, বন্দর ও কাস্টমসের বিভিন্ন অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা, শুল্কফাঁকি ও পণ্য খালাসে হয়রানি বেড়ে যাওয়া এ রাজস্ব ঘাটতির কারণ। বাণিজ্য তদারকিতে নিয়োজিত সংস্থ্যাগুলোর মধ্যে পরস্পরের সমন্বয়ের অভাব। এতে ব্যবসায়ীরা এ পথ থেকে বাণিজ্যে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ফলে সরকার যেমন রাজস্ব আয়ে বাধাগ্রস্ত হয়েছে, তেমনি লোকসান গুনছেন ব্যবসায়ীরাও। তবে বৈধ সুবিধা নিশ্চিত হলে আবার গতি ফিরবে বাণিজ্যে- এমনটাই মনে করেন ব্যবসায়ীরা। আর কাস্টমস কর্তৃপক্ষ বলছেন, শুল্কফাঁকি রোধে কড়াকড়ি আরোপ করায় আমদানি কমে রাজস্ব ঘাটতি হয়েছে। তবে ব্যবসায়ীদের বৈধ সুবিধাগুলো বাড়াতে কর্তৃপক্ষ আন্তরিক হয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

জানা যায়, দেশে ২৩টি স্থলবন্দরের মধ্যে চলমান ১৩ বন্দরের সবচেয়ে বড় আর বেশি রাজস্ব দাতা বেনাপোল বন্দরের কাস্টমস হাউজ। যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ হওয়ায় এ পথে ব্যবসায়ীদের বাণিজ্যে আগ্রহ বেশি। দেশে স্থলপথে যে পণ্য আমদানি হয় তার ৫ শতাংশ হয় বেনাপোল বন্দর দিয়ে।

১৯৭২ সাল থেকে এ পথে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক যাত্রা। প্রতিবছর এ বন্দর দিয়ে প্রায় ৩৫ হাজার কোটি টাকার পণ্য আমদানি হয়ে থাকে। যা থেকে সরকারের প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়। বন্দরে আমদানি পণ্যের ধারণ ক্ষমতা ৪২ হাজার মেট্রিক টন, কিন্তু এখানে সার্বক্ষণিক পণ্য থাকে প্রায় দেড় লাখ মেট্রিক টন। বর্তমানে বন্দরে ২৮টি পণ্যাগার, ৮টি ওপেন ইয়ার্ড, একটি ভারতীয় ট্রাক টার্মিনাল, একটি রফতানি ট্রাক টার্মিনাল ও ১টি ট্রান্সশিপমেন্ট ইয়ার্ডের মাধ্যমে বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা হচ্ছে। তবে তা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম।

২০১৭-১৮ অর্থবছরে বেনাপোল বন্দরে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ৪ হাজার ১৯৫ কোটি ৮৮ লাখ টাকার বিপরীতে আদায় হয়েছিল ৪ হাজার ১৬ কোটি ২৪ লাখ টাকা। এতে ঘাটতি ছিল ১৭৯ কোটি ৬৪ লাখ টাকা। গত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ৫ হাজার ৪৪৩ কোটি টাকা। এখনো ঘাটিত রয়েছে ১ হাজার ৪০৩ কোটি টাকা।

বেনাপোল বন্দরের ব্যবসায়ী জিয়াউর রহমান জানান, কাস্টমসে আমদানি পণ্য পরীক্ষণের নামে হয়রানি বেড়েছে। টাকা না দিলে নমুনা ঢাকায় ল্যাবরোটরিতে পাঠাতে চায়। পণ্য পরীক্ষণের ভালো ব্যবস্থা আর ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের নজর থাকলে হয়রানি পোহাতে হতোনা। ঝামেলা এড়াতে এ পথে আমদানি কমিয়েছে ব্যবসায়ীরা।

ব্যবসায়ী রহমত হোসেন জানান, আমদানি পণ্য কাস্টমস কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ ছাড়া আবার বিজিবি সদস্যরা তা আটক করেছে। সেখানে ২/৩ দিন পণ্য চালান আটকে থাকছে। আমদানি, রফতানি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বিজিবি আর কাস্টমসের মধ্যে পরস্পরের সমন্বয় দরকার। এতেও লোকসানের কারণে বাণিজ্যে আগ্রহ হারাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা।

আমদানি রফতানি ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো. আনু জানান, বন্দরের অবকাঠামো উন্নয়ন সমস্যা আর অনিয়মে বার বার অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটছে। এতে পুঁজি হারিয়ে পথে বসেছে অনেক ব্যবসায়ী। এখনও সাধারণ পণ্যাগারে কেমিকেল পণ্য খালাস করা হয়। বহিরাগতরা অবাধে প্রবেশ করে বন্দরে। ব্যবসায়ীদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল বন্দরের নিরাপত্তায় সিসি ক্যামেরা স্থাপনের। কিন্তু আজ পর্যন্ত তা বাস্তবায়ন হয়নি। এখন এ বন্দর দিয়ে ব্যবসায়ীরা আমদানি করতে ভয় পায়।

বেনাপোল সিঅ্যান্ডএফ অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ইমদাদুল হক লতা জানান, যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ হওয়াতে এ বন্দর দিয়ে সবাই ব্যবসা করতে চায়। কিন্তু অবকাঠামোগত উন্নয়ন সমস্যায় সুষ্ঠু বাণিজ্য বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। সপ্তাহে ৭ দিন বাণিজ্য সেবা চালু থাকলেও ব্যবসায়ীরা তার সুফল পাচ্ছে না। বাণিজ্য প্রসার করতে হলে বৈধ সুবিধা প্রদান ও অবকাঠামো উন্নয়নের বিকল্প নেই।

বেনাপোল কাস্টমস হাউজের সহকারী কমিশনার উওম চাকমা জানান, পণ্য চালান খালাসে আগের চেয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বেড়েছে কাস্টমসে। শুল্কফাঁকি বন্ধে কড়াকড়ি আরোপ করায় কিছু ব্যবসায়ী এ বন্দর দিয়ে আমদানি কমিয়েছেন। বিশেষ করে রাজস্ব বেশি আসে এমন পণ্য চালান কম আমদানি হচ্ছে। এতে রাজস্ব ঘাটতি হয়েছে। শুল্কফাঁকির সঙ্গে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে থাকে। ব্যবসায়ীদের বৈধ সুযোগ সুবিধা বাড়াতে তারা আন্তরিক হয়ে কাজ করে যাচ্ছেন বলেও জানান তিনি।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বেইজিংয়ে লালগালিচা সংবর্ধনা দেয়া হয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা,জুলাই ০৩।।বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা লিয়াওনিং প্রদেশের দালিয়ানে ওয়ার্ল ইকোনমিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) অ্যানুয়াল মিটিংয়ের উদ্বোধনী পর্বে যোগদান শেষে বুধবার সকালে চীনের রাজধানী বেইজিং পৌঁছেছেন।

সকাল ১০টা ৫ মিনিটে (স্থানীয় সময়) প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর সফরসঙ্গীবাহী বিমানটি বেইজিংয়ের উদ্দেশে দালিয়ান ঝৌশুজি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ত্যাগ করে। দালিয়ান সিটির ভাইস মেয়র জিয়াও শেংফেং প্রধানমন্ত্রীকে বিমানবন্দরে বিদায় জানান।

চীন সরকারের একটি ভাড়া করা বিমানে করে প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর সফরসঙ্গীরা স্থানীয় সময় সকাল ১১টা ৫ মিনিটে বেইজিং ক্যাপিটাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন।

চীনের ভাইস ফরেন মিনিস্টার কিং গ্যাং বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানান।বেইজিং বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীকে লালগালিচা সংবর্ধনা দেয়া হয় এবং ছোট একটি শিশু ফুলের তোড়া দিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানায়।এ সময় চীনের সশস্ত্র বাহিনীর একটি সুসজ্জিত দল প্রধানমন্ত্রীকে গার্ড অব অনার প্রদান করে।

বিমানবন্দরে আনুষ্ঠানিকতা শেষে প্রধানমন্ত্রীকে মোটর শোভাযাত্রা সহকারে দিয়ায়োতাই স্টেট গেস্ট হাউজে নেয়া হয়। চীনের রাজধানীতে সফরকালে শেখ হাসিনা এখানেই অবস্থান করবেন।

দালিয়ানে ২ জুলাই ডব্লিউইএফ সম্মেলনে যোগদান ছাড়াও প্রধানমন্ত্রী ডব্লিউইএফ'র প্রতিষ্ঠাতা এবং নির্বাহী চেয়ারম্যান ক্লাউস সোয়াবের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং 'কো-অপারেশন ইন দ্যা প্যাসিফিক রিম' শীর্ষক প্যানেল আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

৩ জুলাই প্রধানমন্ত্রী বেইজিং ভিত্তিক চীনের কেন্দ্রিয় টেলিভিশন চ্যানেলের অংশ এবং চীনের রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত গ্লোবাল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক গ্রুপের আন্তর্জাতিক ইংরেজী ভাষার চ্যানেল সিজিটিএনকে সাক্ষাৎকার প্রদান করবেন। সেইসঙ্গে লেজেনডেল হোটেল ওয়াংফুজিং'তে প্রবাসী বাংলাদেশীদের আয়োজিত নাগরিক সংবর্ধনা ও নৈশভোজে যোগদান করবেন।

বেইজিংয়ে অবস্থানকালে শেখ হাসিনা আগামী ৪ জুলাই চীনের প্রধানমন্ত্রী লী কেকিয়াং এবং ৫ জুলাই প্রেসিডেন্ট জি জিংপিং'র সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে অংশগ্রহণ করবেন।

৪ জুলাই সকালে শেখ হাসিনা অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে যোগ দিবেন এবং গ্রেট হল অব দ্য পিপল-এ বীরদের স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ করবেন।

পরে তিনি চীনের প্রধানমন্ত্রী লি কেকিয়াংয়ের সঙ্গে একটি দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করবেন এবং গ্রেট হল অব দ্য পিপল-এ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন।

এখানে ঢাকার সঙ্গে বেইজিংয়ের বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতামূলক একাধিক চুক্তি স্বাক্ষরের কথা রয়েছে।প্রধানমন্ত্রী গ্রেট হল অব দ্য পিপল-এ চীনের প্রধানমন্ত্রী আয়োজিত এক ভোজসভাতেও যোগ দেবেন।একই দিন বিকেলে তিনি সিসিপিআইটিতে চীনের ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে একটি বিজনেস রাউন্ডটেবিলে অংশ নেবেন।

৫ জুলাই সকালে প্রধানমন্ত্রীর চাইনিজ থিংক ট্যাংক 'পাঙ্গোয়াল ইনস্টিটিউশন' আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার কথা রয়েছে।চীনের বিভিন্ন কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাগণ শেখ হাসিনার সঙ্গে গেস্ট হাউসে দেখা করার কথা রয়েছে এবং এনপিসি'র চেয়ারম্যান লি ঝাংশুর সাথে প্রধানমন্ত্রীর একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

বিকেলে প্রধানমন্ত্রী চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে দিয়ায়োতাই রাষ্ট্রীয় অতিথিশালায় এক বৈঠকে মিলিত হবেন।বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রী একই স্থানে চীনা প্রেসিডেন্টের আয়োজিত একটি ভোজ সভায় যোগ দেবেন।

চীন সফর শেষে প্রধানমন্ত্রী বেইজিং ক্যাপিটাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে স্থানীয় সময় ৬ জুলাই সকাল ১১টায় ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেবেন এবং একই দিন বাংলাদেশ সময় বেলা ১টা ৩৫ মিনিটে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (এইচএসআইএ) পৌঁছবেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এ কে আব্দুল মোমেন বলেন, আগামী ৬ জুলাই পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর ৫ দিনের সরকারি চীন সফরে রোহিঙ্গা সমস্যাটি আলোচনায় সর্বাধিক প্রাধান্য পাবে এবং এ সময় ঢাকা এবং বেইজিংয়ের মধ্যে ৮টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে ড় মোমেন বলেন, প্রধানমন্ত্রীর সফরকালে রোহিঙ্গা সমস্যাটি আলোচনার মূল বিষয়বস্তু হবে। আমরা বিশ্বাস করি রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানে (রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনে) বেইজিং কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশের ফুড প্রসেসিং খাতে বিনিয়োগে আরব আমিরাত আগ্রহী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা,জুলাই ০৩।। বাংলাদেশে ফুড প্রসেসিং খাতে বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করছে সংযুক্ত আরব আমিরাত।

সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রদূত সাইয়েদ মোহাম্মদ আলমেহিরি শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূনের সঙ্গে তার মন্ত্রণালয়ের কার্যালয়ে সাক্ষাতকালে এই আগ্রহ প্রকাশ করে বলেন,বাংলাদেশে ফুড প্রসেসিং খাতের অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এখাতে বিনিয়োগ করতে চায়। এসময় শিল্পমন্ত্রী আন্তর্জাতিক মানের ফুড প্রসেসিং ল্যাব ও কোল্ড স্টোরেজ স্থাপনে বিনিয়োগ করার বিস্তৃত সুযোগ রয়েছে উল্লেখ করে সংযুক্ত আরব আমিরাতের ব্যবসায়ীদের এখাতেও বিনিয়োগ করার আহবান জানান।

রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংলাদেশের ফুড প্রসেসিং খাতের আন্তর্জাতিক মান অর্জনে আরব আমিরাতের একটি সার্টিফিকেশন প্রতিষ্ঠান এখানে কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এতে আরব আমিরাত জনগণের কাছে বাংলাদেশের প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্যের গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি হবে।মন্ত্রী বলেন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকায় বাংলাদেশে এখন বিনিয়োগের চমৎকার পরিবেশ বিরাজ করছে। নতুন শিল্প কারখানা স্থাপনের জন্য প্রচুর জমি রয়েছে। দেশে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে। আরব আমিরাতের বিনিয়োগকারীরা বেসরকারি ও যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে যেকোন খাতে বিনিয়োগ করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পাদনের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান করা হবে বলে তিনি জানান। আরব আমিরাতের রাষ্ট্রদূত জাহাজ নির্মাণ শিল্পে বিনিয়োগের বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করলে শিল্পমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ স্কেন্ডেনেভিয়ান দেশগুলোতে জাহাজ রপ্তানি করছে। আরব আমিরাতের বিনিয়োগকারীরা জাহাজ নির্মাণ শিল্পে বিনিয়োগ করার অপার সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারে। চলতি বছরের শেষের দিকে সংযুক্ত আরব আমিরাতের অর্থমন্ত্রী বাংলাদেশ সফরের পূর্বে সম্ভাবনাময় খাতসমূহে বিনিয়োগের বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির বিষয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রদূত ও শিল্পমন্ত্রী দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন। অর্থমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরের সময় এ সকল খাতে বিনিয়োগের বিষয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হবে।সাক্ষাতকালে স্টিল, সিমেন্ট, গ্যাস, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, সুগন্ধি, গার্মেন্টস, টেক্সটাইল, মধু ইত্যাদি খাতে বিনিয়োগের জন্য সংযুক্ত আরব আমিরাতের ব্যবসায়ীদের প্রতি আহবান জানানো হয়। এছাড়া আরব আমিরাতের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনশক্তি তৈরির জন্য বাংলাদেশে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করে সেই জনশক্তিকে আরব আমিরাতের বিভিন্ন কাজে নিয়োগ প্রদানের আহবান জানানো হয়।শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব পরাগ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

কাঁঠালের ভেতরে ১০ হাজার পিস ইয়াবা, স্ত্রীসহ রেলওয়ে পুলিশের সদস্য আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা,জুলাই ০৩।। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ক্রমাগত অভিযানে মাদক পাচারে নিত্যনতুন পন্থা অবলম্বন করছেন মাদক ব্যবসায়ীরা। এবার কাঁঠালের ভেতরে করে অভিনব পন্থায় ইয়াবা পাচারের সময় স্ত্রীসহ র্যাপিড অ্যাকশান ব্যাটালিয়নের (র্যাব-৪) হাতে আটক হয়েছেন রেলওয়ে পুলিশের এক কর্মকর্তা।

বুধবার (০৩ জুলাই) দুপুরে রাজধানীর সায়েদাবাদ এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। আটকরা হলেন,বাবলু খন্দকার (৫২) ও শিউলী বেগম (৩৯)। এ সময় তাদের বহন করা কাঁঠালের ভেতরে ১০ হাজার পিস ইয়াবা জব্দ করা হয়েছে।

র্যাব জানায়, আটক বাবলু খন্দকার রেলওয়ে পুলিশে চাকরির আড়ালে ট্রেনে করে নিয়মিত ঢাকায় ইয়াবা এবং গাঁজার চালান নিয়ে আসা-যাওয়া করতেন। তার বিরুদ্ধে চট্টগ্রামে একটি মাদকের মামলা রয়েছে।

বেশকিছুদিন ধরে তিনি দেশের বিভিন্ন এলাকায় আত্মগোপণে ছিলেন।

বুধবার বাম্মণবাড়ীয়া জেলার কসবায় তার শ্বশুরবাড়ি থেকে গোমতি এয়ারকন পরিবহনের একটি বাসে স্ত্রীসহ ঢাকায় আসেন। ঢাকার সায়েদাবাদ এলাকায় বাসটিতে তল্লাশি চালিয়ে স্ত্রীসহ বাবলুকে শনাক্ত করা হয়। এরপর তাদের সঙ্গে থাকা কাঁঠালের ভেতর থেকে ১০ হাজার পিস ইয়াবা জব্দ করা হয়েছে।আটক বাবলু খন্দকারের গ্রামের বাড়ি নড়াইলের লোহাগড়ায়। আর শ্বশুরবাড়ি কসবায়। তারা রাজধানীর দক্ষিণখানের একটি বাসায় থাকেন।

র্যাব-৪ এর কোম্পানী কমান্ডার (সিপিসি-১) মেজর কাজী সাইফুদ্দিন আহমেদ বলেন, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে রেলওয়ে পুলিশের টিএসআই বাবলু খন্দকার ও তার স্ত্রীকে আটক করা হয়েছে। তারা অভিনব পন্থায় কাঁঠালের ভেতরে ইয়াবার চালান বহন করছিলেন।আটকদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানান তিনি।

ঢাকা-বেনাপোল বিরতিহীন ট্রেন উদ্বোধন ২৫ জুলাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা,জুলাই ০৩।। আগামী ঈদুল আযহার আগেই বেনাপোল থেকে ঢাকা রুটে বিরতিহীন ট্রেন সার্ভিস চালুর উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। প্রধানমন্ত্রী তারিখ পরিবর্তন না করলে আগামী ২৫ জুলাই এ ট্রেন সার্ভিস উদ্বোধন করা হবে।

বুধবার (৩ জুলাই) বিকেলে বেনাপোল রেলস্টেশন পরিদর্শন শেষে রেলমন্ত্রী নূরুল ইসলাম সুজন সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।রেলমন্ত্রী বলেন, দীর্ঘদিন ধরে রেলকে অবজ্ঞা করা হয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকার রেলপথকে সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে। যেসব সমস্যা আছে তা দ্রুত সমাধান করা হবে। আর পদ্মাসেতু চালু হলে এ ট্রেন সার্ভিস ব্যবহার করে মাত্র আড়াই ঘণ্টায় ঢাকায় যাওয়া যাবে বলেও জানান তিনি।

দেশের অন্যতম বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে দেশের সিংহভাগ আমদানি-রফতানি বাণিজ্য সম্পন্ন হয়। সেইসঙ্গে এ বন্দর দিয়ে ভারতে দিনে প্রায় পাঁচ হাজার যাত্রী আসা-যাওয়া করে। এ কারণে বন্দর ব্যবহারকারীরা দীর্ঘদিন ধরে বেনাপোল-ঢাকা ট্রেন সার্ভিসের দাবি জানিয়ে আসছিলেন। সেই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সরকার বেনাপোল থেকে ঢাকা পর্যন্ত বিরতিহীন ট্রেন সার্ভিস চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়ায় রেলমন্ত্রী বেনাপোল রেলস্টেশন পরিদর্শন করেন। মন্ত্রী বিকেল ৪টার দিকে বেনাপোল বন্দরে এসে পৌঁছান। এরপর রেলের কর্মকর্তা, স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়ে স্টেশনের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এরশাদ বোন ক্যানসারে আক্রান্ত মহাসচিব মসিউর রহমান রাঙ্গা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা,জুলাই ০৩।। জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এরশাদ বোন ক্যানসারে আক্রান্ত। তার রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ ১০ শতাংশের কম আগে থেকেই। ডাক্তারের বরাত দিয়ে সাংবাদিকদের একথা জানান জাতীয় পার্টির মহাসচিব মসিউর রহমান রাঙ্গা।

বুধবার (৩ জুলাই) জাপা চেয়ারম্যানের বনানী কার্যালয়ে পার্টির প্রেসিডিয়াম ও সংসদ সদস্যদের নিয়ে আয়োজিত যৌথসভা শেষে সাংবাদিকদের একথা জানান তিনি।সভায় এরশাদের সুস্থতা কামনায় জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমসহ দেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলা শহরের মসজিদ, মন্দির, গির্জায় দোয়া অনুষ্ঠান আয়োজনের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

এরশাদের চিকিৎসাব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য জাপার প্রেসিডিয়াম সদস্য কাজী ফিরোজ রশীদকে আহ্বায়ক করে গঠন করা হয়েছে ৯ সদস্যের একটি কমিটি।এরশাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুরে নেওয়ার জন্য সিঙ্গাপুর থেকো একজন চিকিৎসক আসবেন। তিনি এরশাদের শারীরিক অবস্থা দেখে সিদ্ধান্ত দেবেন বলে জানান রাঙ্গা।

যৌথসভায় জাপার ৮০ শতাংশ প্রেসিডিয়াম সদস্য উপস্থিত থাকলেও ছিলেন না পার্টির কো-চেয়ারম্যান ও জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় উপনেতা রওশন এরশাদ।এ বিষয়ে সাংবাদিকেরা জানতে চাইলে রাঙ্গা বলেন, তিনি অসুস্থ, তিনতলায় হেঁটে উঠতে পারেন না, তাই আসেননি। তবে সভার সব খবর তাকে তাৎক্ষণিক জানানো হয়েছে।

এরশাদ অসুস্থ হওয়ায় সভার সভাপতিত্ব করেন জাপার ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জিএম কাদের। তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেননি।এসময় প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সংসদ সদস্য কাজী ফিরোজ রশীদ, আবু হোসেন বাবলা, মুজিবুল হক চুন্নু, মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশে অবস্থানরত মিয়ানমারের নাগরিকদের ফিরিয়ে নিতে চাপ তৈরি করবে সুইডেন সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা,জুলাই ০৩।।বাংলাদেশে অবস্থানরত মিয়ানমারের নাগরিকদের ফিরিয়ে নিতে সেদেশের সরকারের ওপর চাপ তৈরি করবে সুইডেন সরকার।বুধবার মন্ত্রণালয়ের কার্যালয়ে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের সাথে এক সৌজন্য সাক্ষাতে বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইডেনের রাষ্ট্রদূত মিজ শারলোটা স্লাইটার একথা জানান।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ সরকারকে এ সংক্রান্ত সহযোগিতা দিতে সুইডেন সরকার তার কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে।এসময় রাষ্ট্রদূত, আগামী ফেব্রুয়ারিতে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের অংশগ্রহণে সুইডেনের স্টকহোমে অনুষ্ঠিতব্য'থার্ড গ্লোবাল মিনিস্ট্রিয়াল কনফারেন্স অন রোড সেফটি'সম্মেলনে যোগ দিতে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানান।সাক্ষাতকালে রাষ্ট্রদূত রাজধানীতে গণপরিবহনের সক্ষমতা বাড়াতে মানসম্পন্ন সুইডিস বাস সরবরাহে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

শিগগিরই মংলা বন্দরে পণ্য আনা-নেয়া শুরু করবে নেপাল : নেপালের রাষ্ট্রদূত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা,জুলাই ০৩।।মংলা বন্দর দিয়ে সড়ক পথে আমদানী-রপ্তানী পণ্য নেপালে আনা-নেয়ার কাজ দ্রুত শুরু হবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত নেপালের রাষ্ট্রদূত ধন বাহাদুর ওলী।

বুধবার বন্দরের সম্মেলন কক্ষে মংলা বন্দর পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের কাছে তিনি বলেন, এ খন থেকে পূর্ণাঙ্গভাবে মংলা বন্দর ব্যবহার শুরু করবে নেপাল। আগের তুলনায় এ বন্দর অনেক সক্ষমতা অর্জন করেছে।

রাষ্ট্রদূত বলেন, মংলা বন্দরের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনতে নতুন নতুন প্রকল্প বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে।

বর্তমানে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে নেপাল এ বন্দর ব্যবহারে আরো বেশি আগ্রহী হয়েছে।

এ সময় মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ আলী চৌধুরী, নেপালী দূতাবাসের অফিস সেক্রেটারী রিয়া ছেত্রী, বন্দরের হারবার মাস্টার কমান্ডার দুরুল হুদা, পরিচালক (ট্রাফিক) মোস্তফা কামাল, উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো.রাহাত মান্নানসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

মংলা বন্দর পরিদর্শন শেষে নেপালের রাষ্ট্রদূত ওয়ার্ল হ্যারিটেজ সাইড সুন্দরবনের করমজলসহ বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্র ভ্রমণে যান।

এরশাদ চোখ মেলে তাকিয়েছেন : জিএম কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা,জুলাই ০৩।। জাতীয় পার্টির (জাপা) চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ চোখ মেলে তাকিয়েছেন। বুধবার (০৩ জুলাই) দুপুরে জাপা চেয়ারম্যানের বনানী কার্যালয়ে এরশাদের শারীরিক অবস্থার সর্বশেষ পরিস্থিতি তুলে ধরে এ কথা বলেন জাপার ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জিএম কাদের।

তিনি বলেন, সকাল ১১টার দিকে আমি ঢাকায় সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) আমাদের চেয়ারম্যানের কাছে গেলে তিনি আমার হাত ধরার চেষ্টা করেন। পরে আমি তার হাত ধরি। আমার কথা শুনে তিনি চোখ মেলে তাকিয়েছেন।

ছয়ের পাতায়

অভাবে স্ত্রী বাপের বাড়ি অপমানে স্বামীর আত্মহত্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা,জুলাই ০৩।। নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে গলায় ফাঁস দিয়ে মো. জামান (৩২) নামে এক যুবক আত্মহত্যা করেছেন।

বুধবার (৩ জুলাই) উপজেলার ভূলতা ইউনিয়নের লাভরাপাড়া এলাকায় নিজের বাড়ি থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। জামান লাভরাপাড়া এলাকার মো. মজিবুল্লাহর ছেলে।

পারিবারিক সূত্র জানায়, অভাব-অনটনের কারণে জামানের স্ত্রী তার ছয় বছরের ছেলে সন্তানকে নিয়ে সম্প্রতি বাপের বাড়ি পাড়াগাঁও এলাকায় চলে যান। এ কষ্ট সইতে না পেরে বুধবার সবার অজান্তে নিজ ঘরে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন তিনি।

ভূলতা পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ শহীদুল আলম বলেন, জামানের মরদেহ ময়না-তদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জের ভিক্টোরিয়া হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

বুধবার বিদ্যালয় পরিদর্শনে যান শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। ছবি- নিজস্ব।

আক্রান্ত বিজেপি কর্মীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন বিজেপির রাজ্য যুব মোর্চার সভাপতি দেবজিৎ সরকার

ঝাড়গ্রাম, ৩ জুলাই (হি.স.) : জামবনির বাঘুয়া গ্রামে আক্রান্ত বিজেপি কর্মীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন বিজেপির রাজ্য যুব মোর্চার সভাপতি দেবজিৎ সরকার। বুধবার বিকেলে আক্রান্তের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে তার পরিবারের লোকজনের সাথে কথা বলেন। উল্লেখ্য, গত ২৯ জুন মধ্যরাতে হরিনামের আসর থেকে বিজেপির কর্মী খগপতি মাহাতো কে খুব কাছ থেকে গুলি করে খুন করার চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ উঠে

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

গানের কথা নিয়ে বিতর্ক, ব্যাপার হানি সিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: ফের বিতর্কে জড়ালেন ব্যাপার হানি সিং। ''মাখনা'' গানের জন্য অনুরাগীদের রোষের মুখে পড়লেন এই পাঞ্জাবি ব্যাপার। তাঁর বিরুদ্ধে নোটিস জারি করেছেন পাঞ্জাবের মহিলা কমিশন। এনিয়ে পুলিশের কাছে স্বতঃপ্রণোদিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি।পাঞ্জাবের মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন মণীষা গুলাটি জানিয়েছেন, পাঞ্জাব পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল, ইন্সপেক্টর জেনারেল ও অ্যাডিশনাল চিফ সেক্রেটারির কাছে এই নিয়ে অভিযোগ করেছেন তিনি। লিখিত অভিযোগে তিনি জানিয়েছেন, হানি সিং তাঁর গানে এমন কিছু কথা ব্যবহার করেছেন, যা মহিলাদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত অপমানজনক। ব্যাপারের সম্প্রতি ''মাখনা'' গানটি প্রকাশ্যে এসেছে, তাতে একটি পংক্তি রয়েছে - ''ম্যায় হুঁ ওম্যানাইজার''। এছাড়া গানে আরও একটি লাইন রয়েছে ''সিলিকন ওয়ালি লড়কিয়োঁকো ম্যায় পটাতা হুঁ''। এগুলি নিয়েই আপত্তি তুলেছেন মণীষা।তিনি আরও লিখেছেন, এমন লিরিক্সের জন্য টি-সিরিজের ভূষণ কুমার, গায়ক হানি সিং ও গায়িকা নেহা কক্করের বিরুদ্ধে পুলিশি তদন্ত হওয়া দরকার। মহিলাদের অপমান করেছেন তাঁরা। সহজে এদের ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। এছাড়া গানে আরও অনেক কথা রয়েছে যা মহিলাদের জন্য কুরুচিকর। ভূষণ কুমার ও হানি সিংয়ের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের কথাও বলেন তিনি। এছাড়া সেন্সর বোর্ডের কাছেও অভিযোগ জানিয়েছেন মণীষা। পাঞ্জাবে গানটির উপর নিষেধাজ্ঞার দাবি তুলে রাজ্য সরকারের দ্বারস্থ হয়েছেন মণীষা গুলাটি।তবে এই প্রথম যে হানি সিং বিতর্কে জড়ালেন, তা নয়। এর আগে ২০১৩ সালেও একবার গানের লিরিক্স নিয়ে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন তিনি। ওই গানটিতে হানি সিং লিখেছিলেন, ''ম্যায় হুঁ বলতকারি''। এছাড়া ''লাক ২৮'', ''ব্লু আইজ'', ''কিকলিকালেরেদ্রি'' ও ''ব্লাউন রং'' গান নিয়েও বিতর্কে জড়িয়েছিলেন তিনি।

ফুটিয়ে না কাঁচা কি খাবেন দুধ ?

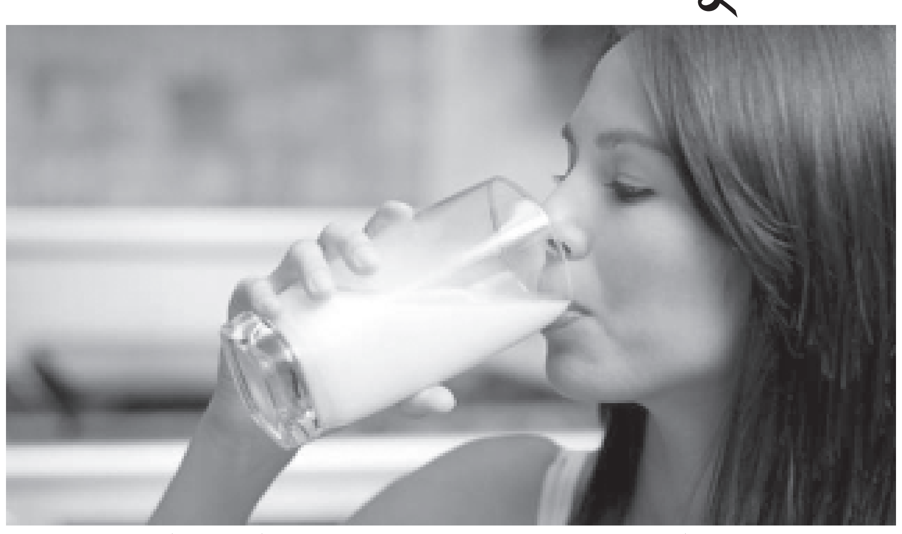

কাঁচা খাওয়া ভাল নাকি ফুটিয়ে খাওয়া? এ নিয়ে বহু বিতর্কিত মন্তব্য রয়ে গিয়েছে। সরাসরি গোয়ালঘর বা খামার থেকে আসা কাঁচা দুধ না ফুটিয়ে খেতে কঠোরভাবেই নিষেধ করছেন বিশেষজ্ঞরা। এতে সংক্রমণের সম্ভাবনা অনেক বেশি। ফলে কাঁচা দুধ অবশ্যই ফুটিয়ে খেতে হবে।বিশেষজ্ঞদের মতে, কাঁচা দুধে অনেকরকম রোগজীবাণু বাসা বাঁধে। সরাসরি খামার থেকে আনা দুধ খেলে সেই জীবাণু শরীরের নানা ক্ষতি করতে পারে। দুধ ফোটালে উচ্চ তাপমাত্রায় সেই সব জীবাণু মরে যায়। এখন আমরা যে প্যাকেটের দুধ কিনি, তা পাস্তুরাইজড। পানীয় জীবাণুমুক্ত এবং সংরক্ষণের পদ্ধতির নাম পাস্তুরাইজেশন। বিশেষ পদ্ধতিতে উচ্চ তাপমাত্রায় পাস্তুরাইজেশন করা হয়। প্যাকেটের দুধও ফুটিয়ে খাওয়াই ভাল, এমনটাও মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। কারণ পাস্তুরাইজেশন পদ্ধতিতে দুধ একশ'' শতাংশ ব্যাকটেরিয়া মুক্ত করা সম্ভব হয় না।নিউইয়র্কের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুড সায়েন্স বিভাগের অধ্যাপকদের কথায়, না ফোটানো দুধে ই-কোলাই, সালমোনেল্লার মতো ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া বাসা বাঁধে। এই ব্যাকটেরিয়া শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক কমিয়ে দেয়।

বিশেষত গর্ভবতী মহিলা, শিশু এবং বয়স্কদের ক্ষেত্রে সব সময় দুধ ফুটিয়ে খেতে বলেন চিকিতকেরা।ভারতের ন্যাশনাল সেন্টার ফর বায়োটেকনোলজির বিশেষজ্ঞেরা ''পাবমেড''-এ একটি সমীক্ষার প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন। সেখানে দেখা গিয়েছে কাঁচা দুধ তো বটেই, এমনকি পাস্তুরাইজড দুধেও নানা রকম মাইক্রোব্যাকটেরিয়া জন্মায়। তাদের মধ্যে রয়েছে, সিউডোমোনাস (৬৪-৫৩.৮ শতাংশ), মাইক্রোকক্কাস (৮.২ শতাংশ), এনটারোব্যাকটর (৯.৮ থেকে ২.৬ শতাংশ), ব্যাসিলাস (৬.৬ থেকে ২.৬ শতাংশ), ফ্ল্যাভোব্যাকটর (১.৬ থেকে ১.৩ শতাংশ)।ওহিও বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা জানাচ্ছেন, পাস্তুরাইজেশন পদ্ধতিতে দুধ জীবানুমুক্ত করতে গিয়ে উচ্চ তাপমাত্রায় ফোটানো হয়, ফলে দুধের পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়। তাই বর্তমানে, এই পদ্ধতিতে দুধ একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ফোটানো হয় এবং ধীরে ধীরে সেটাকে ঠাণ্ডা হতে দেওয়া হয়। তাই গবেষকদের মত, প্যাকেট দুধ দোকান থেকে কিনে এনে কিছু সময় হলেও সেটাকে ফোটান। যদি কোনও জীবাণু থেকেও থাকে, ফোটালে সেই সম্ভাবনা দূর হবে।

ভাট ক্যাম্পে যিশু সেনগুপ্ত'র অভিনেতার কাছে এ যেন স্বপ্নপূরণ

বলিউড আর টলিউড! সমতা বজায় রাখতে বেশ সিদ্ধহস্ত হয়ে গেছেন এই বাঙালি অভিনেতা। এমনকী তাঁর ছবির তালিকায় বেড়েই চলেছে হিন্দি ছবির সংখ্যা। তিনি অভিনেতা যিশু সেনগুপ্ত। এবার তিনি কাজ করতে চলেছেন মহেশ ভাটের সঙ্গে, তাও ''সড়ক টু'' ছবিতে। যদিও এর আগে ভাট ক্যাম্প থেকে একটি ছবি করার অফার এসেছিল কিন্তু ডেটের সমস্যার কারণে সে কাজ করতে পারেননি যিশু।ছবিতে বলিউডের জনপ্রিয় মুখেদের সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করবেন অভিনেতা। যিশু বললেন, ''কুড়ি বছর পর ফিরছেন মহেশ ভাট। আর সেই ছবিতে আমাকে ভেবেছেন এটাই সম্মানের। স্বপ্ন সত্যি হওয়ার মতো। এত ভাল ভাল ছবি যিনি বানিয়েছেন সেই মহেশ ভাটের পরিচালনায় কাজ করতে পারব। সেই কারণেই ছবিটা করার জন্য মুখিয়ে রয়েছি।''সামনেই মুক্তি পেতে চলেছে মৈনাক ভৌমিকের পরিচালনায় যিশুর ছবি ''বর্ণপরিচয়''। আপাতত তারই প্রচারে কলকাতায় রয়েছেন অভিনেতা।

সামনেই সপ্তাহেই উড়ে যাওয়ার কথা হায়দরাবাদ। এনটিআরের বায়োপিকের পর আরও একটি তামিল ছবিতে দেখা যাবে তাঁকে। ১৯ জুলাই নেটফ্লিক্সে আসছে যিশু অভিনীত ''টাইপরাইটার''। ''মর্দানি টু''-এর শুটও প্রায় শেষের দিকে। ''মণিকর্নিকা''-র পর ''সড়ক টু'', সবমিলিয়ে বেজায় ব্যস্ত তিনি।''সড়ক টু''য়ে অভিনয় করবেন আলিয়া ভাট। এছড়াও মুখ্য ভূমিকায় দেখা যাবে দিদি পূজা ভাট ও সঞ্জয় দত্তকে। এই ছবির চিত্রনাট্য লিখছেন সদাশিব আম্রপুরকর। ছবিতে মহেশ ভাটের দুই কন্যা ও সঞ্জয় দত্ত ছাড়াও থাকবেন আদিত্য রায় কাপুর। প্রসঙ্গত, ১৯৯১ সালে মুক্তি পেয়েছিল পূজা ভাট ও সঞ্জয় দত্তের ''সড়ক''। সেই জনপ্রিয় ছবিরই সিক্যুয়েল ''সড়ক টু''। সম্ভবত ২০২০ সালের মাঝামাঝি মুক্তি পাবে এই ছবি।

বাবা কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের ছবিতে এবার ''লক্ষ্মী ছেলে'' উজান

নিজস্ব প্রতিবেদন: উইন্ডোজ প্রোডাকশনের ছবি ''রসগোল্লা''র হাত ধরেই টলিউডে ডেবিউ করেছেন কৌশক ও চূর্ণী গঙ্গোপাধ্যায় পুত্র উজান গঙ্গোপাধ্যায়। পাভেলের ''রসগোল্লা'' ছবিতে নবীনচন্দ্র দাশের ভূমিকায় উজানের অভিনয়ে বাংলার সিনেমাপ্রেমী দর্শক মুগ্ধ। আর এবার দ্বিতীয় ছবির কাজ শুরু করতে চলেছেন উজান। জুটি বাঁধছেন বাবা কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে।বাবা ও ছেলে জুটির এই ছবির প্রযোজনাও করছে উন্ডোজ প্রোডাকশন। ছবির নাম ''লক্ষ্মী ছেলে''। প্রযোজনা সংস্থার তরফে ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে আনা হয়েছে ''লক্ষ্মী ছেলে''র ফার্স্ট লুক। সম্প্রতি নন্দনে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই ছবির কথা প্রযোজনা সংস্থার তরফে ঘোষণা করা হয়।তরুণ প্রজন্ম মানেই উদাসীন, তাঁদের সবকিছুই খারাপ এই ধারনাই এই ছবির মাধ্যমে ভাঙতে চলেছেন পরিচালক। শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কথায়, উজান তাঁর ঘরের ছেলের মতো। তিনি উজানের দ্বিতীয় অভিভাবক বললেও ভুল হয় না। কারণ, উইন্ডোজ প্রোডাকশনের ছবির মাধ্যমেই ডেবিউ হয়েছে উজান গঙ্গোপাধ্যায়ের। জানা যাচ্ছে আগামী অগস্ট মাস থেকেই শুরু হবে ''লক্ষ্মী ছেলে''র শ্যুটিং। আগামী বছর মুক্তি পেতে পারে এই ছবি।

নতুন ব্যোমকেশ নতুন রহস্য

সৌগত চক্রবর্তী: আসছে নতুন ব্যোমকেশ কাহিনি 'মগ্নমৈনাক'। এক অর্থে এই ব্যোমকেশ অঞ্জন দত্তরও। পরিচালক অবশ্য সায়ন্তন ঘোষাল। গল্প শুরুই হচ্ছে 'স্বাধীনতা লাভের পর পনেরো বছর অতীত হইয়াছে' এই বাক্যবন্ধ দিয়ে। আসলে এই গল্পের কেন্দ্রবিন্দু ধনী ব্যবসায়ী ও রাজনীতিক সন্তোষ সমাদ্দার। দক্ষিণ কলকাতায় তাঁর বাগানঘেরা দোতলা বাড়ি। দেশের সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত দাপুটে ও ভারিক্কী এই নেতা সন্তোষ সমাদ্দার। এই চরিত্রে অভিনয় করছেন সুমন্ত মুখোপাধ্যায়।সন্তোষ সমাদ্দারের বাড়িতে আছেন দুই ছেলে যুগলচাঁদ ও উদয়চাঁদ। উদয়চাঁদের ভূমিকায় অভিনয় করছেন সুপ্রভাত দাস। এছাড়াও আছেন সন্তোষবাবুর স্ত্রী চামেলি। একসময়ের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী। কিন্তু এখন খিটখিটে, শুচিবায়ুগ্রস্ত ও সন্দেহভাজন মানুষ। তাঁর দাপটে বাড়িতে মাছ-মাংস ঢোকে না।এছাড়াও বাড়িতে আছেন তিন আশ্রিত মানুষ। চামেলির দূর সম্পর্কের বোনপো ও বোনঝি নেংটি ও চিংড়ী। আর সন্তোষবাবুর সহকারী রবিবর্মা। এই চরিত্রে অভিনয় করছেন অঞ্জন দত্ত।আর একজন আছেন। গল্পে তিনি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছেন। তিনি জনপ্রিয় গায়িকা 'সুকুমারী'। প্রতি সপ্তাহে শনিবার সন্ধ্যের পর তাঁর বাসায় যান সন্তোষ সমাদ্দার। আর সোমবার সেই বাসা থেকেই এসে অফিস করেন। এই সুকুমারীর চরিত্রে অভিনয় করছেন গার্গী রায়চৌধুরি। বললেন, 'গল্পে আমার চরিত্রটা ছোট কিন্তু স্ক্রিপ্টটা পড়ে চমকে গিয়েছি। চমৎকার স্ক্রিপ্ট লিখেছেন অঞ্জন দত্ত। এই স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী সুকুমারী চরিত্রটা সিনেমায় বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আমার কাছে অঞ্জন দত্ত একজন দক্ষ পরিচালকের পাশাপাশি একজন দক্ষ চিত্রনাট্যকারও। আর চমকে গেছি সায়ন্তনকে দেখে।ত্যি বলছি। আশা করা যায় সায়ন্তনের পরিচালনায় ইন্টারেস্টিং ব্যোমকেশ উপহার পাবেন দর্শকরা।'গল্পে ব্যোমকেশের ভূমিকায় নতুন সংযুক্তি পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। জানালেন, 'এর আগেও ব্যোমকেশের চরিত্রে অভিনয় ও পরিচালনার প্রস্তাব এসেছে। কিন্তু তখন মনে হয়েছিল এতগুলো ব্যোমকেশের পর আবার একটা ব্যোমকেশ কেন? আসলে ব্যোমকেশ এখন জাতীয় নায়কের মর্যাদা পাচ্ছে। সুভাষচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমর্ত্য সেন আর তারপরেই ব্যোমকেশ বক্সি! তাই ব্যোমকেশের চাহিদাও বাড়ছে। তার প্রমাণ, এখনও পর্যন্ত যে ব্যোমকেশ ছবি, ওয়েব সিরিজ বা টেলি সিরিজ হয়েছে, সবগুলোই বেশ সফল। তাই ব্যোমকেশ চরিত্রে ঢুকে পড়া।' আর অজিতের ভূমিকায় এই ছবিতে আছেন রুদ্রনীল ঘোষ। জানালেন, 'এর আগে অঞ্জন দত্তর 'আদিম রিপু'তে একটা চরিত্রে অভিনয় করেছিলাম আমি। অঞ্জনদার বাকি ব্যোমকেশ ছবি গুলোও দেখেছি আমি। সব ছবিতেই ব্যোমকেশ আর অজিতকে অদ্ভুত সুন্দরভাবে মিলিয়েছেন তিনি। সত্যি বলতে কি, বাকি ব্যোমকেশ কাহিনিগুলোতে অজিতকে সেইভাবে পাচ্ছিলাম না। এবার আমি অজিতের ভূমিকায়। আশা করছি অজিত আর ব্যোমকেশের রসায়ন আবার দর্শককে একটা নতুন স্বাদ এনে দেবে।'গল্পে হঠাৎ মোড় আসবে সন্তোষ সমাদ্দারের বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া এক রহস্যময়ী সুন্দরী হেনা মল্লিককে নিয়ে। এই চরিত্রে অভিনয় করছেন আয়ুশী তালুকদার। হঠাৎ-ই বাড়ির ছাদ থেকে পড়ে মারা যায় হেনা। বাড়ির অবস্থা সামাল দিতে নেংটির অনুরোধে অকুস্থলে আগমন ব্যোমকেশ ও অজিতের। তারপর?

শুধুমাত্র রীতেশের শিল্পকলাকে সম্মান জানাই :টাইগার শ্রফ

মহানগর ওয়েবডেস্ক: নাচ এবং অ্যাকশনে তিনি কারও থেকে কম যান না। হৃত্বিক রোশনের পর নাচে তাঁর নামই দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসে। তবে এখন ''বাঘি ৩'' নিয়ে ব্যস্ত আছেন টাইগার শ্রফ। ছবিতে নিজের অ্যাকশন দৃশ্যের কোরিওগ্রাফ নিজেই করবেন বলে জানিয়েছেন অভিনেতা। শ্রদ্ধার সঙ্গে জুটি বাঁধতে চলেছেন তিনি। তবে এই ছবিতে শ্রদ্ধা এবং টাইগার ছাড়াও রয়েছেন অভিনেতা রীতেশ দেশমুখ। তবে তিনি কোন চরিত্রে অভিনয় করবেন সেই বিষয়ে স্পষ্ট কিছু জানা যায়নি। টাইগার বলেন, রীতেশ দেশমুখের সঙ্গে কাজ করা বেশ ভালো হবে। তিনি একজন ভালো অভিনেতা। তাঁর কাজকে আমি সম্মান জানাই। তাঁর মধ্যে যে প্রতিভা আছে তাতে তিনি নিজেকে প্রমাণ করেছেন।অভিনেতা বলেন, রীতেশের শিল্পকলাকে সত্যি কুর্ণিশ জানাতে হয়। তাঁর সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতাটা ভালো হবে বলে আমার বিশ্বাস। তাঁর থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। তাঁর কাজগুলো আমার দেখা হয়েছে এবং অনেক কিছু জানার এবং শেখার রয়েছে। খুব শীঘ্রই ছবির শ্যুটিং শুরু হবে বলে জানা গিয়েছে। রীতেশের পাশাপাশি টাইগার শ্রদ্ধা কাপুরের প্রশংসা করেছেন। ''বাঘি''-তে এদের জুটি প্রথম দেখা যায়। এরপরেই ''বাঘি২''-তে কাজ করার কথা ছিল শ্রদ্ধার। কিন্তু শ্রদ্ধার বদলে দেখা গিয়েছিল দিশা পাটানিকে শ্রদ্ধার বিষয়ে অভিনেতা জানান, আমি তাঁর বড় ভক্ত। শ্রদ্ধার সঙ্গে আগেও কাজ করেছি। দ্বিতীয়বার কাজ করতে চলেছি। শ্রদ্ধার মধ্যে এনার্জি রয়েছে এবং সে সবসময় নিজের বেস্ট দেওয়ার চেষ্টা করে। ''বাঘি ৩'' ২০২০-র ৬ মার্চ মুক্তি পাবে। পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন আহমেদ খান।

ঢেঁড়শ গাছের বিভিন্ন ধরনের রোগবালাই ও তার প্রতিকার সম্পর্কে

ঢেঁড়শ আমাদের দেশে একটি সবজি জাতীয় ফসল ঢেঁড়শ চাষ করে বর্তমানে আমাদের দেশের কৃষকরা অনেক লাভবান হচ্ছেন তবে ঢেঁড়শ চাষ করার ক্ষেত্রে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় ঢেঁড়শের ক্ষেতে বিভিন্ন ধরনের রোগ বালাইয়ের আক্রমণ হয়। ঢেঁড়শের কিছুরোগবালাই ও তার প্রতিকার ঃ

ঢেঁড়শ গাছের বিভিন্ন রোগের লক্ষণ ও বর্ণনা

১. উইল্ট রোগ: ক) ফিউসেরিয়াম ও ওক্সিস্পোরাম এফ ভেসিনফেকটাম নামক ছত্রাকের আক্রমণে এই রোগ হয়ে থাকে এই রোগ ঢেঁড়শ গাছের অনেক ক্ষতি করে থাকে। খ) এই রোগে আক্রান্ত গাছ হলদে ও বামনাকৃতির হয়ে যায়। এরপরে পাতাগুটিয়ে গাছ ঢলে পড়ে যায় এবং এরপরে গাছ মরে যায় গ) আক্রান্ত গাছের কাণ্ড অথবা শিকড় লম্বালম্বিভাবে চিরলে এক মধ্যকার রস সঞ্চালন নালীকে কালো মনে হয়। এইরোগের আক্রমণ বেশি হলে গাছের সম্পূর্ণ কাণ্ডই কালো হয়ে যায়।

২. গোড়া এবং কাণ্ড পচা রোগ : ক) ম্যাক্রোফোমিনা ফেসেওলিনা নামক ছত্রাকের আক্রমণের ফলে এই রোগের সৃষ্টি হয়। রোগাক্রান্ত গাছ উপড়ে ফেলার পর শিকড়গুলি বিভিন্ন অবস্থায় দেখা যায় খ) এই রোগে আক্রমণের ফলে মাটির সংলগ্ন গাছের গোড়া নরম হয়ে পচে যায় ।আক্রান্ত শিকড়ে এবং কাণ্ডে কালো কালো বিন্দুর মতো পিকনিডিয়া হয় গ) রোগ বিকাশের অনুকূল অবস্থায় ২-৩ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ গাছ শুকিয়ে যায়।

৩. শিরা স্বচ্ছতা রোগ ঃ ক) একপ্রকার ভাইরাসের আক্রমণের ফলে এই রোগ হয়ে তাকে। এই রোগে আক্রান্ত গাছের পাতার শিরাগুলি স্বচ্ছ হয়ে যায় খ) যদি রোগের প্রকোপ বেশি হয়তাহলে গাছের কচি পাতাগুলি হলুদ বর্ণ ধারণ করে এবং পাতাছোট হয় এবং গাছ খর্বাকৃতি হয়ে যায় গ) ক্ষেতের যে কোন বয়সের গাছের এই রোগ হতে পারে এই রোগের ফলে গাছ ফুল কম হয় এবং ফল ছোট ও শক্ত হয়ে যায়।

৪. পাতায় দাগ ধরা রোগ : ক) অল্টারনেরিয়া হাইবিসেসিনামনামক ছত্রাক পাতায় বিভিন্ন আয়তনের গোলাকার বাদামী ও চক্রকার দাগ সৃস্টি করে। খ) সারকোসপোরাএবেলমোসছি এই ছত্রাক পাতার নিম্নদিকে কালো গুঁড়ার আস্তরণসৃস্টি করে। এই রোগের আক্রমণ বেশি হলেপাতা মুড়িয়ে মাটিতেঢলে পড়ে। গ) ফিল্লোসটিকটা হিবিসছিনি বড় বড় দাগ উৎপন্ন করে।এর মধ্যে বড় বড় স্পোর হয়।

ঢেঁড়শ গাছের বিভিন্ন রোগের প্রতিকার সম্পর্কে

১) উইল্ট রোগ: ক) এই রোগ দমনে তেমন কোন সুনির্দিস্ট পন্থা নেই। খ) রোগপ্রতিরোধী জাতের গাছ লাগিয়ে এই রোগ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টাকরা হয়।

২) গোড়া এবং কাণ্ড পচা রোগ ঃ ক) এই রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য মরশুমের শেষে ক্ষেতেরগাছ শিকড় সমেত উঠিয়ে গর্তে পুঁতে অথবা আগুনেপুড়িয়ে নষ্ট করতে হবে খ) জমিতে বীজ বপন করার পূর্বে বীজ ছত্রাকনাশক দ্বারা শোধন করেনিতে হবে। ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসের মধ্যে বীজ লাগালে রোগ কম হয়।

৩) শিরা স্বচ্ছতা রোগঃক) এই রোগনিয়ন্ত্রণের জন্য মাঝে মাঝে পোকা মারা কীটনাশক ছিটিয়ে দিতে হবে। তাহলে পোকা দমন হবে। খ) রোগপ্রতিরোধী জাতের গাছলাগিয়ে এই রোগ নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

৪) পাতায় দাগ ধরা রোগ: ক) এই সকল রোগ দমনের বিশেষ কোন ব্যবস্থা করা হয় না। খ) ম্যানের জায়নের ক্যাপটান, ডায়থেন, রোভরাল ইত্যাদি ছত্রাকনাশক ছিটিয়ে এই রোগ দমন করা যায়।

সারা আলি খান এবং কার্তিক আরিয়ানের সম্পর্ক নিয়ে নতুন তথ্য !

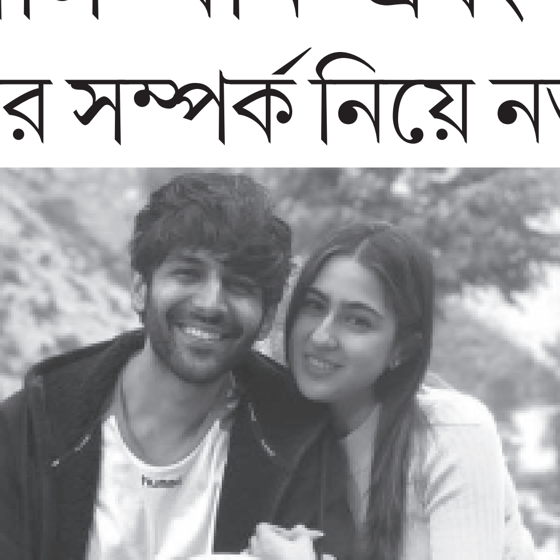

মুম্বই : ''কফি উইথ করণ'' শো থেকেই কার্তিক আরিয়ানের প্রতি একটি ''ক্রাশ'' অনুভব করেছিলেন সারা আলি খান। সে কথা ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে সর্ব সমক্ষে স্বীকার করেছেন নায়িকা। শুধু তাই নয় ইমতিয়াজ আলির পরবর্তী ছবিতে দু''জনে এক সঙ্গে কাজও করেছেন। সেই ছবি শুটিং-এর সময়ের বেশ কিছু মুহূর্তও ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করেছেন সারা আলি খান।জানেন কি, সেই ছবিতে কমেন্ট করেছেন কে? ''সিম্বা''র নায়ক রণবীর সিং। তিনিই নাকি কার্তিকের সঙ্গে সারার প্রথম দেখা করিয়ে দিয়েছিলেন। সে কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন সারাকে। সঙ্গে লিখেছেন ''কিউট''। বলে রাখা ভালো শেয়ার হওয়া মাত্রই এই ছবিগুলি নেট দুনিয়ায় ছেয়ে গিয়েছে। প্রায় আড়াই কোটির কাছাকাছি লাইক পেয়েছে।সারার শেয়ার করা একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে কার্তিক-সারা একে অপরকে জড়িয়ে ধরে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে আছেন। এই ছবির ক্যাপশন লিখেছেন সারা। লিখেছেন, ৬৬ দিন আর কোটি কোটি স্মৃতি। তিনি প্রযোজক ইমতেয়াজ আলিকে তাঁর স্বপ্ন সত্যি করার জন্য ধন্যবাদও জানিয়েছেন। ধৈর্য্যে ধরে প্রত্যেক দিন তাঁকে শিখিয়ে নেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতাও জানিয়েছেন। জানিয়েছেন, কাজের ওই দিনগুলিতে খুব আনন্দ করেছেন। এখন তার অভাব অনুভব করছেন।যাইহোক, এখানেই শেষ নয়। তিনি আরও কিছু লিখেছেন। তবে তা কার্তিকের সম্বন্ধে। মুহূর্তের মধ্যে খুব সহজ ভাবে মিশে যাওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন কার্তিককে। তিনি যে কার্তিককে ''মিস'' করছেন সে কথাও লিখতে ভোলেননি। লিখেছেন, তিনি এত বেশি বার ''মিস'' করছেন যে তা তাঁদের বলা এবং জানার বাইরে।রণবীরের কমেন্টের প্রেক্ষিতে কার্তিক মন্তব্য করেছেন, ''আপনি জানেন না কত বার আমি আপনার লেখা সেই লাইনগুলি পড়েছিলাম''।সারা একাই নয়। কার্তিক শুটিং-এর একাধিক ছবি শেয়ার করেছেন ইনস্টাগ্রামে।

বুধবার সিপিআই(এম) পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কমিটি রাজধানীতে এক র‍্যালির আয়োজন করে। ছবি- নিজস্ব।

গাছ না বাঁচলে এই ব্রহ্মাণ্ডও থাকবে না, বন মহোৎসবের স্লোগান করিমগঞ্জে

করিমগঞ্জ (অসম), ৩ জুলাই (হি.স.) : ৭০-তম বনমহোৎসব উপলক্ষে করিমগঞ্জ জেলার একমাত্র সরকারি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় নিলামবাজার গুণময়ী গার্লস হাইস্কুলে। বনমহোৎসবের অঙ্গ হিসেবে বৃক্ষ রোপণ, সচেতনতা সভা, গাচের চারা বিতরণ কোনও কিছুই বাদ যায়নি। স্কুল চত্বরেই বৃক্ষ রোপণ করেছেন অতিরিক্ত জেলাশাসক রঞ্জিতকুমার লস্কর, ডিএফও এনএন ডেকা, জেলা তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক সাজ্জাদুল হক চৌধুরী, বিজেপি নেত্রী শিপ্রা গুণ-সহ বিশিষ্টজনেরা।

শুধু গাছ লাগিয়েই দায়িত্ব শেষ মনে করলে চলবে না, গাছের চারাকে যত্ন সহকারে বড় করে তোলার দায়িত্বও নিতে হবে। সুস্থ পরিবেশে শ্বাস নিতে হলে সবুজ বনাঞ্চলের প্রয়োজন। প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্যা রক্ষা করতে গাছের প্রয়োজন অপরিসীম। কারণ গাছ না বাঁচলে এই ব্রহ্মাণ্ডও থাকবে না। বন মহোৎসবে উপস্থিত অতিথি-সহ স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের বৃক্ষ রোপণে উৎসাহ জোগাতে এই কথাগুলি বলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক রঞ্জিতকুমার লস্কর। বিজেপি নেত্রী শিপ্রা গুণ পরিবেশ রক্ষায় ছাত্রসমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। নিয়ম করে প্রতি মাসে একটি করে গাছের চারা রোপণের জন্যষ স্কুলের ছাত্রীদের প্রতি আহ্বান জানান শিপ্রা। ৭০-তম বন মহোৎসব সপ্তাহে এবার করিমগঞ্জ জেলায় দশ লক্ষ গাছের চারা রোপণের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে বলে জানান জেলা বন আধিকারিক এনএন ডেকা। তিনি জানান, ১ জুলাই থেকে ৭০-তম বন মহোৎসবের সূচনা হয়েছে। ৭ জুলাই পর্যন্ত সপ্তাহব্যা পী এই বন মহোৎসব দেশব্যাপী চলবে। বুধবার পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী ঠাঁসা কার্যসূচির মধ্য দিয়ে করিমগঞ্জ জেলা বনবিভাগের ব্যবসাপনায় নিলামবাজার গুণময়ী গার্লস হাইস্কুলে জেলার একমাত্র বন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকাল এগারোটায় স্কুলের সঙ্গীত শিক্ষিকা রীণা দাস ও মায়া দেবরায়ের উপসাপনায় এবং জেলা সদর বিট অফিসার দীপক গোস্বামীর প্রযোজনায় উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যামে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। উদ্বোধনী সঙ্গীতের তালে নজরকাড়া নৃত্য পরিবেশন করে গুণময়ী গার্লস হাইস্কুলের ছাত্রীরা।

আজকের অনুষ্ঠানের মূলপর্বের শুরুতেই স্বাগত বক্তব্যের পাশাপাশি বন মহোৎসবের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন জেলা সদর ডিএফও (টি) এনএন ডেকা। ক্রমান্বয়ে বন মহোৎসবের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে বক্তব্য পেশ করেন অতিরিক্ত জেলাশাসক রঞ্জিতকুমার লস্কর, বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি বিজেপি নেত্রী শিপ্রা গুণ, বিধায়ক আজিজ খানের প্রতিনিধি টুনু খান, গুণময়ী গার্লস হাইস্কুলের প্রধানশিক্ষক সঞ্জীবকুমার মহন্ত, সহকারী প্রধানশিক্ষক সমীরণ সেন, স্কুল পরিচালন সমিতির সহ-সভাপতি জয়ন্ত দাস, জেলা তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক সাজ্জাদুল হক চৌধুরী প্রমুখ। আলোচনা পর্বের শেষপ্রান্তে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য পেশ করেন জেলা সদর ডিএফও (সোশাল ফরেস্ট্রি) জে আলি।অনুষ্টানের শেষপর্বে স্কুল চত্বরে আমন্ত্রিত অতিথিদের সঙ্গে নিয়ে বৃক্ষ রোপণ ও স্কুলের পড়ুয়াদের মধ্যে বৃক্ষ চারা বিতরন করা হয়।

তৃণমূলের শহিদ দিবসের পালটা এবার পথে নামছে বিজেপিও

কলকাতা, ৩ জুলাই (হি.স.) : প্রতি বছর ২১ জুলাই তৃণমূলের শহিদ দিবসের পালটা এবার পথে নামছে বিজেপিও। কলকাতাতেই হবে সেই অনুষ্ঠান। তবে ওইদিনই নয়, সম্ভবত আগস্টে দলের সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহর কলকাতা সফর চলাকালীন পালিত হবে শহিদ দিবস। সাম্প্রতিক সময়ে তৃণমূলের হামলায় নিহত বিজেপি কর্মী, সমর্থকদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানাতেই বিজেপির এই পরিকল্পনা বলে সূত্রের খবর। সেই অনুষ্ঠানে ওইসব শহিদ পরিবাগুলিকেও আমন্ত্রণ করা হবে।

প্রতিবছরের মত ২১ জুলাই শহিদ সভা করতে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার পাল্টা এবার সভা করতে চলেছে বিজেপি। বুধবার রাজ্য বিজেপি দফতরে দলের কেন্দ্রীয় নেতা মুকুল রায় জানালেন, শাসক দলের হাতে নিহত কর্মী স্মরণে সভা করবে রাজ্য বিজেপি। ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই রাইটার্স বিল্ডিং অভিযানের ডাক দিয়েছিলেন ততালীন কংগ্রেসের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই অভিযানে গুলি চালিয়েছিল বাম সরকারের পুলিশ। মারা গিয়েছিলেন ১৩ জন। তারপর থেকে প্রতিবছর ২১ জুলাইয়ে শহিদ স্মরণে সভা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার তার পাল্টা সভা করার পরিকল্পনা করেছে গেরুয়া শিবির। এদিন মুকুল রায় ঘোষণা করেছেন, তৃণমূলের হাতে নিহত বিজেপি কর্মীদের স্মরণে সভা করা হবে। তাঁর দাবি, ২১ জুলাই তৃণমূলের সমাবেশের তুলনায় অন্তত তিনগুণ জনসমাগম হবে বিজেপির শহিদ দিবসে। ওই সভায় অমিত শাহ থাকতে পারেন। তবে সভার দিনক্ষণ ও স্থান এখনও চূড়ান্ত হয়নি বলে খবর।

চলতি বছর ২১ জুলাই ব্যালট ফিরিয়ে আনার দাবিতে সভা করবেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে তৃণমূলের প্রচার। তৃণমূলের পাল্টা সভা করে শাসক দলকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে চাইছে গেরুয়া ব্রিগেড। লোকসভা ভোটে রাজ্যে ১৮টি আসন পাওয়ার পর থেকে উদীপ্ত বিজেপি। ফলে আগামীদিনে বাংলায় জোড়া শহিদ সভার রেষারেষি দেখতে চলেছেন রাজ্যবাসী।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করেছেন মুকুল রায়।

আইবি'র একটি সার্কুলার দেখিয়ে তিনি অভিযোগ করেন, বিজেপির একাধিক নেতা, সাংসদের বিরুদ্ধে নতুন করে মামলা সাজানোর পরিকল্পনা করা হচ্ছে। লকেট চট্টোপাধ্যায়, রূপা গঙ্গোপাধ্যায়, জয়প্রকাশ মজুমদার, কৈলাস বিজয়বর্গীয়, শমীক ভট্টাচার্য, অর্জুন সিং-সহ একাধিক নেতার গতিবিধি নিয়ে সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ সুপারদের উদ্দেশে নির্দেশ জারি করেছে গোয়েন্দা দফতর । যেখানে এই নেতাদের বক্তব্যের ভিডিও ক্লিপিংস সংগ্রহে রাখার কথা বলা হয়েছে। এই তথ্য পেশ করে মুকুল রায় আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, এই সব নেতানেত্রীদের বিরুদ্ধে নতুন করে মামলা সাজানোর ষড়যন্ত্র করছে রাজ্য পুলিশ। এনিয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভও উগরে দিয়েছেন তিনি।

এদিন মুকুল রায় আর অভিযোগ করেন, বনগাঁ পুরসভায় বিজেপির সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও বোর্ড গঠন করতে দেওয়া হচ্ছে না। এদিন তাঁর উপস্থিতিতে পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের প্রাক্তন আপ্তসহায়ক অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কলকাতা পুরসভার ৭৪ এবং ৮২ নং ওয়ার্ড থেকে ২০০ জন বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন।

মেঘালয়ের গ্যানল নদীতে নিখোঁজ বিএসএফ জওয়ানের মৃতদেহ উদ্ধার

দক্ষিণ শালমারা (অসম), ৩ জুলাই (হি.স.) : প্রতিবেশী রাজ্য মেঘালয়ের পশ্চিম গারোপাহাড় জেলার তুরা থানা এলাকার দোবাসিপাড়ায় গ্যানল নদীতে তিনদিন আগে তলিয়ে যাওয়া বিএসএফ-এর জনৈক জওয়ানের পচাগলা মৃতদেহ বুধবার উদ্ধার হয়েছে।

গত ৩০ জুন ৫৫ নম্বর বিএসএফ ব্যাটালিয়নের এক দল তুরা থেকে প্রায় সাত কিলোমিটার দূরে দোবাসিপাড়া পাহাড়ি গ্যানল নদীর পারে পিকনিকে গিয়েছিল। পাহাড়ের ঝরনার জলে স্নান করতে নেমেছিলেন ধরমবীর নামের জওয়ান। একসময় তিনি ঝরনার জল থেকে সৃষ্ট ছোট পাহাড়ি নদীতে গিয়ে হারিয়ে যান। তাঁর অন্য সঙ্গীরা প্রথমে ধারণা করেছিলেন, তিনি সাঁতার কাটছেন। বিকেল প্রায় পাঁচটা বেজে গেছে, দীর্ঘক্ষণের মধ্যে তিনি ফিরে না আসায় ব্যাপক উদ্বেগের সৃষ্টি হয় জওয়ানদের মধ্যে।

বিএসএফ জওয়ানরা নিজেরাই জলে ধরমবীরের সন্ধানে নামেন। পাশাপাশি খবর দেওয়া হয় তুরা থানায়। থানা থেকে এসডিআরএফ এবং বিএসএফ-এর দল তাঁর সন্ধানে অভিযান চালানো শুরু করে। অবশেষে তিনদিনের মাথায় আজ সকাল দশটা নাগাদ ঘটনাস্থল থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে ধরমবীরের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে জানা গেছে।

বিধানসভায় দাঁড়িয়ে জল সংরক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব ফিরহাদের

কলকাতা, ৩ জুলাই (হি.স.) : চেন্নাইয়ে জলসঙ্কট দেখার পর আমাদের আরও সতর্ক হতে হবে। বুধবার রাজ্য বিধানসভা অধিবেশনে এ রকম সতর্কতা দিলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। পুর ও নগরোন্নয়ন বিষয়ক বাজেট আলোচনায় এ দিন ফিরহাদ হাকিম বলেন, ১০২টি জলাশয় আমরা সাজিয়েছি। বাম আমলে রাজ্যে জলপ্রকল্প ছিল সাতটি। এখন হয়েছে ১১৩। তবে, চেন্নাইয়ের ঘটনা আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর জল ধরো জল ভরো প্রকল্প আমরা শহরেও রূপায়িত করতে চাই।

প্রাক্তন পুরমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য এ দিন অধিবেশনে অভিযোগ করেন, নির্বিচিত পুর-প্রধানদের ওপর প্রশাসক বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এতে সমান্তরাল একটা প্রশাসন তৈরি হচ্ছে। এর জবাবে ফিরহাদ হাকিম বলেন, কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এটা হচ্ছে না। প্রশাসকের কাজ আলাদা। জনপ্রতিনিধির কাজ নীতি নির্ধারণ। জনপ্রতিনিধি কেন চেক সই করবে? ৭০টি পুরসভায় এ কারণে অর্থ অফিসার (এফও) নিয়োগ হয়েছে। শীঘ্রই আরও ১০ টি পুরসভায় এই নিয়োগ হবে। ডব্লুবিসিএস অফিসার পর্যাপ্ত না থাকায়

ছয়ের পাতায়

গুয়াহাটিতে মধ্যরাতে ঘরে ঢুকে মা-মেয়েকে ছুরিকাঘাত, হত এক, আটক দুই কিশোরী-সহ চার মহিলা

গুয়াহাটি, ৩ জুলাই (হি.স.) : বসতঘরে ঢুকে মা ও মেয়েকে ছুরিকাঘাত করে প্রাণঘাতী হামলা চালিয়েছে চার মহিলা ঘাতক। ঘটনা মঙ্গলবার রাতে গুয়াহাটি মহানগরের পাঞ্জাবাড়ির গণেশমন্দির সংলগ্ন এলাকায় সংঘটিত হয়েছে। চুরিকাহত দুই মহিলাকে সঙ্গে সঙ্গে দিশপুর জিএনআরসি হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়। কিন্তু প্রায় ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আঘাতপ্রাপ্ত মা উর্বশী কৈবর্তের জীবনাবসান ঘটেছে। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন মেয়ে থাপনা কৈবর্ত। ইতিমধ্যে মৃত্যুর আগে প্রদত্ত জবানবন্দির ভিত্তিতে দুই মহিলাকে আটক করেছে সাতগাঁও পুলিশ। পরবর্তীতে ধৃতদের কাছে প্রাপ্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে আরও দুই মহিলাকে আটক করা হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে দুই কিশোরীও রয়েছে। ঘটনার সঙ্গে আরও কয়েকজন জড়িত বলে ধারণা করছেন তাঁরা, জানিয়েছেন পুলিশ কমিশনার দীপক কুমার। পুলিশ কমিশনার বুধবার তাঁর দফতরে বসে হিন্দুস্থান সমাচার-কে জানান, গতকাল রাত প্রায় ৯:৩০টা নাগাদ দুর্বৃত্তের এক দল উর্বশী দেবীর বসতঘরে ঢুকে আচমকা উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত করে মা ও মেয়ে থাপনাকে। প্রতিবেশীরা তাঁদের আর্ত চিৎকারে ছুটে এসে রক্তাক্ত দুজনকে নিয়ে যান দিশপুর জিএনআরসিতে। কিন্তু প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যে হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন মা উর্বশী কৈবর্ত। তাঁর মেয়ে থাপনার শারীরিক অবস্থা অতি সংকটজনক বলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের উদ্ধৃতি দিয়ে জানান দীপক কুমার।

তিনি জানান, ঘটনা সংক্রান্ত এক মামলা নিয়েছে সাতগাঁও পুলিশ। গৃহিণী তথা নিহত উর্বশী কৈবর্ত মৃত্যুর আগে প্রতিবেশীদের কাছে যে জবানবন্দি দিয়েছেন সে অনুযায়ী প্রথমে দুই অভিযুক্তকে আটক করা হয়েছে। উর্বশী দেবী একটি পানের দোকান চালান। বছর কয়েক আগে তাঁর স্বামী প্রয়াত হয়েছেন। এর পর মেয়েকে নিয়ে তাঁর সংসার চালাতে স্বামীর ব্যবসায় লেগে যান তিনি। ইত্যবসরে কে বা কারা তাঁর কাছে দশ লক্ষ টাকা দাবি করছিল। দাবির টাকা না দেওয়ায় এভাবে তাঁর ওপর প্রাণঘাতী হামলা চালানো হয়েছে। পুলিশ কমিশনার জানান, এর আগে শোনা গিয়েছিল, তিনি কারোর কাছ থেকে দশ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। ঋণের টাকা পরিশোধ না করায় তাকে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে। এদিকে এ ঘটনার সঙ্গে এবার প্রেমঘটিত এক কাহিনির তথ্য আসছে বলেও জানান তিনি। তবে কোন তথ্য সঠিক তা তদন্ত সাপেক্ষ, মনে করেন পুলিশের পদস্থ আধিকারিকটি।

পুলিশ কমিশনার জানান, গতকাল রাতে উর্বশী কৈবর্ত ও তাঁর মেয়ের ওপর হামলাকারী একাধিক ছিল। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। এ ঘটনার সঙ্গে দুই পরিবারের মা ও মেয়েও জড়িত আছে। তবে আসলে কী কারণে এই লোমহর্ষক খুনের ঘটনা সংগঠিত করা হয়েছে তা এখনও তাঁদের কাছে অস্পষ্ট। শীঘ্র এর জট ঘুলবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন পুলিশ কমিশনার দীপক কুমার। ধৃত দুই মহিলাকে প্রণতি দাস ও সাবিত্রী রায় বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। অন্য দুজন নাবালিকা।

আম্বাতি রায়ডুর অবসর প্রসঙ্গে নির্বাচক কমিটিকেই কাঠগড়ায় তুললেন বিজেপি সাংসদ তথা প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার গৌতম গম্ভীর

নয়াদিল্লি, ৩ জুলাই (হি.স.) : ভারতীয় ক্রিকেটার আম্বাতি রায়ডুর অবসর প্রসঙ্গে এমএসকে প্রসাদ নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কমিটিকেই কাঠগড়ায় তুললেন বিজেপি সাংসদ তথা প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার গৌতম গম্ভীর। এখানেই তিনি থেমে না থেকে ভারতীয় ক্রিকেটে দুঃখের দিন বলে এমনই মন্তব্য করলেন ক্ষুব্ধ গম্ভীর। কড়া ভাষায় বোর্ডের নির্বাচক কমিটিকে আক্রমণ করে প্রাক্তন এই বাঁ-হাতি ব্যাটসম্যান জানান, 'বিশ্বকাপের দল গঠনে নির্বাচকদের সিদ্ধান্তে আমি হতাশ। রায়ডুর অবসর গ্রহণের কারন ওরাই। ওদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে ত্রুটিই রায়ডুর অবসর গ্রহণের জন্য দায়ী।' উল্লেখ্য, বিশ্বকাপের মঞ্চে চার নম্বর ব্যাটসম্যান হিসেবে প্রাথমিকভাবে রায়ডুকেই ভেবেছিল টিম ম্যানেজমেন্ট। কিন্তু বিশ্বকাপের আগে ঘরের মাটিতে অস্ট্রেলিয়া সিরিজে হঠাতই তাল কাটে রায়ডুর পারফরম্যান্সে। রায়ডুর পরিবর্তে থ্রি-ডায়মেনশন ক্রিকেটার হিসেবে বিশ্বকাপগামী ১৫ জনের স্কোয়াডে সুযোগ মেলে অল-রাউন্ডার বিজয় শংকরের।

পরবর্তীতে আম্বাতি রায়ডু ও ঋষভ পন্তকে 'স্ট্যান্ডবাই' হিসেবে ঘোষণা করে বোর্ড। এরপর বিশ্বকাপ চলাকালীন আঙুলের চোটে শিখর ধাওয়ান ছিটকে গেলে পরিবর্ত হিসেবে দলে যোগ দেন ঋষভ পন্ত। ধাওয়ানের পর বিজয় শংকরও চোট পেয়ে ছিটকে যাওয়ায় অবশিষ্ট স্ট্যান্ডবাই হিসেবে আম্বাতি রায়ডুর দলে যোগদানের সম্ভাবনা প্রবল হলেও এবারেও হতাশ হন তিনি। শংকরের পরিবর্ত হিসেবে ডাকা হয় একটিও ওয়ান ডে খেলার অভিজ্ঞতা না থাকা মায়াঙ্ক আগরওয়ালকে।

হতাশা গোপন করতে পারেননি রায়ডু। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াস্বরূপ বুধবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করলেন রায়ডু। আর দক্ষিণী ব্যাটসম্যানের অবসর ঘোষণার পরই ক্ষোভ উগড়ে দিলেন গৌতম গম্ভীর। তিনি জানালেন, নির্বাচক কমিটিতে থাকা ৫ জন নির্বাচকের সম্মিলিত রানের চেয়ে রায়ডুর কেরিয়ারের রান বেশি। অবসরের কারণ হিসেবে রায়ডু কোনও নির্দিষ্ট বিষয় উল্লেখ না করলেও সরাসরি নির্বাচকদেরই কাঠগড়ায় তুললেন ২০১১ বিশ্বজয়ী দলের অন্যতম সদস্য গম্ভীর।একইসঙ্গে রায়ডুর অবসর ঘোষণাকে দুঃখজনক আখ্যা দিয়ে গম্ভীর জানান, 'আইপিএল ও দেশে হয়ে এত ভাল পারফরম্যান্স। আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে ৩টি শতরান ও ১০টি অর্ধশতরানের পরেও যদি কাউকে এভাবে অবসর গ্রহণ করতে হয়, তাহলে তা দেশের ক্রিকেটের পক্ষে দুঃখজনক।'

সুতারকান্দি জমি কেলেঙ্কারি : পুলিশের ডাকে গরহাজির করিমগঞ্জের তৎকালীন ডিসি ও এডিসির

করিমগঞ্জ (অসম), ৩ জুলাই (হি.স.) : সুতারকান্দির বহুচর্চিত জমি কেলেঙ্কারি মামলায় পুলিশের ডাকে হাজির হলেন না করিমগঞ্জের তৎকালীন জেলাশাসক প্রদীপকুমার তালুকদার এবং অতিরিক্ত জেলাশাসক (তৎকালীন) নবারুণ ভট্টাচার্য। বুধবারের মধ্যে করিমগঞ্জ সদর থানায় হাজির হওয়ার জন্য ভারতীয় বিচারবিধির ৪১ নম্বর ধারা অনুযায়ী পুলিশ তাঁদের বিরুদ্ধে সমন জারি করেছিল। সমনে উল্লেখ করা হয়েছিল, তিন দিনের মধ্যে তাদের হাজির হতে হবে।

পুলিশ প্রশাসনের জারিকৃত সমনের সময়সীমার ভিতরে জেলার প্রাক্তন দুই আমলা আশ্চর্যজনকভাবে পুলিশের সামনে হাজিরা দেননি। এ-নিয়ে মামলার তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিকরা এবার পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে এক বিশেষ সূত্রের খবরে জানা গেছে। তবে পুলিশের পক্ষ থেকে প্রেরিত নোটিশ প্রাক্তন ডিসি এবং এডিসির কাছে যথাযথভাবে পৌঁছেছে কি না এ-বিষয়েও মামলার তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিকরা সন্দিহান।

জেলার তদানীন্তন জেলাশাসক (ডিসি) প্রদীপকুমার তালুকদার বর্তমানে গুয়াহাটির দিশপুর সচিবালয়ে সচিব পদমর্যাদায় কর্মরত। অতিরিক্ত জেলাশাসক (এডিসি) নবারুণ ভট্টাচার্য বর্তমানে কাছাড়ের ডিডিসি। তবে পুলিশের সমন পেয়ে তাঁরা যদি ইচ্ছাকৃতভাবে গরহাজির থাকেন তা-হলে নিঃসন্দেহে এই দুই আমলার বিরুদ্ধে পুলিশ গ্রেফতারের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, দাবি বিশেষ সূত্রে।

সুতারকান্দির ভূমি তথা কয়লা মাফিয়া আব্দুল আহাদ চৌধুরীর পাতা ফাঁদে পা দিয়ে এখন বহু সরকারি আধিকারিকের রাতের ঘুম উবে গিয়েছে। পুলিশের জালে একে একে এবার সবাই আটকা পড়তে চলেছে। সঠিক পুলিশি তদন্তে সংগঠিত বহু কোটি টাকার এই জমি কেলেঙ্কারি মামলার জল বহু দূর গড়াতে শুরু করেছে। মামলার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তে নেমে মঙ্গলবার সুতারকান্দি ল্যান্ডপোর্টের যাবতীয় নথি পুলিশের হাতে সমঝে দেওয়ার জন্য করিমগঞ্জের বর্তমান জেলাশাসকের কাছে ভারতীয় বিচারবিধির ৯১ নম্বর ধারায় একটি নোটিশ পাঠিয়েছে। এবার পুলিশ প্রাক্তন ডিসি এবং এডিসি-র বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে জেলার মানুষ দেখতে উদ্গ্রীব।

অনুশীলনের সময় আচমকা অসুস্থ হয়ে মারা গেলেন বক্সার জ্যোতি প্রধান, শুরু তদন্ত

কলকাতা, ৩ জুলাই (হি.স.) : ক্লাবে বক্সিং অনুশীলনের সময় আচমকা অসুস্থ বক্সার ঊ তাড়াতাড়ি তাঁকে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেই চিকিৎসা শুরুর আগে মৃত্যুর কোলে ঢলে পরেন তিনি ঊ বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে ভবানীপুর বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনে ঊ মৃত ওই বক্সারের নাম জ্যোতি প্রধান (২২)।ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে জ্যোতির দেহ। আচমকা কেন এমনটা হল তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জানা গিয়েছে, ভবানীপুর বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনে বেশ অনেকদিন ধরেই প্র্যাকটিস করতেন খিদিরপুরের বাসিন্দা জ্যোতি প্রধান (২২)। অন্যান্য দিনের মতোই বুধবারও গিয়েছিলেন প্র্যাকটিসে। ক্লাবের মুখপাত্র জানিয়েছেন, এ দিন স্বাভাবিক ভাবেই বক্সিং রিংয়ে প্র্যাকটিস করেছেন জ্যোতি। তারপর নেমে এসে নীচে থাকা একটি পাঞ্চিং ব্যাগেও বেশ খানিকক্ষণ কসরত চালান। তারপর ক্লান্ত হয়ে যাওয়ায় রিংয়ের সাইডে বসেই হাঁটুতে মাথা রেখে একটু জিরিয়ে নিচ্ছিলেন জ্যোতি। ওই মুখপাত্রের কথায়, "আচমকাই দেখি ও অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। তড়িঘড়ি ওকে নিয়ে ছুটি এসএসকেএম হাসপাতালে।"

চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, হাসপাতালে আনার পরেও বেঁচে ছিল জ্যোতি। ইমার্জেন্সি বিভাগে ভর্তিও করা হয় তাঁকে। কিন্তু ট্রিটমেন্ট শুরুর আগেই হার্ট অ্যাটাক হয় তরুণীর। চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন জ্যোতি প্রধানকে। মূলত ভবানীপুরের এই বক্সিং ক্লাব অনেকদিনের পুরনো। রাজ্যের মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের ছেলে সায়নদেব চট্টোপাধ্যায়ের ক্লাব বলেই স্থানীয় লোকেদের কাছে পরিচিত এই ক্লাব। সায়নদেববাবু জানিয়েছেন, বুধবার এমন একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে।

ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে জ্যোতির দেহ। আচমকা কেন তিনি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন তা জানতে শুরু হয়েছে তদন্ত। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতার পরিবারের

ছয়ের পাতায়

অনন্তনাগে দুই যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য, তদন্তে পুলিশ

শ্রীনগর, ৩ জুলাই (হি.স.) : রহস্যজনক অবস্থায় দুই যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল দক্ষিণ কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার শেরবাগ এলাকায়।

বুধবার সকালে শেরবাগে কবরখানার পাশ থেকে মৃতদেহ দুইটি দেখতে পায় স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে মৃতদেহগুলিকে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যায়। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান অতিরিক্ত মাদকাসক্তি থেকেই এমন ঘটনা ঘটেছে। আসল কারণটা ময়নাতদন্তের পরই জানা যাবে। এর পেছনে অন্য কেউ জড়িত কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মনে করা হচ্ছে নিহতদের মধ্যে একজন কিশত্বরের বাসিন্দা। যদিও নিহতদের পরিচয় এখনও জানা যায়নি। উল্লেখ করা যেতে পারে মাদক পাচার সম্প্রতি বেড়ে গিয়েছে গোটা কাশ্মীরে।

সুতারকান্দি জমি কেলেঙ্কারি : পুলিশের ডাকে গরহাজির করিমগঞ্জের তৎকালীন ডিসি ও এডিসির

করিমগঞ্জ (অসম), ৩ জুলাই (হি.স.) : সুতারকান্দির বহুচর্চিত জমি কেলেঙ্কারি মামলায় পুলিশের ডাকে হাজির হলেন না করিমগঞ্জের তৎকালীন জেলাশাসক প্রদীপকুমার তালুকদার এবং অতিরিক্ত জেলাশাসক (তৎকালীন) নবারুণ ভট্টাচার্য। বুধবারের মধ্যে করিমগঞ্জ সদর থানায় হাজির হওয়ার জন্য ভারতীয় বিচারবিধির ৪১ নম্বর ধারা অনুযায়ী পুলিশ তাঁদের বিরুদ্ধে সমন জারি করেছিল। সমনে উল্লেখ করা হয়েছিল, তিন দিনের মধ্যে তাদের হাজির হতে হবে।

পুলিশ প্রশাসনের জারিকৃত সমনের সময়সীমার ভিতরে জেলার প্রাক্তন দুই আমলা আশ্চর্যজনকভাবে পুলিশের সামনে হাজিরা দেননি।

এ-নিয়ে মামলার তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিকরা এবার পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে এক বিশেষ সূত্রের খবরে জানা গেছে। তবে পুলিশের পক্ষ থেকে প্রেরিত নোটিশ প্রাক্তন ডিসি এবং এডিসির কাছে যথাযথভাবে পৌঁছেছে কি না এ-বিষয়েও মামলার তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিকরা সন্দিহান।

জেলার তদানীন্তন জেলাশাসক (ডিসি) প্রদীপকুমার তালুকদার বর্তমানে গুয়াহাটির দিশপুর সচিবালয়ে সচিব পদমর্যাদায় কর্মরত। অতিরিক্ত জেলাশাসক (এডিসি) নবারুণ ভট্টাচার্য বর্তমানে কাছাড়ের ডিডিসি। তবে পুলিশের সমন পেয়ে তাঁরা যদি ইচ্ছাকৃতভাবে গরহাজির থাকেন তা-হলে নিঃ সন্দেহে এই দুই আমলার বিরুদ্ধে পুলিশ গ্রেফতারের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, দাবি বিশেষ সূত্রে।

সুতারকান্দির ভূমি তথা কয়লা মাফিয়া আব্দুল আহাদ চৌধুরীর পাতা ফাঁদে পা দিয়ে এখন বহু সরকারি আধিকারিকের রাতের ঘুম উবে গিয়েছে। পুলিশের জালে একে একে এবার সবাই আটকা পড়তে চলেছে। সঠিক পুলিশি তদন্তে সংগঠিত বহু কোটি টাকার এই জমি কেলেঙ্কারি মামলার জল বহু দূর গড়াতে শুরু করেছে। মামলার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তে নেমে মঙ্গলবার সুতারকান্দি ল্যান্ডপোর্টের যাবতীয় নথি পুলিশের হাতে সমঝে দেওয়ার জন্য করিমগঞ্জের বর্তমান জেলাশাসকের কাছে ভারতীয় বিচারবিধির ৯১ নম্বর ধারায় একটি নোটিশ পাঠিয়েছে। এবার পুলিশ প্রাক্তন ডিসি এবং এডিসি-র বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে জেলার মানুষ দেখতে উদ্গ্রীব।

লোকসভাকে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা বানাবেন না, সাংসদদের হুঁশিয়ারি ওম বিড়লার

নয়াদিল্লি, ৩ জুলাই (হি.স.) : লোকসভায় বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদদের সতর্ক করলেন অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। লোকসভাকে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা বানাবেন না বলে দুই দলের সাংসদদের সতর্ক করেন তিনি। পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা এবং কাটমানি নিয়ে বিগত দুইদিন ধরে উত্তাল লোকসভার অধিবেশন। এই বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নিন্দায় মঙ্গলবার সরব হন লকেট চট্টোপাধ্যায় এবং দিলীপ ঘোষ। বুধবার বর্ষীয়ান তৃণমূল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত পর্যায় গিয়ে নিজের বক্তব্যে আক্রমণ করেছেন লকেট চট্টোপাধ্যায়। এমন মন্তব্য বক্তব্যের অংশ থেকে বাদ দেওয়া উচিত। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লোকসভার সদস্য নন। তাই লকেট চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য থেকে এই অংশটুকু বাদ দেওয়া উচিত।

এরপরেই চিৎকার করে পাল্টা নিন্দায় সরব হন সৌমিত্র খান, অর্জুন সিং এবং এস এস আলুওয়ালিয়া। অন্যদিকে তৃণমূলের তরফে সোচ্চার হন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশির অধিকারী এবং অপরূপা পোদ্দার। দুই দলের সাংসদেরা তীব্র বাকবিতণ্ডা জড়িয়ে পড়ে।

এদিন লোকসভায় দাঁড়িয়ে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে সরব হন লকেট চট্টোপাধ্যায় এবং অর্জুন সিং। লকেট চট্টোপাধ্যায় বলেন, পশ্চিমবঙ্গে আতঙ্কের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। জয় শ্রী রাম স্লোগান ভালবাসা ও একতার প্রতীক। এটি সততার প্রতীক। অর্জুন সিং বলেন, চোরাচালান ও সীমান্ত পেরিয়ে অনুপ্রবেশ বেড়ে গিয়েছে রাজ্যে। বিএসএফ আধিকারিকেরা কোনও ব্যবস্থা নিতে গেলে তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিচ্ছে রাজ্য সরকার। অবিলম্বে এই বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে দাবি করেছেন তিনি।

অন্যদিকে অত্যাধিক হইহট্টোগলের জেরে ওম বিড়লা ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন, লোকসভাকে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা বানাবেন না। পাশাপাশি আপত্তিজনক মন্তব্যগুলি রেকর্ড করা হবে না বলেও জানান তিনি।

আইজলে ধসে পড়ল তিনটি আবাসন, হত দুই শিশু-সহ তিন, আহত দশ, ১০০ আবাসিককে নিরাপদ আশ্রয়ে, তদন্ত ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী থাঙ্গার

আইজল, ৩ জুলাই (হি.স.) : মিজোরামের রাজধানী আইজলে আবাসন-ধসের কবলে পড়ে দুই শিশু-সহ তিন জনের মৃত্যুতে গভীর শোক ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী জুরাম থাঙ্গা। বুধবার সকালে ধস কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেছেন সপার্ষদ মুখ্যমন্ত্রী। এখানে এসে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ইতিমধ্যে তিনি ঘটনার তদন্তে উচ্চস্তরের কমিশন গঠন করেছেন। এছাড়া দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারবর্গকে ক্ষতিপূরণরে আর্থিক সহায়তা ছাড়াও দশজন আহতের চিকিৎসার ব্যয়ভার সরকার গ্রহণ করবে বলে জানান থাঙ্গা। ঘটনাস্থল থেকে মুখ্যমন্ত্রী সোজা চলে যান হাসপাতালে। সেখানে আহত দশজনের স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিয়েছেন তিনি।

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার বিকেলে রাজধানী আইজলের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত দার্তলাং পাহাড়ের ঢালে নির্মিত তিনটি পাকা আবাসন ধসের কবল পড়ে। আবাসনগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানুকূল্যে শহুরে দারিদ্র্য পরিষেবা (বেসিক সার্ভিস টু দ্যা আরবান পুওর) প্রকল্পের অধীনে নির্মাণ করা হয়েছিল। আচমকা পাহাড়ে ধস নামলে এক এক করে তিনটি আবাসন ভেঙে পড়ার পাশাপাশি লাগোয়া আরও কয়েকটি বাড়িতে ফাটল ধরে। ধসে আবাসনের প্রায় ১৫ জন বাসিন্দা দেওয়ালের নীচে চাপা পড়ে যান।

শিক্ষামন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

প্রক্রিয়া সমাপ্ত হওয়ার পর তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তুতি চলছে, জানান শিক্ষামন্ত্রী।

তিনি বলেন, আজ দুটি বিদ্যালয় পরিদর্শনে গিয়ে বুঝেছি, শিক্ষার পরিবেশ ছাত্রছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সে-ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরই দায়িত্ব পালন করতে হবে। কারণ, মেলাঘর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় পরিদর্শনে গিয়ে জানতে পেরেছি, সেখানে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির হার ৯৯ শতাংশ। তাই, ওই বিদ্যালয়ে পাশের হার প্রশংসনীয়। শিক্ষামন্ত্রী এদিন সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি আবেদন রাখেন, বিদ্যালয়ে রাজনৈতিক গতিবিধি থেকে বিরত থাকুন।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

প্রবল বর্ষণে রত্নাগিরিতে বাঁধ ভেঙে বিপর্যয় : শোকপ্রকাশ ফড়ণবীশের, তদন্তের নির্দেশ

মুম্বই, ৩ জুলাই (হি.স.): প্রবল বর্ষণের জেরে মহারাষ্ট্রের রত্নাগিরিতে বাঁধ ভেঙে বড়সড় বিপর্যয়। জলের স্রোতে ভেঙে তছনছ হয়ে গিয়েছে নীচু এলাকার অন্ততপক্ষে ১২টি বাড়ি। এছাড়াও ঘুমের মধ্যেই তলিয়ে যান অন্ততপক্ষে ২৪ জন। জলের স্রোতে ভেসে গিয়ে ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। এখনও নিখোঁজ বহু মানুষ। মর্মান্তিক এই ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবীশ। এছাড়াও তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার রাতে মহারাষ্ট্রের রত্নাগিরিতে ভেঙে যায় তিওয়ারে জলাধার (ড্যাম)। জলের স্রোতে ভেসে যান কমপক্ষে ২৪ জন। ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে, এখনও বেশ কয়েকজন নিখোঁজ রয়েছেন। মহারাষ্ট্র মুখ্যমন্ত্রী দফতর (সিএমও)-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ”রত্নাগিরিতে বাঁধ ভেঙে পড়ার ঘটনায় দুঃখিত মুখ্যমন্ত্রী এবং তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করা হবে। মন্ত্রী গিরিশ মহাজনকে ওই স্থান পরিদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন মুক্ষমন্ত্রী।”

জলোচ্ছ্বাসে মঙ্গলবার রাতে মহারাষ্ট্রের রত্নগিরি জেলায় বানভাসি হয়েছে সাতটি গ্রাম। প্রবল বর্ষণে জেরে জলোচ্ছ্বাসে রত্নাগিরিতে ভেঙে যায় তিওয়ারে জলাধার (ড্যাম)। জলের স্রোতে ভেসে যায় জলাধারের কাছে নীচু এলাকার অন্ততপক্ষে ১২টি বাড়ি। এছাড়াও জলের স্রোতে তলিয়ে যান ২৪ জন। জলের স্রোতে তলিয়ে যাওয়া ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। প্রশাসনের আশঙ্কা, এখনও বেশ কয়েকজন নিখোঁজ রয়েছেন। মুম্বই থেকে ২৭৫ কিলোমিটার দূরে রত্নগিরির তিওয়ারে বাঁধ-লাগোয়া এলাকায় নিখোঁজদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর (এনডিআরএফ) একটি দল। উদ্ধারকাজে নেমে পড়েছে রাজ্য পুলিশ, সরকারি কর্তা ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির সদস্যদের নিয়ে গড়া আরও একটি দলও।

দুর্গা মন্দিরে ভাঙচুর : পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে বৈঠক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর, ধৃতের সংখ্যা বেড়ে ৪

নয়াদিল্লি, ৩ জুলাই (হি.স.): পুরনো দিল্লির চাঁদনি চকের কাছে হজ কাজি এলাকায় দুর্গা মন্দিরে ভাঙচুরের ঘটনায় দিল্লির পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে বৈঠক করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহঊ স্কুটার পার্কিংকে কেন্দ্র করে বিবাদ, গণ্ডগোল ও গোষ্ঠী সংঘর্ষের জেরে দুর্গা মন্দিরে ভাঙচুরের ঘটনায় দিল্লির পুলিশ কমিশনার অমূল্য পটনায়েকের সঙ্গে বৈঠক করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহঊ দুর্গা মন্দির ভাঙচুর ইস্যুতে বুধবারই দিল্লির পুলিশ কমিশনারকে তলব করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীঊ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সমন পাওয়ার পরই অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠক করেন দিল্লির পুলিশ কমিশনারঊ বৈঠক শেষে দিল্লির পুলিশ কমিশনার অমূল্য পটনায়েক জানিয়েছেন, ‘পরিস্থিতি সম্পর্কে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে জানিয়েছিঊ হজ কাজি এলাকার পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিকঊ এখনও পর্যন্ত ৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছেঊ’

উল্লেখ্য, গত রবিবার রাতে হজ কাজি এলাকার দুর্গা মন্দির গলিতে সঞ্জীব গুপ্ত নামের এক ব্যক্তির বাড়ির সামনে স্কুটার দাঁড় করিয়েছিলেন আয়াস মহম্মদ নামের এক ব্যক্তিঊ বাড়ির মূল ফটকের সামনে স্কুটার রাখা নিয়ে বচসা শুরু হয়ঊ বচসা ক্রমেই হাতাহাতির পর্যায়ে পৌঁছে যায়।

মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন ।

জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বুধবার তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় ধর্মনগর থানায় ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ২৭৯/৩০৪ (এ) ধারায় মামলা দায়ের করেছে মৃতের পরিবার। পুলিশ জানিয়েছে, ডা. কর্ণজিৎ দেবরায়, ডা. কল্লোল বিশ্বাস এবং ডা. উৎপলেন্দু দেবনাথের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে। ঘটনার দিন তাঁরাই গাড়িতে ছিলেন। কিন্তু, গাড়ি কে চালাচ্ছিলেন তা এখনও জানা যায়নি। কারণ, অভিযুক্ত তিন চিকিৎসক পলাতক। তাঁদের খোঁজে ইতিমধ্যে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

শুরু তদন্ত

পাচের পাতার পর

লোকজনকে খবর দেওয়া হয়েছে। আগে থেকেই কোনও ভাবে অসুস্থ ছিলেন কি না কিংবা এ দিন জ্যোতির মধ্যে কোনও অস্বাভাবিকতা দেখা গিয়েছিল কি না তা জানতে ক্লাব কর্তৃপক্ষ, জ্যোতির ট্রেনার এবং পরিবারের লোকের সঙ্গে কথা বলছে পুলিশ।

খিদিরপুরে বাসিন্দা জ্যোতি প্রধান যোগেশ চন্দ্র কলেজের ছাত্রী ছিলেন। জ্যোতির আকস্মিক মৃ্যতে শোকস্তব্ধ তার সতীর্থরা। বাড়িতেও শোকে বিহ্বল অভিভাবক।

গুরুত্ব ফিরহাদের

পাচের পাতার পর

এখনও ১৫টি মিউনিসিপালিটিতে এই নিয়োগ করা যায়নি। অবসরপ্রাপ্তদের এই নিয়োগ করা যাবে না।

অশোকবাবু অভিযোগ করেন, ৬ কোটি টাকা ব্যয়ে শিলিগুড়ি গেট তৈরি এবং নীল-সাদা রঙ করে উত্তরবঙ্গের কৃত্রিম (কসমেটিক) উন্নয়ন হচ্ছে। ফিরহাদ হাকিম এই অভিযোগ খন্ডন করে বলেন, বাগডোগরা যাতায়তের পথ প্রশস্তকরণ এবং মহানন্দার ওপর সেতু তৈরি সহ নানা উন্নয়ন প্রকল্প হয়েছে বা হচ্ছে। নগরোন্নয়ন হল বাংলার উন্নয়নের শো কেস বলে দাবি করেন পুরমন্ত্রী।

এ দিন অশোকবাবু ছাড়া এই আলোচনায় অংশ নেন সিপিএমের রুণু দত্ত, কংগ্রেসের শঙ্কর মালাকার এবং সুদীপ মুখোপাধ্যায়, তৃণমূলের ব্রজমোহন মজুমদার, ফিরদৌসি বেগম এবং আব্দুল খালেক মোল্লা।

জিএম কাদের

তিনের পাতার পর

জিএম কাদের বলেন, তবে তিনদিন ধরে তার শারীরিক অবস্থা একই রকম রয়েছে। তার লাঞ্চের ইনফেকশন কমেছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, আগামী দু'দিনের মধ্যে অবস্থার উন্নতি হবে। জাপা চেয়ারম্যানকে অক্সিজেন সাপোর্ট ও আন্ডার প্রেসার সাপোর্ট দেওয়া হচ্ছে। এ সময় জাপার মহাসচিব মসিউর রহমান রাঙ্গা, যুগ্ম দফতর সম্পাদক এম এ রাজ্জাকসহ অন্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

দেবজিৎ সরকার

তিনের পাতার পর

তৃণমূলের বিরুদ্ধে। অভিযোগ তৃণমুল নেতা শান্তনু মাহাতো, কবি মাহাতরা হরি মন্দির খগপতিকে তুলে নিয়ে গিয়ে খুব কাছ থেকে বুকে গুলি করে। শুধুমাত্র বিজেপি করার অপরাধে তাকে গুলি করা হয়েছে বলে বিজেপির নেতা কর্মীরা অভিযোগ তুলেন। এই ঘটনা পর বিজেপির প্রতিনিধি দল এদিন বাঘুয়া গ্রামে আক্রান্তের বাড়িতে যায়।

বিজেপির রাজ্য যুব মোর্চার সভাপতি অভিযোগ, পুলিশ কোন রকম কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করে নি। গ্রামে কোন পুলিশি পিকেট নেই। পুলিশ দল দাসে পরিণত হয়েছে। গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর ঝাড়গ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নামকাওয়াস্তে চিকিৎসা হয়েছে। সেখান থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে। বর্তমানে খগপতি মাহাতো পিজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ডাক্তারবাবুরা জানিয়েছে তার লানগস একেবারে অকেজো হয়ে গিয়েছে। ঘটনার পর পুলিশ একেবারে চুপচাপ রয়েছে। আজকে গিয়ে শুনলাম কবি মাহাতো র মা বাড়িতে বসে হুমকি দিয়ে যাচ্ছে তার ছেলে ফিরে আসলে সবাইকে পাঠা বলি দেওয়া হবে। এভাবে কোন কিছুই চলতে পারে না। তিনি আরো বলেন, পুরুলিয়া এবং ঝাড়গ্রামে সব থেকে বেশি খুন হয়েছে বিজেপি কর্মীরা।এটা কোন ভাবেই চলতে পারে না। মানুষ পরিবর্তনের জন্য এখানে এম পি কে ভোট দিয়েছেন। আমরা দায়বদ্ধ। সে কারণেই এই ব্যবস্থার পরিবর্তন দরকার। তার পাশাপাশি দ্রব্যমূল্য এবং কাটমানি নিয়ে সরব হবে রাজ্য যুব মোর্চা।

নাশকতার আগুনে পুড়ল গন্ডাছড়া বাজারের গুদাম ঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুলাই ।। নাশকতার আগুনে পুড়ে ছাই গন্ডাছড়া বাজারের এক পাইকারি ব্যবসায়ীর গুদাম ঘর। ঘটনাটি ঘটে মঙ্গলবার রাত এগারটা নাগাদ।এই সময় কে বা কারা তার গুদাম ঘরের সামনে থাকা একটি বাইকে আগুন লাগিয়ে দেয়।মুহূর্তের মধ্যে আগুন দ্রুতগতিতে গুদাম ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

ঘটনা প্রত্যক্ষ করে এলাকার মানুষ গন্ডাছড়া অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে খবর দেয়।অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের দুইটা ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে ছুটে এসে প্রায় এক ঘন্টা চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।ততক্ষণে গুদাম ঘরের জিনিসপত্র পুড়ে ছাই হয়ে যায়।দোকানের মালিক শক্তি রায় জানিয়েছেন অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় এতে করে তার প্রায় আঠার থেকে বিশ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।তিনি এও জানান নাশকতার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় তার গুদাম ঘরটি।উল্লেখ্য গন্ডাছড়া থানা থেকে মাত্র পঞ্চাশ মিটার দূরে এই নাশকতার ঘটনাটি ঘটে।গুদাম ঘর লাগোয়া ছিল গন্ডাছড়া গ্রামীণ ব্যাংকের শাখা অফিস।অল্পতেই রক্ষা পায় গ্রামীণ ব্যাংকের শাখা অফিস ঘরটি।মধ্যরাতে জনবহুল এলাকায় আগুন ছড়িয়ে পড়তেই এলাকা জুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

অসম্পূর্ণ

● প্রথম পাতার পর

রাজ্যের উন্নয়নের কাজে গতি আনার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে অতিরিক্ত অর্থরাশির জন্য আবেদন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার আজ রাজ্যের জন্য ৩৫৮ কোটি টাকা পাঠিয়েছে।

সূত্রের দাবি, রাজ্য সরকার কেন্দ্রের কাছে এই অতিরিক্ত অর্থরাশি দীর্ঘ সময় থেকে অসমাপ্ত অবস্থায় পরে থাকা প্রকল্পগুলির জন্য চেয়েছিল। পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকার অর্থের যোগান না করেই প্রকল্পগুলি শুরু করে দিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে অর্থরাশির অভাবে এই প্রকল্পগুলি মাঝপথেই ঝুলে থাকে। এই কারণেই মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব প্রকল্পগুলির কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। কেন্দ্রেও একই সরকার থাকায় এই গুরুত্বপূর্ণ দাবি মেনে নিয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। কারণ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাজ্যের বিকাশে দৃঢ় সংকল্প নিয়েছেন।

কাউন্টার

● প্রথম পাতার পর

পরিষেবা আরও স্বচ্ছ করার লক্ষ্যেই এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, বর্তমান ব্যবস্থায় অটো কিংবা অন্যান্য যানবাহনগুলো যাত্রীদের অনেক ক্ষেত্রেই পকেট কাটার কারিগড়ে পরিণত হয়েছে। প্রিপেড ব্যবস্থা চালু হলে এই সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ বেড়িয়ে আসবে।

কৈলাসহর

● প্রথম পাতার পর

এবং বন্ধ হয়। কাউন্টারে দু'জন বেসরকারি স্টাফ থাকার পরও রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের স্থায়ী কর্মী দিপালী নমঃ প্রভাব খাটিয়ে কাউন্টারটি নিজের দখলে রেখেছেন। মোট তিনজন স্টাফ থাকার পরও প্রায় প্রতিদিন সময়মতো কাউন্টার খোলা হয় না। যার ফলে রোগীরা দুর্ভোগের শিকার হন। কাউন্টার বন্ধের ফলে বুধবার রোগীরা প্রচণ্ড হয়রানির শিকার হয়। এর প্রতিবাদে হাসপাতালের স্থায়ী পদে কর্মরত স্টাফরা অর্থাৎ হাসপাতালে বিএমএস কর্মীরাও প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়। এ ব্যাপারে হাসপাতালের এমএস ডাঃ জে এম ত্রিপুরাকে জিজ্ঞাসা করা হলে উনি ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন এবং বলেন যে কাউন্টারের স্টাফেদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির জন্য এরকম হয়েছে। তবে তালা ভাঙার পর প্রায় দু'ঘন্টা পর পরিষেবা স্বাভাবিক হয় বলে এমএস নিজেই স্বীকার করেন।

বসন্ত কুমার বিড়লা

দুইয়ের পাতার পর

দিল্লিতে প্রতিষ্ঠা করেন বিড়লা বিদ্যা নিকেতন। মুম্বই থেকে কলকাতার বিড়লা পার্কে তাঁর নিথর দেহ নিয়ে আসা হবে। বৃহস্পতিবার তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। তিনি রেখে গেলেন তাঁর দুই মেয়ে মঞ্জুশ্রী খৈতান এবং জয়শ্রী মোহতাকে।

উল্লেখ করা যেতে পারে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় সম্প্রতি মুম্বইতে বসন্ত কুমার বিড়লাকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান নাতি কুমার মঙ্গলম বিড়লা। সেখানে হাসপাতালে মৃত্যু হয় তাঁর।

রামপদ জমাতিয়া

আটের পাতার পর

পরে বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া মঙ্গলবারের এই ঘটনার জন্য পুলিশকে কাঠ গড়ায় দাড় করিয়েছেন।তিনি বলেন পুলিশের সামনে এই ধরনের তান্ডব আইপিএফটি দলের কর্মী সমর্থকরা করে গেলেও পুলিশ ছিল নিরব ভূমিকায়।বিধায়ক পুলিশের এই আচরণে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন বিষয়টি উর্ধতন কর্তৃপক্ষের গোচরে নেওয়া হবে।

মামলা দায়ের

আটের পাতার পর

সার্কল অফিসার বিদ্যা কিশোর জানিয়েছেন, 'ভারতীয় দন্ডবিধির ধারা ২৯৪ (অশ্লীল কাজ এবং গান) এবং ৫০৪ (শান্তি লঙ্ঘন করার অভিপ্রায় নিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে অপমান) এবং ৩৫৪ ধারায় (নম্রতার সুযোগ নিয়ে অভিপ্রায় সহকারে নারীকে আক্রমণ বা অপরাধমূলকভাবে বল প্রয়োগ) মামলা করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার

আটের পাতার পর

এমনকি কর্মসংস্থান এবং পরিকাঠামো বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার রাজস্বও বৃদ্ধি পাবে। উল্লেখ করা যেতে পারে এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকের সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

সমস্ত অভিযুক্ত

আটের পাতার পর

আনসারি-সহ সমস্ত অভিযুক্তকেই বেকসুর খালাস ঘোষণা করল বিশেষ সিবিআই আদালত। এই মামলার অন্যতম অভিযুক্ত আনসারির ভাই আফজল আনসারিকেও বুধবার খালাস করে দেওয়া হয়েছে। আফজল বর্তমানে গাজীপুরের একজন সাংসদ।

কৃষ্ণানন্দ রাই খুনের মামলার অন্যান্য আসামি ছিলেন সঞ্জীব মহেশ্বরী, আইজাজুল হক, রাকেশ পান্ডে, রামু মাল্লা ও মুন্না বজরঙ্গী। উল্লেখ্য, ২০১৮ সালে বাঘপাট কারাগারে থাকাকালীন খুন হয় মুন্না বজরঙ্গী। ২০০৫ সালের ২৯ নভেম্বর উত্তর প্রদেশের গাজীপুর জেলার ভানোয়ারকোল এলাকায় কৃষ্ণানন্দ রাইকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ওই দিন একটি ক্রিকেট ম্যাচের উদ্বোধন করে ফেরার পথে মোহাম্মদাবাদের বিজেপি বিধায়ক কৃষ্ণানন্দ রাই-এর ওপর একে-৪৭ রাইফেল নিয়ে সশস্ত্র হামলা চালিয়েছিল মুক্তার আনসারিদের দলটি। নিহত বিজেপি বিধায়কের স্ত্রী আলকা রাইয়ের দাবিতে এই মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল এলাহাবাদ কোর্ট।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা

আটের পাতার পর

বৈঠকের পর সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী প্রকাশ জাভরেকর বলেন, কুইন্ট্যাল প্রতি ধানের সয়াহক মূল্য বাড়িয়ে করা হয়েছে ৬৫ টাকা, জোয়ার ১২০ টাকা প্রতি কুইন্ট্যাল, রাগি ২৫৩ টাকা প্রতি কুইন্ট্যাল। এর ফলে কৃষি ক্ষেত্রে বিনিয়োগও আসবে ও উৎপাদনও বৃদ্ধি পাবে । কৃষকরাও তাদের সহায়ক মূল্য পাবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে দেশজুড়ে কৃষকদের আত্মহত্যা রোধ করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কেন্দ্রীয় সরকার। সেই অনুযায়ী একাধিক প্রকল্পও গ্রহণ করা হয়েছে। এমনকি বার্ষিক ৬০০০ টাকা করে কৃষকদের সহায়তাও দেওয়া হয়েছে। সয়েল হেলথ কার্ডের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে কৃষকেরা।

রাজ্যপাল

● প্রথম পাতার পর

ভোগে প্রমুখ। এই উপলক্ষে রাজ্যপাল এক মরণিকারও আবরণ উন্মোচন করেন। স্বাগত ভাষণ দেন ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস শাখার প্রধান সত্যদেও পোদ্দার এবং ধন্যবাদ ্পিন করেন সমাজবিদ্যা শাখার প্রধান ড. রাজীব দুবে।

শহরে

● প্রথম পাতার পর

ভাঙা হয়েছে। এদিকে, আগরতলা শঙরের প্যারাডাইস চৌমুহনী এলাকাতেও পুর নিগমের তরফ থেকে অভিযান চালানো হয়। ফুটপাত দখল করে যেসব ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠান পসরা সাজিয়ে রেখেছেন সেগুলি সরিয়ে ফেলা হয়েছে। সাথে দোকানের সামনে পোস্টার ব্যানার ইত্যাদি লাগিয়ে যেসব জায়গা দখল করা হয়েছে সেগুলিও বেদখল করা হয়েছে। পুর নিগমের তরফ থেকে জানানো হয়েছে আগামী দিনেও এই অভিযান জারি থাকবে।

এলাকাবাসীর

● প্রথম পাতার পর

মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান উপলক্ষ্যে এক মিছিলও সংগঠিত করা হয়। মিছিল শেষে এসডিএম অফিসে এসডিএম'র অনুপস্থিতিতে ডিসিএম'র কাছে স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয়। অবিলম্বে ওই এলাকায় বিএসএফ ফায়ারিং রেঞ্জ তৈরির সিদ্ধান্ত বাতিল করে জনজাতি অংশের মানুষের জীবন-জীবিকা নিশ্চিত করা ব্যবস্থা করা না হলে তারা ঐক্যবদ্ধ বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। আজকের ডেপুটেশনে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সন্তোষ রিয়াং, প্রেম কুমার রিয়াং, শান্তিরঞ্জন রিয়াং প্রমুখ।

রিয়াং

● প্রথম পাতার পর

প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া সমাপ্ত হতে হবে। কারণ, ১ অক্টোবর থেকে কেন্দ্রীয় সরকার বিনামূল্যে রেশন বন্ধ করে দেবে। সম্প্রতি, দিল্লিতে শরণার্থী প্রত্যাবর্তন সম্পর্কিত উচ্চস্তরীয় বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সাফ জানিয়েছে, ৩০ সেপ্টেম্বরের পর থেকে ওই শরণার্থীদের কোনও সহায়তা দেবে না কেন্দ্রীয় সরকার।

সেই মোতাবেক আজ মিজোরাম সরকারের প্রতিনিধিরা ত্রিপুরায় এসে শরণার্থী শিবিরে গিয়েছেন। এ-বিষয়ে পানিসাগরের মহকুমাশাসক লালনুন্নেমি ডার্লং বলেন, ৩ জুলাই থেকে ২০ জুলাই পর্যন্ত ত্রিপুরায় আশ্রিত রিয়াং শরণার্থীদের পুনরায় মিজো নাগরিক হিসেবে শনাক্ত করবেন মিজোরাম সরকারের আধিকারিকরা। কারণ, ২০১৬ সালে অন্তিম দফায় তাঁদের শনাক্ত করা হয়েছিল। ফলে, গত তিন বছরে অনেকেই আগের তালিকা থেকে বাদ যাবেন এবং অনেক নতুন নাম যুক্ত করতে হবে। তাই, নতুন করে শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া শুরু করেছে মিজোরাম সরকার।

উত্তর ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, রিয়াং শরণার্থীদের শনাক্তকরণ প্রক্রিয়ায় মিজোরাম সরকারের প্রতিনিধি দলে ২৬ জন আধিকারিক রয়েছেন। তাঁরা মোট পাঁচটি দলে বিভক্ত হয়ে রিয়াং শরণার্থীদের নথিপত্র পরীক্ষা করে দেখছেন। এছাড়া, এই প্রক্রিয়া তদারকির জন্য পৃথক একটি টিম রয়েছে। তাছাড়া, আরও দু'জন আধিকারিক রয়েছেন তাঁরা বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজখবর রাখছেন। ভানুপদবাবু জানান, মিজোরাম সরকারের প্রতিনিধিদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হয়েছে। তাতে রিয়াং শরণার্থীদের শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে পারবে।

কর্মীদের

● প্রথম পাতার পর

এই প্রেক্ষাপটে তাঁর পদত্যাগপত্র ফিরিয়ে নেওয়ার আর্জি জানিয়ে সোমবার ৫ কংগ্রেস শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা রাহুল গান্ধীর সঙ্গে দেখাও করেন। রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট, মধ্যপ্রদেশের কমল নাথ, পঞ্জাব এবং পুদুচেরির মুখ্যমন্ত্রীরা আশা করেছিলেন কংগ্রেস পার্টির সভাপতির পদে তিনিই থাকবেন। এরপর মঙ্গলবার রাহুল গান্ধীর বাসভবনের সামনে অনির্দিষ্ট কালের জন্য ধরনায়ও বসেন একাধিক কংগ্রেস নেতানেত্রী। কিন্তু, সেইসব সম্ভাবনা উড়িয়ে এদিন রাহুল গান্ধী ঘোষণা করলেন, 'আর দেরি না করে পার্টির নতুন সভাপতি নির্বাচন করা উচিত। আমি এই প্রক্রিয়ায় থাকছি না। আমি ইতিমধ্যেই আমার পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছি। আমি আর কংগ্রেস পার্টির সভাপতি নই। নতুন সভাপতি নির্বাচনের জন্য শীঘ্রই বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত সিডব্লিউসি-র।'

এই ঘোষণার পর রাহুল গান্ধীকে অভিনন্দন জানিয়ে ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ফারুখ আবদুল্লা জানিয়েছেন, 'নিজের সিদ্ধান্তে অনড় থাকার জন্য অভিনন্দন। ওর বয়স কম, ভবিষ্যতে আবারও দলের সভাপতি হতে পারবেন। আমার মনে হয় না শুধুমাত্র পরাজয়ের জন্য এমন সিদ্ধান্ত, সবসময়ই ওই পদে অন্য কাউকে চেয়েছিলেন রাহুল। আমি আশা করব, এবার দল গড়ার কাজে মন দেবেন তিনি।'

নিজের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে চার পাতার একটি চিঠি টুইট করে এদিন রাহুল গান্ধী জানিয়েছেন, 'কংগ্রেস পার্টির সভাপতি হিসাবে ২০১৯ এর লোকসভা নির্বাচনে হারের জন্য আমি দায়ী। আমাদের পার্টির ভবিষ্যতের জন্য দায়বদ্ধতা নিতে হবে। এই কারণেই দলের সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছি আমি।'

তাঁকে কটাক্ষ করে এদিন টুইটারে তাঁর এই পোস্টের কমেন্ট সেকশনে বিজেপি নেত্রী এবং আমেঠির সাংসদ স্মৃতি ইরানি লিখেছেন, 'জয় শ্রীরাম'। রাহুল গান্ধীর এই ঘোষণার পর বিজেপি নেতা নলীন কোহলি বললেন, 'তিনি পদত্যাগ করবেন কিনা তা তাঁর সিদ্ধান্ত। আমাদের দেশে দুই ধরনের দল রয়েছে, গণতন্ত্রের দ্বারা পরিচালিত বিজেপির মতো একটি দল এবং অপর দিকে, কংগ্রেসের মতো পরিবারতান্ত্রিক একটি দল। তাই তাদের সিদ্ধান্তে আমাদের কোনও ভূমিকা নেই।' অন্যদিকে, কংগ্রেস নেতা সলমন খুরশিদ বলেছেন, 'তিনি দলের সভাপতির পদ ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি আমাদের নেতাই থাকছেন। সোনিয়া গান্ধীও আর সভাপতি নন, তবে তিনিও আমাদের নেত্রী। তাঁদের প্রতি পার্টি কর্মীদের প্রশংসা, স্নেহ, আস্থা অব্যাহত থাকবে।'

এদিকে, সূত্রের খবর এই অবস্থায় কংগ্রেসের নতুন অন্তর্বর্তী সভাপতির পদে নাম মনোনীত হয়েছে বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা মতিলাল ভোরার। যদিও দলীয় তরফে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে সেই নাম ঘোষণা করা হয়নি। এই প্রসঙ্গে মোতিলাল ভোরা বলেন, অন্তবর্তী সভাপতির দায়িত্বভার নেওয়ার কোনও খবর আমার কাছে নেই।

অন্তর্বর্তী

● প্রথম পাতার পর

সাফ জানিয়ে দিয়েছেন রাহুল গান্ধী। তাঁর কথায়, “ইতিমধ্যেই আমি আমার পদত্যাগপত্র দলের কাছে জমা দিয়েছি। আমি আর কংগ্রেসের সভাপতির পদে নেই।” একই সঙ্গে তিনি আরও বলেছেন, “কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি নতুন সভাপতি নির্বাচনের বিষয়ে শীঘ্রই বৈঠক করবে এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।”

এরপরেই মোতিলাল ভোরার নাম মনোনীত করা হয়। সোমবার কংগ্রেস শাসিত রাজ্যগুলোর মুখ্যমন্ত্রীদের নিয়ে বৈঠকে বসেন রাহুল গান্ধী। উপস্থিত ছিলেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট, পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী অমরিন্দর সিং, মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী কমল নাথ, পুদুচেরির মুখ্যমন্ত্রী ভি নারায়ণস্বামী, ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল।

এঁরা প্রত্যেকেই পদত্যাগ করতে নিষেধ করেন রাহুল গান্ধীকে। তবে শেষরক্ষা হয়নি। লোকসভা ভোটে দলের ভরাডুবির দায়ভার নিজের কাঁধে নিয়ে সরে যেতে চেয়েছেন রাহুল গান্ধী। বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই এই জল্পনা চলছিল যে পদত্যাগ করতে পারেন তিনি। তবে সেই খবর গুজব বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন কংগ্রেস শীর্ষ নেতারা। যদিও তাতে ড্যামেজ কন্টোল করা যায়নি। সত্যি এবার পদত্যাগ করতে চাইছেন রাহুল, প্রকাশ্যেই জানিয়েছিলেন। তবে রাহুল গান্ধীকে এই সিদ্ধান্ত থেকে বিরত করার নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন কংগ্রেসের শীর্ষ নেতারা। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সূত্র জানাচ্ছিল রাহুল গান্ধী পদত্যাগ করলে কংগ্রেসের সাংগঠনিক কাঠামোতেও বড়সড় পরিবর্তন আসবে।

ভারতের বাকি ম্যাচে চারুলতার টিকিট স্পনসর করবেন মহিন্দ্রা গোষ্ঠীর চেয়ারমান

ভারতীয় ক্রিকেট ফানেদের এখন আর আলাদা করে তাঁর পরিচয় দিতে হবে না। বার্মিংহামের এজবাস্টন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে ভারত-বাংলাদেশ মাচে বছর ৮৭-র এক মহিলা ফ্যানই যাবতীয় লাইমলাইট কেড়ে নিয়েছিলেন। গলায় তেরঙা স্কার্ফ ঝুলিয়ে আর গালে তেরঙা আঁকিয়ে গালারিতে বিরাটদের জন গলা ফাটাচ্ছিলেন চারুলতা।

বাঁশি বাজিয়েই বিরাটদের তাতাচ্ছিলেন তিনি। মাচ চলাকালীন স্টেডিয়ামের জায়েন্ট স্ক্রিনে আর টেলিভিশন স্ক্রিনে বারবার তাঁর মুখ ভেসে উঠেছিল।এর পরেই সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যান চারুলতা। নেটিজেনদের মনে আলাদা জায়গা করে নেন প্রাণশক্তিতে ভরপুর এই অশিতীপর বৃদ্ধা। এখানেই শেষ নয় মাচের পর বিরাট কোহলি আর রোহিত শর্মা তাঁর সঙ্গে দেখা করে বেশ কিছুটা সময় কাটান। চারুলতার থেকে আশীর্বাদ নেন ভারতের কাপ্টেন আর ভাইস কাপ্টেন। বিরাট-রোহিতে বুকে জড়িয়ে গালে স্নেহভরা চুম্বন দেন চারুলতা। বিরাটও নিজের টুইটার থেকে তাঁর আর চারুলতার ছবি পোস্ট করে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। এমনকী আইসিসি-ও চারুলতাকে নিয়ে একটি বিশেষ ভিডিও তৈরি করেছে।আর মাচ দেখতে দেখতেই মহিন্দ্রা গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান আনন্দ মহীন্দ্রা টুইট করে ভারতকে জয়ের জন শুভেচ্ছা জানান, পাশাপাশি চারুলতাকে তিনি ''মাচ উইনিং লেডি'' বলে সম্বোধন করে বলেন, চারুলতাকে যেন সেমিফাইনাল ও ফাইনাল মাচের জন ফ্রি-তে টিকিটের ববস্থা করে দেওয়া হয়। এই টুইটের পরেই পিভি নামের একটি টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে আনন্দকে স্পনসর করার জন বলা হয়। তখন আনন্দ ফের টুইট করে জানান যে, মহিলাকে খুঁজে বার করে দিলে তিনিই ভারতের বাকি মাচের জন টিকিটের খরচ দেবেন।

তরুণ সইফুদ্দিনের লড়াই দেখে মুগ্ধ ক্রিকেটবিশ্ব

ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ হেরে চলতি বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেল বাংলাদেশ। ক্রিকেটবিশ্ব মুগ্ধ টুর্নামেন্টের অন্যতম শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে ''টাইগার''দের লড়াই দেখে। ভারতের ৩১৫ রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে পর পর উইকেট হারিয়ে একসময়ে চাপে পড়ে যায় বাংলাদেশ। ৩৩ ওভারের মাথায় বঙ্গ ব্রিগেডের শেষ ভরসা শাকিব আল হাসানও যখন দীনেশ কার্তিকের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফিরে যান, তখন অতি বড় বাংলাদেশী সমর্থকও ভাবতে পারেননি ম্যাচটা বের করতে পারবেন মাশরাফিরা। বুমরা, ভুবির আগুনে বোলিংয়ের সামনে সৌম্য, তামিম,মুশফিকুররা আগেই আত্মসমর্পণ করেছেন। আশা জাগিয়েও ৬৬ রানে প্যাভিলিয়নে ফিরেছেন শাকিব।কিন্তু, ক্রিজে সাত নম্বরে ব্যাট করতে নামা ২২ বছর বয়সী অনামী সইফুদ্দিন হয়তো অন্য কিছু ভেবেছিলেন। ধুঁকতে থাকা বাংলাদেশের হাত থেকে ম্যাচ তখন ধীরে ধীরে বেরিয়ে যাচ্ছে। বল কমে গিয়ে লক্ষ্য ক্রমশই অসম্ভব হয়ে উঠছে। ঠিক তখনই খোলস ছেড়ে বেরোন সইফুদ্দিন। সাব্বির রহমানকে সঙ্গী করে পাল্টা মার দিতে শুরু করেন তিনি। কুঁকড়ে না থেকে সইফুদ্দিন সাহসী ব্যাটিং শুরু করেন। এরকম সাহসী ব্যাটিং দেখতেই তো সবাই পছন্দ করেন। বুমরা,ভুবি, শামি কিংবা চহাল কাউকেই রেয়াত করেনি সইফুদ্দিনের ব্যাট। তাঁর ব্যাট কথা বলতে শুরু করায় নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করে বাংলাদেশ। অসম্ভবকে যদি সম্ভব করা যায়! ভারতের আগ্রাসন দেখে গ্যালারিতে ঝিমিয়ে থাকা লাল-সবুজ সমর্থকরা ফের জেগে ওঠেন।এর আগে কেরিয়ারে তাঁর সর্বাধিক রান ছিল ৪১, ব্যাট হাতে কোনও সময়েই সফল হননি তিনি। সেই সইফুদ্দিনই যেন স্বপ্নের ফেরিওয়ালা হয়ে দেখা দেন এজবাস্টনে। শাকিব যখন ফিরে গিয়েছিলেন, তখন বাংলাদেশের রান ১৭৯। সাব্বির রহমান এবং সইফুদ্দিনহাল ছাড়েননি। মরিয়া লড়াই করে জুটিতে ৬৬ রান জোড়েন। ৪৩তম ওভারের শুরুতেই বুমরার বল ফিরিয়ে দেয় সাব্বির রহমানকে। তবুও থেমে যাননি সইফুদ্দিন।ম্যাচ জিততে বাংলাদেশের তখন ১৮ বলে বাকি আর মাত্র ৩৬ রান। এখনকার দিনের ক্রিকেটে এই রান খুব সহজেই তোলা সম্ভব। কিন্তু বাংলাদেশের জন্য অন্য কোনও চিত্রনাট্য হয়তো লেখা হয়ে গিয়েছিল আগেই। ক্রিজের অন্য প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা সইফুদ্দিনকে দেখতে হল, বুমরার বলে একে একে ফিরছেন তাঁর সতীর্থরা। বুমরার বিষাক্ত ইয়র্কারে রুবেল আর মুস্তাফিজুরের উইকেট মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে দেখার পরে সইফুদ্দিনের বুক হয়তো ভেঙে যাচ্ছিল। প্রত্যাশা জাগিয়েও সেই আশা আর পূরণ করতে পারেননি সইফুদ্দিন, ৩৮ বলে ৫১ রান করে নিজের সেরা ইনিংস খেলেও ম্যাচ বের করতে পারেননি তিনি।তাঁর সঙ্গেই বাংলাদেশের বিশ্বকাপ-স্বপ্ন শেষ এজবাস্টনেই। তাঁর লড়াই দেখে মুগ্ধ হয়েছে গোটা ক্রিকেটবিশ্ব। টুইট করে সইফুদ্দিনের ইনিংসের প্রশংসা করেন ক্রিকেটপ্রেমীরা।এর আগেও ক্রিকেট ইতিহাস সাক্ষী থেকেছে বহু স্মরণীয় লড়াইয়ের। সইফুদ্দিনের এই লড়াইও ইতিহাসের পাতায় জায়গা করে নেবে, তা বলাই বাহুল্য।

ব্রাজিলের কাছে সেমিতে হেরে বিদায় আর্জেন্টিনার

নিজস্ব প্রতিবেদন : ট্রফিহীন ঈশ্বর। এই নামেই এখন তাঁকে ডাকতে শুরু করেছে ফুটবলবিশ্ব। বিশ্বকাপ জয় তাঁর কপালে জোটেনি। নিদেনপক্ষে একখানা কোপা জয়ও হল না। অনেকেই বলছেন, শেষ কোপা আমেরিকা টুর্নামেন্ট খেলে ফেললেন লিওনেল মেসি। আর এবারও স্ক্রিপ্ট-এ কোনও বদল হল না। একইরকমভাবে তীরে এসে তরি ডুবল আর্জেন্টিনার। সঙ্গে কোপা জয় মেসির কাছে দিবাস্বপ্ন হয়েই রইল। নেমারহীন ব্রাজিলের কাছে কোপার সেমিফাইনালে হেরে বিদায় নিল আর্জেন্টিনা। ম্যাচের ফল ২-০। দুটি গোল করেছেন গ্যাব্রিয়েল জেসুস ও রবার্তো ফিরমিনো। এর আগে এখনও পর্যন্ত আটবার কোপা আমেরিকা জিতেছে ব্রাজিল। ২০০৭ সালে শেষবার কোপা জিতেছিল ব্রাজিল। এর পর থেকে দুবারই কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নিতে হয়েছে ব্রাজিলকে। দীর্ঘ ১২ বছর পর এবার ফাইনালে উঠল ব্রাজিল। বেলো হরিজন্তের মিনেইরো স্টেডিয়ামে আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে কোপার ফাইনালের টিকিট পাকা করলেন জেসুসরা। একইসঙ্গে শাপমোচনও হল। কারণ, এই স্টেডিয়ামেই বিশ্বকাপের ম্যাচে জার্মানির কাছে সাত গোল হজম করেছিল ব্রাজিল। এবার এই স্টেডিয়ামেই মেসির দলকে হারিয়ে কোপার ফাইনাল পাকা করল সেলেকারওরা।এদিন ম্যাচের ১৯ মিনিটে জেসুসের গোলে এগিয়ে যায় ব্রাজিল। ৩০ মিনিটের মাথায় সমতায় ফেরার সুযোগ এসেছিল আর্জেন্টিনার সামনে। মেসির ফ্রি-কিকে আগুয়েরোর হেড ক্রসবারে লাগে। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে কিছুটা লড়াইয়ে ফেরত আসে আর্জেন্টিনা। কিন্তু বেশিক্ষণ সেই লড়াই স্থায়ী হয়নি। ফাঁকায় বল পেয়ে গোল করে যান ফিরমিনহো। শেষ পর্যন্ত ২-০ ব্যবধানে ম্যাচ জিতে নেয় আর্জেন্টিনা। গোটা ম্যাচে ব্রাজিলের গোল লক্ষ্য করে ১২টি শট মারেন মেসিরা। যার মধ্যে মাত্র দুটি শট গোলের মধ্যে ছিল। এবারও কোপা থেকে খালি হাতেই ফিরতে হল বার্সেলোনার মেসিকে।

বোকা বনলেন পান্ডিয়ার ধীর গতির বলে

নিজস্ব প্রতিবেদন: এক কুম্ভ হয়ে লড়ছিলেন সাকিব-আল-হাসান। কিন্তু হার্দিক পান্ডিয়ার স্লোয়ারে ধরা পড়ে গেলেন বাংলাদেশের একমাত্র আশা। ৭৪ বলে ৬৬ রান করে বিদায় নিলেন সাকিব।আগের বলটাই ছিল স্লো বাউন্সার। পরের বলটাও স্লোয়ার। জায়গা তৈরি করে খেলতে গিয়ে হার্দিকের স্লোয়ারে বকে বনে গেলেন সাকিব। দীনেশ কার্তিকের হাতে সহজ ক্যাচ দিয়ে ফিরলেন বাংলাদেশি অলরাউন্ডার। একইসঙ্গে ম্যাচটা আরও কঠিন হয়ে বাংলাদেশের কাছে।ইতিমধ্যেই তারা খুঁইয়ে ফেলেছে ৬টি উইকেট। চলতি বিশ্বকাপে দারুণ ফর্মে রয়েছেন সাকিব-আল-হাসান। দুটি শতরান হাঁকিয়ে ফেলেছেন বাংলাদেশি অলরাউন্ডার। এদিনও দারুণ টাচে ছিলেন সাকিব। কিন্তু তাঁকে সঙ্গত দেওয়ার মতো কেউ নেই। নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারিয়েছে বাংলাদেশ। অন্যপ্রান্তে তখনও দাঁড়িয়ে সাকিব। ৩৩.৫ ওভারে হার্দিক পান্ডিয়ার স্লোয়ারে কিছুটা জায়গা তৈরি করে খেলতে গিয়ে ধরা পড়েন দীনেশ কার্তিকের হাতে। এদিন প্রথমে ব্যাট করে ৯ উইকেট হারিয়ে ভারত তোলে ৩১৪ রান। উদ্বোধনী জুটিতে ওঠে ১৮০।

শেষ ম্যাচেই অবসর নিচ্ছেন ধোনি! জোর জল্পনা ক্রিকেটমহলে

মহেন্দ্র সিং ধোনি, নিসন্দেহে বিশ্বের অন্যতম সেরা ফিনিশার। ক্রিকেট কেরিয়ারে শেষটায় দাঁড়ি টানার ক্ষেত্রে অবশ্য দারুণভাবে ফিনিশ করতে পারছেন না।মহেন্দ্র সিং ধোনি, নিসন্দেহে বিশ্বের অন্যতম সেরা ফিনিশার। ক্রিকেট কেরিয়ারের শেষটায় দাঁড়ি টানার ক্ষেত্রে অবশ্য দারুণভাবে ফিনিশ করতে পারছেন না। তাঁর থেকে প্রত্যাশা অনেক বেশি বলেই বিশ্বকাপে একের পর এক ম্যাচে তাঁর রান রেট নিচের দিকে নামতে থাকায় সমালোচনার ঝড় উঠেছে। সেই সঙ্গে আরও একটা প্রশ্ন ঘোরাফেরা করছে ক্রিকেটমহলে।ব্যাট হাতে পুরনো ধোনি আর নেই। আইপিএলে চেন্নাইয়ের হয়ে যে ঝলকটা দেখাতে পেরেছিলেন, ইংল্যান্ডের মাটিতে সেই যাদু চলছে না। তবে কী, রানির দেশে ভারতের শেষ ম্যাচই নীল জার্সিতে ধোনির শেষ ম্যাচ হতে চলেছে!ধোনিকে নিয়ে কিছুই প্রেডিক্ট করা যায় নাধ্রুবসত্য, ধোনিকে নিয়ে সত্যিই কিছু প্রেডিক্ট চলে না। তা সে ২০০৭ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শেষ ওভারে যোগিন্দার শর্মার হাতে বল তুলে দেওয়াই হোক বা ২০১১ বিশ্বকাপে ফর্ম থাকা যুবিকে বসিয়ে মুরলীর বিরুদ্ধে নিজে ব্যাট করতে আসার ঝুঁকি নেওয়াই হোক!নিঃ শব্দেই গুডবাই !!! এটাই মাহির নিজস্ব কায়দাটেস্ট ক্রিকেটকে গুডবাই জানানো থেকে ভারতের অধিনায়কত্ব থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া। দুই ক্ষেত্রেই নিঃ শব্দেই গুডবাই জানিয়েছেন ধোনি। অজিদের ডেরায় ২০১৪ সালে টেস্ট সিরিজ হারের পর সিরিজের এক ম্যাচ বাকি থাকতেই সাদা জার্সিকে গুডবাই জানিয়েছিলেন। পরে ২০১৭ সালের শুরুতে দুবছর পর ২০১৯ বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে নিজেই অধিনায়কত্ব থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন।ফ্যানেদের হৃদয়ে আবারও নিঃশব্দেই ধাক্কা দেবেন ধোনিবোর্ডের এক সিনিয়র অফিশিয়াল এই মন্তব্যের সঙ্গে একমত। পিটিআইকে দেওয়া প্রতিক্রিয়ায় বোর্ডের এক সূত্র জানিয়েছেন, ''ধোনিকে নিয়ে আগাম আন্দাজ করা যায় না, ওর মাথায় কী চলছে ও নিজেই বলতে পারবে। তবে বিশ্বকাপের পরই সম্ভবত অবসর।''অবসর নিয়ে দিনভর মুখে মুখে জল্পনাবুধবার ক্রিকেটমহলে জোর জল্পনা, বিশ্বকাপে ভারতের শেষ ম্যাচ খেলেই অবসরের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেবেন ধোনি। তবে এখনও সরকারি ভাবে এই নিয়ে টিমের পক্ষ থেকে কোনও ঘোষণা করা হয়নি। অন্যদিকে উনিশের বিশ্বকাপ শেষ হলেই ২০২০ সালে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে হতে চলা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ভাবনায় ঢুকে পড়বে ভারত। তখন ৩৭ এর ধোনির, কোহলির দলে জায়গা হওয়াও কঠিন। তাই মনে করা হচ্ছে বিশ্বকাপ খেলেই অবসর নিয়ে নেবেন ধোনি।বিশ্বকাপে ৭ ম্যাচে এখনও পর্যন্ত ধোনির রান কত?চলতি বিশ্বকাপে ৭ ম্যাচে খেলে ৯০ প্লাস স্ট্রাইক রেট রেখে ২২৩ রান করেছেন।

এই বাংলাদেশই তাঁর দেখা সেরা, জানালেন সচিন তেন্ডুলকর

২০০৭ সালে বিশ্বকাপে প্রথমবার মুখোমুখি হয়েছিল ভারত ও বাংলাদেশ। ওয়েস্ট ইন্ডিজের কুইন্স পার্ক ওভালের ওই ম্যাচে ক্রিকেট বিশ্বকে চমকে দিয়ে টিম ইন্ডিয়াকে ৫ উইকেটে হারিয়েছিলেন টাইগার্সরা। ওই ভারতীয় দলের অন্যতম সচিন তেন্ডুলকর অবশ্য সেবারের থেকে এবারের বাংলাদেশ দলকেই এগিয়ে রাখছেন।এই বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া বাংলাদেশ দলের অন্যতম সদস্য শাকিব আল হাসান, মুশফিকুর রহিম, মাশরাফি মোতর্তোজা, তামিম ইকবালরা সেবারও ছিলেন জাতীয় দলে। তবু সেই দলের থেকে এবারের বাংলাদেশ দল অনেক বেশি পরিণত এবং লড়াকু বলেই মনে করেন সচিন তেন্ডুলকর। এবারের বাংলাদেশ দল তার সর্বকালের সেরা বলে মত দিয়েছেন মাস্টার ব্লাস্টার।ইংল্যান্ড বিশ্বকাপে বাংলাদেশ যে পারফরম্যান্স দিয়েছে, তাতে খুশি সচিন তেন্ডুলকর। টুর্নামেন্টে শাকিবদের ধারাবাহিকতায় মুগ্ধ হয়েছেন মাস্টার ব্লাস্টার। এমনকী ভারতের বিরুদ্ধে বাংলাদেশী ব্যাটসমানরা শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে গেছেন বলেই জানিয়েছেন সচিন তেন্ডুলকর। লর্ডসে পাকিস্তানের বিরুদ্ধেও টাইগার্সরা নিজেদের সেরাটা দেবেন বলেই বিশ্বাস করেন মাস্টার ব্লাস্টার।

মায়াঙ্কের ডাক এল, তবু তাঁর এল না! হতাশায় অবসর নিলেন অম্বাতি রায়াডু

নিজস্ব প্রতিবেদন : এ কেমন বিচার! বিজয় শঙ্কর চোট পেলেন। তাঁর বদলে দলে ডেকে নেওয়া হল একটিও ম্যাচ না খেলা মায়াঙ্ক আগরওয়ালকে। কানাঘুঁষোয় শোনা গেল, বিরাট কোহলি, রবি শাস্ত্রী নাকি বিজয় শঙ্করের বদলি হিসাবে মায়াঙ্ককে দলে চেয়েছেন! তিনি বিশ্বকাপের রিজার্ভ দলে ছিলেন। কিন্তু ডাক এল না। রাগ, দুঃখ, হতাশা আসাটা স্বাভাবিক। অম্বাতি রায়াডু আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়ে ফেললেন।৩৩ বছর বয়সী অম্বাতি মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান হিসাবে দলকে ভরসা দিতে পারতেন। এর আগে বিশ্বকাপের দলে তাঁর জায়গায় সুযোগ পেয়েছিলেন বিজয় শঙ্কর। নির্বাচক কমিটি প্রধান এমএসকে প্রসাদ বলেছিলেন, ''''বিজয় শঙ্কর থ্রি ডাইমেনশন ক্রিকেটার। ব্যাট, বল, ফিল্ডিং-তিন পজিশন-এ ও কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে।'''' এর পর প্রসাদের থ্রি-ডি তত্ত্ব নিয়ে ব্যঙ্গও করেছিলেন রায়াডু। শেষমেশ চাপে পড়ে বিশ্বকাপের দলের রিজার্ভ হিসাবে নেওয়া হয়েছিল রায়াডুকে। কিন্তু অন্ধ্রপ্রদেশের ডান-হাতি ব্যাটসম্যান বোধ হয় নিজেও বুঝে গিয়েছিলেন, তাঁকে আর খেলানো হবে না।শিখর ধাওয়ান আঙুলে চোট পাওয়ার পর ঋষভ পন্থকে বদলি হিসাবে ডাকা হয়। এর পর বিজয় শঙ্করের বদলে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন মায়াঙ্ক। তবুও দেশের হয়ে ৫০টি একদিনের ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা থাকা রায়াডুকে দলে ডাকা হয়নি। যার জন্য তিনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন বলে মনে করছেন ভারচতীয় ক্রিকেটমহল। দেশের জার্সিতে ৫৫টি ম্যাচে ১৬৯৪ রান করেছেন রায়াডু। রয়েছে তিনটি সেঞ্চুরি। চলতি বছরের মার্চ মাসে শেষবার জাতীয় দলের হয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলেছিলেন তিনি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেও আইপিএলে খেলবেন রায়াডু।

PNIeT NO :08/EE/DWS-I/2019-20

Online item rate bids are invited for the following work :

Sl No	Name of the Item	Estimated cost	Earnest Money	Time for completion	Deadline for online bidding	Tender Fee	Place, time and date of opening of online technical bid	Website for online bidding	Last date and time of submission for original EMD and cost of bidding and other notary a t tes ted documents	Class of Tenderer
1	Water supply arrangement at New Raj Bhawan during theyear 2019-20/Operation &maintenance of 10,000 GPHcapacity modified IRP, in/c. operation of pump with motors complete at New Raj Bhawan under DWS Sub-Division-III, Kunjaban, Agartala. *DN IeT No:*-14/EE/DWS-I/ 2019-20	Rs. 17,71,100.00	Rs. 17,711.00	730(Seven Hundred thirty) days	Upto 15.00 Hrs on 19/07/2019	Rs. 1000.00	O/O the Executive Engineer, DWS Division, Agartala-I, Upto 16.30 H rs on 22/07/2019) (If Possible)	http:// tripuratgenders.gov.in	Upto 16.00 Hrs on 22/07/2019	Appropriate Class

All details can be seen in the office of the undersigned.
NB: This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.triouratenders.gov.in and / or www.tenders.gov.in at free of cost. But the bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.Eov.in
For details please visit www.tripuratenders.eov.in and/or www.tenders.gov.in/or www.eproecurc.govin. and for any query please contact :- contact:- 0381-232-5606
e-mail:dwsdivagartalal@gmail.

For and on behalf of the Governor of Tripura.
ICA/C/585/19
Executive Engineer
DWS Division, Agartala-I
Tripura West

DECLARATION

WHEREAS, it was Notified by Government in the Revenue Department vide Notification **NO. F. 09 (01)-REV/ACQ/XXI/18** dated **14-03-2019,** that the land/ lands described in the schedule hereto (hereafter referred to as the said land / lands) was / were needed or likely to be needed for the public purpose, namely for the purpose of **development of D. C. Nagar Solid Waste Managaement Plant under AMC under Mohanpur Sub-Division in West Tripura District;**
AND WHEREAS, the Government of Tripura is satisfied, on the basis of the observation made by Administrator of the concerned District that the Rehabilitation and Resettlement Scheme shall not apply under the provision of **Sub-Section** 2 of **Section 17** of the "Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013" (hereinafter referred to as "the Land Acquisition & Rehabilitation Act"), because no displacement of family / families will occur due to proposed acquisition process;
AND WHEREAS, the necessary tentative fund is available with the Land Acquition Colietor, West Tripura District for the acquisition proposal;
NOW, THEREFORE, it is hereby Declared under the Provision of **Section 19** of the Land Acquisition & Rehabilitation Act that the said land / lands is / are required for the public purpose, namely for the purpose of **development of D. C. Nagar Solid Waste Managaement Plant under AMC under Mohanpur Sub-Division in West Tripura District.**
The Government is also pleased to direct the Collector. **West Tripura** District under **Section 20 of** the said Act to proceed with the works.
The Land Statement and Plan may be inspected in the Office of the Collector, **West Tripura** District during office hours.

SCHEDULE

No. F. 09(01)-REV/ACQ/XX/18 July 1st, 2019
File No. DM/W/LA/MNP/08/2016 L. A. Case No. 03/MNP/2019

DECLARATION
(U/S-19 of the RFCTLARR Act, 2013)
SCHEDULE OF LAND

Name of the Distirct South : West Tripura
Name of the Sub-Division : Mohanpur
Name of the Mouja : Debendra Chandra Nagar Sheet No. 5(1)/P
Name of the Tehsil : Debendra Chandra Nagar
Name of Project : Acquisition of land measuring 5.83 acres (Jote land) for development of D. C. Nagar Solid Waste Management Plant under AMC under the provision of the "RFCTLARR Act, 2013

SI. No.	Khatian No.	Plot No.	Class of Land	Acquired Area (In Acres)
1	2	3	4	5
		Jote land		
1	3082	6027/10561	Lunga	0.45
		6025	Tilla	2,41
		6022/10559	Tilla	0.75
		6028	Bastu	0.15.
		6024	Bastu (Tilla)	0,18
		6026/10562	Lunga	0.21
		6029	Lunga	1.04
2	3422	6026/17556	Luria	0.22
3	3425	6026/17559	Lunga	0.22
4	3427	6026/17561	Lunga	0.10
5	3428	6026/17562	Lunga	0.10
Total Jote land:-				**5.83**
Total Jote land measuring :-				**5.83**
Total Khas land measuring :-				**0.00**
Total De partmental land measuring :-				**0.00**
Grand total land measuring :-				**5.83**

ICA/D/463/19-20
By order of the Governor,
A. Debnath)
Joint Secretary to the
Government of Tripura

জাগরণ 4 July, 2019, Thursday আগরতলা ৪ জুলাই, ২০১৯ ইং, ১৮ আষাঢ়, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

বিশ্ব বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন ত্রিপুরা শাখার উদ্যোগে বঙ্কিম স্মরণোৎসবে শ্রদ্ধার্ঘ্য

আগরতলা, ৩ জুলাই ।। বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৮১তম জন্ম জয়ন্তি উপলক্ষে ৩ জুলাই সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় রবীন্দ্র পরিষদের দক্ষিণী গৃহে বিশ্ব বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন ত্রিপুরা শাখা আয়োজিত বঙ্কিম স্মরণোৎসব বিশ্ব বঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক রাধাকান্ত সরকার প্রদীপ প্রজ্বালন করে সূচনা করেন।

বন্দে মাতরম সমবেত সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে স্মরণোৎসবের উদ্বোধন হয়। আলোচনায় অংশ নিয়ে অধ্যাপক ডঃ রবীন্দ্র কুমার দত্ত এবং অধ্যাপিকা সুতপা দাস সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্রের সাহিত্য সাধনার বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। উপস্থিত শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের মত এই বঙ্কিম বন্দনা অনুভব করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বিশ্ব বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক বঙ্কিম বন্দনা করে বাংলা সাহিত্যের যে সংকট সামনে এসেছে তা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে সকলকে কাজ করতে আহ্বান জানান। এই স্মরণোৎসবে সভাপতির ভাষণে বিশ্ব বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের ত্রিপুরা শাখার সভাপতি পরিতোষ বিশ্বাস আবেগ আপ্লুত হয়ে জানান যে, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্রের প্রতি আমাদের অনুরাগ শ্রদ্ধা কত বেশী আজকের হল ভর্তি সংস্কৃতি প্রেমী মানুষের মহামিলন আবারও প্রমাণ করে দিল। আজকে বাংলা সাহিত্যের যে দুর্যোগ সেখানে বঙ্কিম চন্দ্রের স্মরণ আমাদেরকে নতুন পথ দেখাবে। অনুষ্ঠানে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন সম্মানিত অতিথি ত্রিপুরা রবীন্দ্র পরিষদের সম্পাদক কল্যাণ গুপ্ত ও বিশ্ব বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক সুভাষ দেব।

বিশ্ব বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের ত্রিপুরা রাজ্য শাখা আয়োজিত বঙ্কিম স্মরণোৎসব অনুষ্ঠিত হয় ত্রিপুরা রবীন্দ্র পরিষদের দক্ষিণী গৃহে। এদিন, দক্ষিণী গৃহ সংস্কৃতি প্রেমী মানুষের ভীড়ে উপচে পড়েছিল। আলোচনা ছাড়াও সঙ্গীত, নৃত্য, আবৃত্তিতে বঙ্কিম স্মরণোৎসব কার্য্যতই উপস্থিত দর্শক শ্রোতাদের আকৃষ্ট করতে পেরেছে। স্মরণোৎসবে স্বাগত ভাষণ দেন বিশ্ব বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন ত্রিপুরা শাখার যুগ্ম সম্পাদিকা সঙ্গীতা দেওয়ানজি। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মৃণাল দেবনাথ। আজকের অনুষ্ঠানে ত্রিশজন শিল্পী সঙ্গীত, নৃত্য ও আবৃত্তি পরিবেশন করেন। সমবেত জাতীয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে আজকের অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

চড়িলামে রথযাত্রার ব্যাপক প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩ জুলাই ।। এই প্রথম রথযাত্রা ঘিরে চড়িলামে ব্যাপক প্রস্তুতি। বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস নিয়ে প্রথমবর্ষ রথযাত্রার কাজ চূড়ান্ত প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে বুধবার। রথযাত্রার উদ্বোধন করবেন এলাকার বিধায়ক তথা উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। থাকবেন বিশিষ্ট সমাজসেবি তাপস দাস সহ রথযাত্রা উৎসব কমিটির ব্যক্তিত্বরা। একমাস ব্যাপী রথতৈরির কাজ করেছে নির্মান কারিগররা। চড়িলাম বাজার সংলগ্ন খেলার মাঠ থেকে শুরু হবে রথযাত্রা। জগন্নাথ বলভদ্র এবং শুভদ্রাজে নিয়ে রথ চড়িলামের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পরিমল চৌমুহনী গিয়ে শেষ হবে। সেখানে রথ থাকবে সাতদিন। তাছাড়অ রথযাত্রাকে ঐতিহাসিক রূপে গড়ে তুলতে ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে রথযাত্রা উৎসব কমিটির। সমস্ত ধর্মপ্রাণ মানুষকে উৎসবে সামিল হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন উৎসব কমিটি।

গন্ডাছড়া পরিদর্শন করলেন বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি,আগরতলা, ৩ জুলাই ।। সন্ত্রাস কবলিত এলাকা ঘুরে দেখতে বুধবার বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া গন্ডাছড়ায় ছুটে যান।বিধায়ক গত মঙ্গলবার আইপিএফটি দলের কর্মীদের হাতে আক্রান্ত গাছ বাগান এলাকাবাসী দের বাড়ী ঘরে গিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলেন।এরপর একে একে বিএমএস পরিচালিত অটোস্টেন্ড, গন্ডাছড়া বাজার এবং মঙ্গলবার রাতে গন্ডাছড়া বাজারের এক ব্যবসায়ীর গুদামে নাশকতার আগুনে পুড়া ঘরটি ও তিনি ঘুরে দেখেন। ছয়ের পাতায় দেখুন

বিনা নোটিশে বিদ্যুৎ লাইন ছিন্ন করলো নিগম

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩ জুলাই ।। রাম যুগেও ভগবানের ঘর অন্ধকারে সাধক সাধিকারা করতে পারেনি শ্রীশ্রী জগন্নাথের সেবা। বকেয়া না থাকা ও আগাম নোটিশ ছাড়াই মন্দিরের বিদ্যুৎ পরিষেবা বিচ্ছিন্ন করে দিল বিদ্যুত দপ্তর। জানালো মন্দির কর্তৃপক্ষ। ঘঠনায় স্থম্ভিত মন্দির কর্তৃপক্ষ সহ গোটা গ্রাম। ঘঠনা তেলিয়ামুড়া মহকুমার ইচারবিল জগন্নাথ মন্দিরে।

ঘঠনায় জানা যায় কিছু বুঝার আগেই তেলিয়ামুড়ার বিদ্যুৎ দপ্তরের একটি প্রতিনিধিদল। মঙ্গলবার বিকেলে ইচারবিল এলাকার জগন্নাথ মন্দিরের বিদ্যুৎ পরিষেবা অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে উঠে গোটা মন্দির চত্বর। এনিয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে আছে গোটা গ্রামে। বিদ্যুৎ দপ্তরের এহেন ভূমিকায় ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী সহ মন্দিরে অবস্থানরত বিদ্যুৎ দপ্তরের প্রতিক্ষুব্ধ তেলিয়ামুড়াবাসী। নিজেদের পরিষেবা না দিতে পারলেও বিল সংগ্রহের বেলায় দাদাগিরি চরম সীমায়। তবে একটি ভগবানের প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করার আগে অনেকটা ভাবার দরকার ছিল বলে এলাকাবাসীর অভিমত।

যান দুর্ঘটনা বেড়ে চলছে সাব্রুমে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩ জুলাই ।। জনসচেতনতা এবং প্রশাসনের গাফিলতির ফলে সাব্রুমে যান দুর্ঘটনা ক্রমশ বেড়ে চলছে। গত দুতিন মাসে যান দুর্ঘটনায় সাব্রুমে প্রায় তিন ব্যক্তি প্রান হারিয়েছেন। জনগন প্রশ্ন তুলেছেন, সাব্রুম থেকে মনুবাজারের জলেফা এবং মনুবাজার টেলিফোন অফিস সংলগ্ন ব্রীজ অত্যন্ত বিপদজনক। ব্রীজ দুটি হঠাৎ করে নব্বই ডিগ্রি ঘুরে গেছে। ফলে জাতীয় সড়কে মিনিমাম গতিতে চললে ও হঠাৎ করে ব্রিজে দুর্ঘটনা ঘটে যায়। আজ মনুবাজার টেলিফোন সংলগ্ন ব্রীজ ভয়ানক দুর্ঘটনায় নব কুমার ত্রিপুরা নামে এক পঞ্চায়েত সচিব গুরুতর আহত হয়। তাকে উদয়পুর জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। টি্ৰ০৮ ব্ব৭৬৫২ বাজাজ পালসার মোটরসাইকেল সরাসরি ব্রীজে ধাক্কা মারে। এতে পঞ্চায়েত সচিব গুরুতর আহত হয়।

জয়াপ্রদার বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্যের অভিযোগে আজম খানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের

লখনউ, ৩ জুলাই (হি. স.) : বিজেপি নেত্রী জয়াপ্রদার বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্যের অভিযোগে সমাজবাদী পার্টির নেতা আজম খানের বিরুদ্ধে রামপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন মহম্মদ মুস্তাফা আহমেদ। এ ব্যাপারে বুধবার রামপুরের সার্কল অফিসার বিদ্যা কিশোর জানান, এই মামলায় আজম খান এবং এস টি হাসান সহ মোট সাতজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

গত ৩০ জুনের একটি অনুষ্ঠানে বিজেপি নেত্রী জয়াপ্রদা সম্পর্কে অপমানজনক মন্তব্য করার জন্য সমাজবাদী পার্টি নেতা আজম খান ও তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে আজম খান ও এস টি হাসান সহ মোট ৭ জনের বিরুদ্ধে এদিন অভিযোগ করেন মহম্মদ মুস্তাফা আহমেদ। ছয়ের পাতায় দেখুন

খারিফ শস্যের সহায়ক মূল্য বৃদ্ধি করল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা

নয়াদিল্লি, ৩ জুলাই (হি.স.) : সমস্ত খারিফ শস্যের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। এর ফলে দেশজুড়ে উপকৃত হবে কৃষকেরা। বুধবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকের সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর সহ মন্ত্রিসভার একাধিক সদস্য। ছয়ের পাতায় দেখুন

পঞ্চায়েত ভোট ঃ উত্তর জেলাও মনোনয়পত্র দাখিল চলছে জোর কদমে

নিজস্ব প্রতিনিধি,চুড়াইবাড়ি, ৩ জুলাই ।। সামনেই গোটা রাজ্যে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন।নির্বাচনকে সামনে রেখে শুরু হয়েছে প্রার্থীদের মনোনয়ন পত্র দাখিলের প্রক্রিয়া।গোটা রাজ্যের সাথে উত্তর জেলার ৫৫ বাগবাসা বিধানসভা কেন্দ্রের কালাছড়া আর ডি ব্লকের ভিডিও তথা রিটার্নিং অফিসার তরুণ কান্তি সরকারের নিকট ৩ টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ৪ টি পঞ্চায়েত সমিতির মনোনয়নপত্র জমা দিল কংগ্রেস দল। আজকের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়াতে উপস্থিত ছিলেন ৫৫ বাগবাসা বিধানসভা কেন্দ্রের বাগবস ব্লক কংগ্রেস সভাপতি হীরালাল নাথ সহ সকল প্রার্থীগণ।

ব্লক কংগ্রেস সভাপতি হীরালাল নাথ মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে সাংবাদিকদের একটি সাক্ষাৎকারে বলেন, উনারা ৩ টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ৪ টি পঞ্চায়েত সমিতির মোট ৫০ টি মনোনয়নপত্র আজ জমা দিয়েছেন ইচাইলালছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ১১ টির মধ্যে ৯টি, নদিয়াপুর শনিছরা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১১ টির মধ্যে ৭ টি, গোবিন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১১ টির মধ্যে ৭ টি এবং নদিয়াপুর,গবিন্দপুর,ইচাইলালচড়া,লক্ষিনগরের ৪ টি পঞ্চায়েত সমিতির মনোনয়নপত্র জমা দেন। তবে আজকে কংগ্রেস দলের মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার সময় একটি জিনিস পরিলক্ষিত হয় যে,কংগ্রেসের প্রার্থী ও কর্মীসমর্থকরা অধিকাংশই সিপিএম থেকে এসে কংগ্রেস দলে সমর্থন করেছেন। এদিকে কালাছড়া ব্লকের ভিডিও তথা রিটার্নিং অফিসার তরুণ কান্তি সরকার জানান,গতকাল থেকে কালাছড়া ব্লকে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া শুরু হয়েছে।আজকে পর্যন্ত মোট ৮টি পঞ্চায়েত সমিতি এবং ১৭ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছে কংগ্রেস দল। অপরদিকে আজ ঊনকোটি জেলার ৫০ পাবিয়াছড়া বিধানসভায়ও অনুষ্ঠিত হবে নির্বাচন।এই উপলক্ষে বুধবার কুমারঘাট ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক তথা রিটার্নিং অফিসার মিঠুন দাস চৌধুরীর নিকট পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি মনোনিত প্রার্থীরা মনোনয়ন দাখিল করলেন।

এদিন শাসক দল বিজেপির কর্মী সমর্থকেরা কাঠ ফাটানো রোদে হেটে ঘাম ঝড়িয়ে কুমারঘাট শহরে সুসজ্জিত মিছিলের মধ্য দিয়ে পাবিয়াছড়া বিধানসভা এলাকার রতিয়াবাড়ী সুকান্তনগর সহ মোট ৮ টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ৪ টি পঞ্চায়েত সমিতির মনোনিত প্রার্থীরা কুমারঘাট ব্লকে রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়ন জমা করেন।

মনোনয়ন দাখিল সম্পর্কে বলতে গিয়ে রিটার্নিং অফিসার জানান মঙ্গলবার পর্যন্ত পঞ্চায়েত সমিতির আসনের জন্য মোট ৬টি মনোনয়ন জমা করা হয়েছে এবং এগুলি দেওয়া হয়েছে বিরোধী সি পি আই এম দলের পক্ষ থেকে তবে কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে এখনো পর্যন্ত কোন মনোনয়ন জমা পড়েনি তবে দলের তরফে সময় চাওয়া হয়েছে।

তবে এদিনের মনোনয়ন জমাকে ঘিরে দলীয় কর্মীদের উপস্থিতি তেমন একটা ছিলনা ফলে এনিয়ে নানান গুঞ্জন শুরু হয়েছে কুমারঘাটে।বিগত নির্বাচনে বর্তমান শাসক দলের মিছিলের লাইনে যে সংখ্যক সমর্থক হেটেছিলেন বর্তমানে তার অর্ধেকটাও নেই শাসক দলের মনোনয়ন দাখিলের মিছিলে তাদেখে দলের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন অনেকেই।

আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বহুতল ভবন নির্মাণে গুরুত্ব মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুলাই ।। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বহুতল ভবন নির্মাণ নিরাপদ। তাই, ত্রিপুরায় সমস্ত বহুতল নির্মাণে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেব। বুধবার ত্রিপুরা হাউজিং অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন বোর্ডের শততম সভা মহাকরণের ১ নম্বর কনফারেন্স হল-এ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই সভায় মুখ্যমন্ত্রী এ-কথা বলেন। সাথে যোগ করেন, নয়া বিল্ডিং রুলস কার্যকর করতে অতি সহজে অনুমোদন পাওয়া এখন খুবই সহজ। ফলে, এই রুলস যথাযথ পালন সুনিশ্চিত করতে হবে।

আজকের সভায় হাউজিং বোর্ডের বিভিন্ন নির্মাণ কাজ, বাজেট এবং সর্বশেষ বোর্ড মিটিং-এর কর্ম পরিকল্পনার বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন ত্রিপুরা হাউজিং এণ্ড কনস্ট্রাকশন বোর্ডের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক তথা পূর্ত দফতরের (বিল্ডিং) চিফ ইঞ্জিনিয়ার সঞ্চয়িতা দাস । এদিকে, বোর্ডের বিভিন্ন কাজের বিষয়ে বিস্তারিতভাবে খোঁজখবর নেন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি বলেন, ত্রিপুরা হাউজিং অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন বোর্ডের অধীনে নির্মীয়মাণ সমস্ত ভবন যেন রাজ্য সরকারের নতুন বিল্ডিং রুলসকে অনুসরণ করেই নির্মাণ করা হয় । তাঁর মতে, নতুন বিল্ডিং রুলসকে অনেক সহজ ও সরলীকরণ করার ফলে অতি সহজেই বিল্ডিং নির্মাণ কাজের অনুমোদন পাওয়া যাবে । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা হাউজিং অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন বোর্ডের অধীনে যে-সকল বিল্ডিং নির্মিত হবে তাতে অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা, পার্কিং-এর ব্যবস্থা, বিল্ডিং-এর দু'দিকে সিঁড়ির ব্যবস্থা রাখার ব্যাপারে বিশেষ নজর রাখতে হবে । কারণ, আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় বহুতল ভবন নির্মাণ খুবই নিরাপদ। ত্রিপুরা হাউজিং বোর্ডকে মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ, আগরতলা পুর নিগম, অগ্নিনির্বাপক দফতর, বিদ্যুৎ দফতর-সহ সংশ্লিষ্ট সব দফতরের অনুমোদন পাওয়ার পরেই সংশোধিত ত্রিপুরা বিল্ডিংস রুলসকে অনুসরণ করে বহুতল ভবনের নির্মাণ কাজ করতে হবে।

এদিনের সভায় ত্রিপুরা হাউজিং অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন বোর্ডের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক তথা পূর্ত দফতরের (বিল্ডিং) চিফ ইঞ্জিনিয়ার জানান, ১৯৮১ সালে ত্রিপুরা হাউজিং বোর্ডের কাজ শুরু হয় । বর্তমানে ত্রিপুরা হাউজিং বোর্ডের ২৪ জন টেকনিক্যাল এবং ৪১ জন নন-টেকনিক্যাল-সহ মোট কর্মী সংখ্যা ৬৫ জন । বোর্ডের সর্বশেষ সভা হয়েছিল ২০১৭ সালের নভেম্বর মাসে ।

আজকের সভায় মুখ্যমন্ত্রী বোর্ডের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিককে নির্দেশ দেন, বোর্ডের সভা এখন থেকে প্রতি তিনমাস অন্তর করতে হবে । সভায় মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক আরও উল্লেখ করেন, ত্রিপুরা হাউজিং বোর্ড সচিবালয়ের কাছে ১.২৫ একর জমিতে ১২৫-১৪০টি মালিকানাভিত্তিক ফ্ল্যাট নির্মাণ করার পরিকল্পনা নিয়েছে । ফ্ল্যাট নির্মাণে ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড, রিয়েল এস্টেট রেগুলেটরি অথরিটি আইন এবং ত্রিপুরা বিল্ডিংস রুলস কঠোরভাবে অনুসরণ করা হবে বলে তিনি সভাকে অবহিত করেন।

পিপিপি মডেলের মাধ্যমে তিনটি বিমানবন্দরকে লিজ দেওয়ার সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার

নয়াদিল্লি, ৩ জুলাই (হি.স.) : পিপিপি মডেলের মাধ্যমে দেশের তিন বিমানবন্দরকে লিজ দেওয়ার সিদ্ধান্তে সায় দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। সেই অনুযায়ী আহমেদাবাদ, লখনউ, মেঙ্গালুরু বিমানবন্দরগুলিকে আদানি গোষ্ঠীর কাছে লিজ হিসেবে দেওয়া হবে। বিমানবন্দরের ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন এবং পরিষেবার বিষয়টি দেখভাল করবে আদানি গোষ্ঠী।

পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ বা পিপিপি মডেল দেশের আর্থিক সংস্কারের ক্ষেত্রে উল্লেখজনক ভূমিকা পালন করেছে। এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রকাশ জাভরেকর বলেন, লিজ নেওয়ার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ দর হেকেছিলেন আদানি গোষ্ঠী। শর্তসাপেক্ষে আগামী ৫০ বছরের জন্য আহমেদাবাদ, লখনউ এবং মেঙ্গালুরুর বিমানবন্দরের ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন এবং পরিষেবার বিষয়টি দেখভাল করবে। এই প্রকল্প দক্ষতা, স্বচ্ছতা, বিশেষত্ব, পেশাদারিত্ব বৃদ্ধি করবে। এমনকি রাষ্ট্রায়াত্ব ক্ষেত্রে বহু কাঙ্খিত বিনিয়োগও নিয়ে আসবে। ছয়ের পাতায় দেখুন

পূর্ব মালাড-এ পাঁচিল ভেঙে বিপর্যয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২৬, আহতদের অনেকেরই শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক

মুম্বই, ৩ জুলাই (হি. স.) : মৃত্যু মিছিল অব্যাহত! উত্তর মুম্বইয়ের শহরতলি পূর্ব মালাড-এ কুঁড়েঘরের উপর বিশালাকার দেওয়াল ভেঙে পড়ার ঘটনায় প্রাণ হারালেন আরও দু''জন। সবমিলিয়ে এখনও পর্যন্ত পাঁচিল ভেঙে পড়ার ঘটনায় প্রাণ হারালেন ২৬ জন। গুরুতর আহত অবস্থায় কমপক্ষে ৭০ জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন, তাঁদের মধ্যে অনেকেরই শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক। পাঁচিল ভেঙে পড়ার ঘটনায় বুধবার সকাল পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ছিল ২৪। এদিন বিকেলে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ২৬-এ। ধ্বংসস্তূপের নীচ থেকে এদিন সকালে উদ্ধার করা হয় বছর ৪৩-এর একজন ব্যক্তি এবং তিন বছর বয়সী একটি শিশুকে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে দু''জনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। এইচবিটি ট্রমা কেয়ার হাসপাতালের চিকিৎসক বিদ্যা মানে জানিয়েছেন, 'ভোররাত তিনটে নাগাদ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় একজন ব্যক্তিকে, এরপর সকাল ১০.৩০ মিনিট নাগাদ তিন বছরের একটি শিশুকে নিয়ে আসা হয়। ততক্ষণে দু''জনের মৃত্যু হয়।' এরপর বিকেলে মৃত্যু হল আরও দু-জনের।

প্রবল বৃষ্টির জেরে মঙ্গলবার ভোররাতে উত্তর মুম্বইয়ের শহরতলি পূর্ব মালাড-এর পিম্পরিপাড়া এলাকায় কুঁড়েঘরের উপর ভেঙে পড়ে বিশালাকার দেওয়াল। মঙ্গলবার দিনভর উদ্ধারকাজ চালায় জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ) এবং দমকল। ধ্বংসস্তূপের নীচ থেকে ৭০-এরও বেশি মানুষকে উদ্ধার করা সম্ভব হলেও, ২৬ জনকে প্রাণে বাঁচানো সম্ভব হল না। এমতাবস্থায় প্রশাসনের আশঙ্কা, মৃতের সংখ্যা হয়তো আরও বাড়তে পারে।

বিশেষ সিবিআই আদালতে বেকসুর খালাস মুক্তার-সহ সমস্ত অভিযুক্ত

নয়াদিল্লি, ৩ জুলাই (হি. স.) : বিজেপি বিধায়ক কৃষ্ণানন্দ রাই খুনের মামলায় প্রাক্তন বিধায়ক মুক্তার ছয়ের পাতায় দেখুন

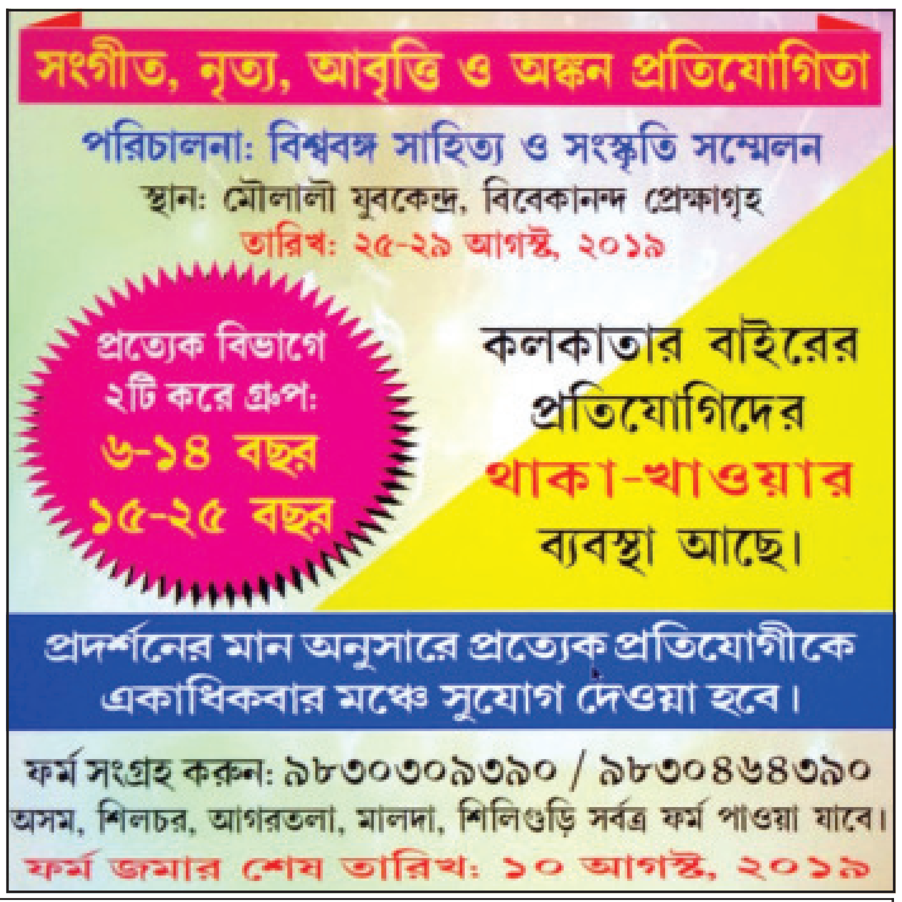

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।